পথ

সত্য

জীবন

অনুগ্রহের
যাত্রা রূপে
শিষ্যত্ব

ডেভিড এ বুসিক

পথ

সত্য

জীবন

অনুগ্রহের
যাত্রা রূপে
শিষ্যত্ব

ডেভিড এ বুসিক

গ্রন্থস্বত্ব © 2021
দি ফাউন্ড্রি পাব্লিশিং [The Foundry Publishing]
পোস্ট অফিস বক্স ৪১৯৫২৭
ক্যান্সাস নগর, এম ও ৬৪১৪১ (ইউ এস এ)

শীর্ষক সহ মূলত ইংরাজি ভাষাতে প্রথম প্রকাশিত
WAY TRUTH LIFE
ডেভিড এ বুসিক দ্বারা
ফাউন্ড্রি পাব্লিশিং দ্বারা প্রকাশিত
ব্যবস্থাপনার দ্বারা এই সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে
দি ফাউন্ড্রি পাব্লিশিং সহিত [The Foundry Publishing]
নাজারিন চার্চের গ্লোবাল পাবলিকেশনস [Global Nazarene Publications]

সর্ব অধিকার সংরক্ষিত

ISBN 978-1-56344-935-2

প্রকাশকের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত, এই প্রকাশনের কোনো অংশ পুনরায় প্রকাশ করা যাবে না, পুনরায় নিষ্কাশিত করা যায় এমন কোনো স্থানে সংরক্ষিত করা যাবে না, অথবা কোনো রূপে, কোনো ভাবে কোথাও প্রেরণ করা যাবে না, যেমন স্ক্যানিং করা, ফটো কপি করা, অথবা রেকর্ড করার দ্বারা। একমাত্র ব্যতিক্রম হল ছাপা পুনঃমূল্যায়নে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি।

উপরের পাতার পরিকল্পনা;
ভিতরের পরিকল্পনা: শ্যারোন পেজ
অনুবাদ: Christian Lingua, Inc.

আলাদা ভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, শাস্ত্রের সকল উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে এখান থেকে: THE HOLY BIBLE, Bengali O.V., Compact Edition, 10B0061/2008/3M BL/Gilt/Zip, A10 BENG 071

প্রকাশনের সময়ে এই পুস্তকে ইন্টারনেট ঠিকানা সঠিক ছিল, কিন্তু সকল ভাষাতে সেটি পাওয়া না যেতেও পারে। এই লিংকগুলি দেওয়া হয়েছে উৎস রূপে। প্রকাশক সেগুলির অথবা সেগুলির বিষয়বস্তুর অথবা সেগুলির স্থায়িত্বের বৈধতা ঘোষণা করেন না।

রবার্ট ই বুসিক, একজন পিতা, যিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, শিষ্যত্ব হল একটি যাত্রা, যেটি অনুগ্রহ দ্বারা আবৃত থাকে আর খ্রীষ্টের ন্যায় হওয়াটা হল আমাদের গন্তব্য।

হে সদাপ্রভু, তোমার পথ আমাকে শিক্ষা দেও, আমি তোমার সত্যে চলিব; তোমার নাম ভয় করিতে আমার চিত্তকে একাগ্র কর।

–গীতসংহিতা ৮৬:১১

বিষয়বস্তু

কৃতজ্ঞতাস্বীকার 11

ভূমিকা 13

১) আশ্চর্যজনক অনুগ্রহ 21

পথ

২) অনুসন্ধানকারী অনুগ্রহ 37

সত্য

৩) রক্ষাকারী অনুগ্রহ 57

জীবন

৪) পবিত্রীকৃত অনুগ্রহ 83

৫) ধারণকারী অনুগ্রহ 119

৬) পর্যাপ্ত অনুগ্রহ 159

উত্তরভাষ: যীশু খ্রীষ্টই হলেন প্রভু 179

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

কৃতজ্ঞতাস্বীকার তাদেরকে স্বীকৃতিদান দেওয়ার তুলনায় আরো বেশি ব্যাপ্ত হতে পারে যারা কৃতজ্ঞতার ঋণটিকে সম্ভব করেন যার প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে না। তাও এই প্রচেষ্টাটিকে করা হল।

যখন আমাকে দ্য চার্চ অফ নাজারীন-এর জন্য একজন জেনারেল সুপারিনটেনডেন্ট রূপে সেবা করতে নির্বাচন করা হয়েছিল, তখন আমি জানতাম জেনারেল সুপারিনটেনডেন্টের বোর্ডে থাকা আমার সহকর্মীগণ আমার জীবনটিকে প্রভাবিত করবেন, কিন্তু তাদের প্রভাবের পরিমাণটি অপরিমেয় হয়ে এসেছে। যদিও আমাদের লিডারশিপ কথাবার্তাগুলোতে প্রায়ই সর্বদা ভিন্ন ভিন্ন মতামত উঠে এসেছে, তথাপি যে বিষয়গুলো স্থির থেকেছে তাহল চার্চের প্রতি তাদের সহনশীলতা ও সমর্পণ- তখনও যখন এর জন্য তাদেরকে মূল্য দিতে হয়েছিল- এবং তাদের চরিত্র ও তাদের হৃদয়ের শুদ্ধতার শক্তিটির প্রতি আমার ভরসাটি। ফিলিমাও চাম্বো, গুস্টাভো ক্রোকার, ইউজেনিও দুয়ার্টে, ডেভিড গ্রেভস, জেরি পোর্টার, কার্লা সানবার্গ, এবং জে. কে. ওয়ারিক-দের ধন্যবাদ। আপনাদের প্রভাবটি চার্চের সেবাতে এই পুস্তকটিকে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে যা আমাদেরকে "জাতিগণের মধ্যে খ্রীষ্টস্বরূপ শিষ্যসমূহ নির্মাণের" আমাদের মিশনটিকে পূর্ণ করতে সাহায্য করে।

ধন্যবাদ দ্য চার্চ অফ দ্য নাজারীনের বিশ্ব শিষ্যত্ব সেবাকার্যের পরিচালক স্কট রায়নীকে একটি সহজ পুস্তক লিখতে আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, যেটি অনুগ্রহের একটি যাত্রা রূপে শিষ্যত্বের পবিত্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। দ্য ফাউন্ড্রি পাবলিশিং-এ এডিটরিয়াল ডিরেক্টর, বনী পেরিকে ধন্যবাদ, তার দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য যে ভালো ধর্মবিজ্ঞান লেখাটা এবং তা আমাদের সন্তানদের কাছে হস্তান্তর করাটা হল তার জীবনটিকে নিবেশ করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অউড্রা স্পিভানকে স্পষ্টতার জন্য তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সর্বদা প্রশ্ন করে যে "কেমন হবে এইভাবে লিখলে" এডিটিং করার জন্য ধন্যবাদ। অন্তিমে, স্নেহভাজন আমার অল্পবয়সী-কালের নাজারীন সদস্যদেরকে ধন্যবাদ,

কেবল আপনাদের অধিকতর উপস্থিতির জন্যই নয় কিন্তু আমাকে শেখাবার জন্য যে পবিত্রতা মাত্র এমন কিছু নয় যা ঈশ্বর প্রভু খ্রীষ্টে আমাদের জন্য করেছেন কিন্তু ঈশ্বর প্রভু খ্রীষ্টে অবিরাম আমাদের মধ্যে করছেন এবং আমাদের জীবনে করছেন যখন আমরা নিজেদের অধিকারটিকে ত্যাগ করে প্রভু যীশুকে মালিক হতে দিই।

লেখকের মন্তব্য

যেমনটি আমার পূর্বের লেখাগুলোতে হয়ে এসেছে, আমি পাঠককে শিষ্যত্ব এবং অনুগ্রহের যাত্রার বিষয়ে আরো মহান উপলব্ধি করতে ফুটনোট বা পৃষ্ঠা–সমাপ্তির টীকাগুলোকে দেখতে অনুপ্রাণিত করছি। পর্যাপ্ত টীকা রচনাগুলো আমার অন্যদের চিন্তাধারার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাটিকে এবং অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করার আমার ইচ্ছাটিকে প্রতিফলিত করে যা এই পাঠ্য পুস্তকটির প্রধান লেখাটার ক্ষেত্রে ভার হতে পারত। সম্পূর্ণ অভিগমনের জন্য, প্রত্যেকবার একটি নতুন অধ্যায়ের আরম্ভে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিগুলোকে দেওয়া হয়েছে, যদিও সেগুলোকে লেখক ও রেসৌর্সগুলো পূর্বেই স্বীকার করেছেন।

ভূমিকা

যীশু আমাদের একটি যাত্রায় আমন্ত্রণ করেন। “আইস, আমার অনুসরণ কর।” একজন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে অভিযানে যাওয়ার জন্য এটি হল এক সরল নিমন্ত্রণ। খ্রীষ্টিয়ান জীবন একটি সঠিক বিশ্বাস অপেক্ষা অধিক কিছু। এটি বুদ্ধিমত্তার সম্মতি অপেক্ষা অধিক কিছু। যীশুর সঙ্গে যাত্রা করার জন্য এটি হল একটি আমন্ত্রণ।

যীশুর সঙ্গে যাত্রার আর একটি নাম হল শিষ্যত্ব। শিষ্যত্ব হল যীশুর *সঙ্গে* যাত্রা করার সময় যীশুর *পথ* অনুসরণ করা। পথের মধ্যে থাকে বহু আবর্তন, বাঁক, এবং অপ্রত্যাশিত রাস্তার মোড়। কখনো কখনো পথটি সহজ, আর অন্য সময়ে এটিকে কঠিন আরোহণ বলে মনে হয়। কিন্তু অন্তিম লক্ষ্য, শিষ্যত্বের (গ্রীক ভাষায়, *তেলোস*) সর্বদা একই থাকে: খ্রীষ্টের ন্যায় হওয়া।

সেটি যদি অসম্ভব মনে হয়, তাহলে প্রকৃত পক্ষে শুরু করার জন্য আপনি খুবই উত্তম স্থানে আছেন। প্রকৃতপক্ষে, যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়তার জন্য না হয়, তাহলে এটি অসম্ভব *হবে: যীশুর সঙ্গে* আমাদের যাত্রা করা। তাই এটি একটি অনুগ্রহের যাত্রা।

যখন যীশু বললেন, “আমিই পথ ও সত্য ও জীবন” (যোহন ১৪.৬), তখন তিনি অনুক্রমিতা, বুদ্ধিমত্তার সমীকরণ, অথবা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়িক চুক্তি করা অপেক্ষা অধিক কিছু বলছিলেন। তিনি বর্ণনা করছিলেন শিষ্যত্বের সম্পর্কগত পথের বিষয়ে। বাস্তবিক, পথ, সত্য, এবং জীবন, এইগুলি জীবনের নীতির দার্শনিক নির্যাশ নয়। পথ, সত্য, এবং জীবন হলেন একজন ব্যক্তি।

যীশু নির্দেশ করছিলেন যাত্রার সঠিক *তেলোস* (লক্ষ্য) বিষয়ে: প্রকৃত *জীবন* যেমন ঈশ্বর চান, এবং সেই উপায়, যার মাধ্যমে আমরা লক্ষ্যে

পৌঁছাই, সেটি হল *পথ* এবং *সত্য,* যেটি সম্পূর্ণ হয় তাঁর মধ্যে এবং তাঁর মাধ্যমে।[1] অনুগ্রহের যাত্রা হল মূলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

জেমস কে এ স্মিথ শিষ্যত্বকে বর্ণনা করেছেন "অন্ধকারের রাজত্ব থেকে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রের রাজত্বে এক প্রকারের অভিবাসন রূপে (কলসীয় ১.১৩)।"[2] এটি হল এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাত্রার - ভাষা।[3] এটি হল নাগরিকত্ব ও আনুগত্যের পরিবর্তনের বিষয়, যেটি - যিনি হলেন পথ, সেই যীশু খ্রীষ্টে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত অসম্ভব। স্মিথ ক্রমশ বলেছেন: "খ্রীষ্টে আমাদের দেওয়া হয় একটি স্বর্গীয় প্রবেশাধিকার; তাঁর দেহে আমরা বাঁচতে শিখি রাজ্যের 'অধিবাসীদের' ন্যায়। এই প্রকারের নূতন রাজ্যে অভিবাস কেবল মাত্র ভিন্ন পরিসরে স্থানান্তরিত হওয়া হয় না; নূতন জীবন পথে আমাদের অভ্যস্ত হতেও হবে, নূতন ভাষা শিখতে হবে, নূতন অভ্যাস করতে হবে – এবং প্রতিপক্ষ রাজ্যের অভ্যাস সকল ভুলে যেতে হবে।"[4]

আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে যীশু যখন বললেন, "আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি" (যোহন ১৪), তখন সেই প্রতিজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এক নিশ্চয়তা যে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের এই যাত্রার ব্যবস্থা করেছেন আর সেই সঙ্গে আছে থাকার ব্যবস্থা যখন আমরা সেখানে পৌঁছাবো। তিনি হলেন আমাদের প্রবেশাধিকার পত্র, যিনি আমাদের সাহায্য করবেন নূতন এক দেশের – তাঁর রাজ্যের অধিবাসী হতে। সর্বোত্তম বিষয় হল এই যে, ঘরে ফিরে যাওয়ার সমগ্র যাত্রাপথে তিনি আমাদের সহবর্তী হবেন। এই পথের জন্য যীশুই হবেন আমাদের পথ। অনুগ্রহের এক যাত্রার এই হল প্রত্যাশা।

---

1. রিচার্ড জন নেউহৌস *তেলোস* কথাটির সংজ্ঞা করেছেন এইভাবে "চরম সমাপ্তি যেটি আলোচ্য বিষয়ের অর্থ প্রদান করে।" Neuhaus, Death on a Friday Afternoon: Meditations on the Last Words of Jesus from the Cross (New York: Basic Books, 2000), 127.

2. James K. A. Smith, You Are What You Love: The Spiritual Power of Habit (Grand Rapids: Brazos Press, 2016), 66.

3. John Bunyan's The Pilgrim's Progress (1678) দেশ অথবা রাজ্য পরিবর্তন করার জন্য একজন যে যাত্রা করে, সেই একই ধারণার এটি ছিল একটি প্রাচীন কাল্পনিক সংস্করণ।

4. Smith, You Are What You Love, 66.

আমিই পথ ও সত্য ও জীবন

যীশু যখন বললেন, “আমিই পথ ও সত্য ও জীবন,” তখন তিনি জীবনের নিষ্কাশিত নীতির প্রস্তাব করছিলেন না, যেটিকে একটি ফলকে লিখে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। বরং এটি ছিল এক ভীত, অনিশ্চিত শিষ্যের দ্বারা উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর। এটি এসেছে যোহন লিখিত সুসমাচারের একটি অংশ থেকে, যেটিকে পণ্ডিতগণ “অন্তিম উপদেশ” বলে অভিহিত করেছেন (যোহন ১৪ থেকে ১৭ অধ্যায়)। নূতন নিয়মের অপর তিনটি সুসমাচার অপেক্ষা, যোহনের লেখা এই চারটি অধ্যায় আমাদের একটি অভ্যন্তরীণ ধারণা দেয় যে, যীশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এই শেষ সময়ে তিনি কি ভাবছিলেন, আর তাঁর শিষ্যদের কি শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাই এইগুলিকে যীশুর অন্তিম ইচ্ছা ও নিয়ম বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।[5]

মনে রাখবেন যে, শিষ্যগণ অত্যন্ত ভয়ংকর সংবাদ শুনেছিলেন। তাঁরা ভাড়া করা একটি কক্ষে একত্রিত হয়েছিলেন। সেই স্থানে সকলেই ভিড় করে ছিলেন। যীশু বারোজন শিষ্যের পা ধুয়ে দিলেন, যার ফলে সকলেই অস্বস্তিতে পড়লেন। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন একথা বলার জন্য যে, অতি শীঘ্র তাঁদেরই একজন তাঁকে ধরিয়ে দেবে (১৩.২১)। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেল এইজন্য যে, এত বছর সর্বত্র এক সাথে চলাফেরা করার পর, এখন যীশু বলছেন যে, তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে যাবেন, আর তাঁরা তাঁর সঙ্গে যেতে পারবে না (১৩.৩৩)।

এটি খুবই বিপর্যস্ত হওয়ার একটি বিষয়! যীশু অনুভব করতে পারলেন যে, তাঁদের উপরে তাঁর বাক্যের কি প্রভাব পড়েছে। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে তিনি তাঁদের বললেন, “তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক” (১৪.১)। যে শব্দকে “উদ্বিগ্ন” বলে অনুবাদ করা হয়েছে, সেটি হল সেই একই শব্দ যেটিকে ব্যবহার করা হয় প্রবল ঝড়ের সময় গালীল সমুদ্রের জলকে বর্ণনা করার জন্য। যখন হাওয়া বইতে থাকে, তখন জল অস্থির ও উত্তাল হয়ে যায়। শিষ্যদের মনের অবস্থাও তেমনি

---

5. ফ্রেডেরিক ডেল ব্রুনের, যোহন ১৪–১৬ কে উল্লেখ করেছেন, যীশুর শিষ্যত্বের উপদেশ রূপে, যেখানে ১৭ অধ্যায় কাজ করেছে এক সমাপ্তির প্রার্থনা রূপে, আর সকল কিছু সম্মিলিত রূপে, “তাঁর পরিচর্যাকারী মণ্ডলীর জন্য, যীশুর নিবিড় নিয়মানুসারের ধর্মতত্ত্ব।” Bruner, The Gospel of John: A Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2012), 786

ছিল। তাঁদের পেট গুলিয়ে উঠছিল। তাঁদের মাথা ঘুরছিল। তাঁদের আবেগ ভারাক্রান্ত ছিল। যীশু চেষ্টা করলেন তাঁদের উত্তাল হৃদয়কে শান্ত করার: "তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক... আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি... আমি পুনর্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক। আর আমি যেখানে যাইতেছি, তোমরা তাহার পথ জান" (যোহন ১৪. ১ক, ২খ, ৩খ-৪)।

তারপর থোমা কথা বললেন। ইতিহাস তাঁকে সন্দেহকারী থোমা বলে অবিহিত করেছে বটে, কিন্তু আমি খুব খুশি যে, তিনি সেখানে ছিলেন কারণ থোমার সাহস ছিল তাঁকে সেই প্রশ্ন করার, যার উত্তর আর সকলেই শুনতে চেয়েছিল। তিনি হলেন শিক্ষাকক্ষে এক ছাত্রের ন্যায়, যিনি শিক্ষা দেওয়ার সময়ে শিক্ষককে থামিয়ে দেন এবং বলেন, "ক্ষমা করবেন। এটি হয়তো একটি বোকার মত প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু আমাদের কোনো ধারণা নেই যে, এই মুহূর্তে আপনি কি বলছেন।" প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি বোকার মতো প্রশ্ন ছিল। আমি এই বিষয়টির প্রশংসা করি যে, থোমার এই উপস্থিত বুদ্ধি ছিল যে, সেই কক্ষে সকলের দ্বারা যীশুর বাক্য বুঝতে না পারার সমস্যাটি তিনি চিনতে পেরেছিলেন, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যেটি সকলের মনের মধ্যে ছিল: "প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা আমরা জানি না, পথ কিসে জানিব?" (১৪.৫)

জীবন হল এমনই, তাই নয় কি? কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন আমরা ভাবতে থাকি, কোন দিকে যেতে হবে। কখনো কখনো আমরা মনে করি, আমরা জানি যে আমরা কোথায় চলেছি – *অথবা আশা করি* যে আমরা জানতে পারবো যে আমরা কোথায় চলেছি – কিন্তু স্বীকার করতে হয় যে, আমরা পথ একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। মনে হয় পথে অনেকগুলি প্রতিচ্ছেদ ও মোড় আছে, অনেক পথ আছে আর কানাগলি আছে। জীবনের গোলক ধাঁধায় যেটি আমরা সব থেকে বেশি চাই, সেটি হল একটি মানচিত্র। কিন্তু, বহু মানুষ, সেই মানচিত্র খুঁজে না পেয়ে, কোথাও না থাকার চেয়ে যে কোনো জায়গায় যেতে চায়, আর তাই তারা একটি পথ বেছে নেয় আর সেই দিকে চলতে থাকে, যে পথে বাধা বিঘ্ন সর্বাপেক্ষা কম থাকে।

ধন্যবাদের বিষয় এই যে, যীশু থোমার (এবং আমাদের) প্রশ্নের উত্তর দিলেন: "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (১৪.৬)। এটি খুবই মজার বিষয় যে, স্পষ্টত যীশুর দাবীর গুরুত্ব আছে "পথ" শব্দের উপরে। অনুক্রমিতার দিক থেকে পথ হল প্রথম। এর অর্থ এই হয় না যে সত্য ও জীবন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সরল ভাবে এটির অর্থ এই হয় যে, সত্য ও জীবন ব্যাখ্যা করে, *কেন* ও *কিভাবে* যীশুই হলেন পথ।[6]

তিনিই হলেন পথ, কারণ তিনিই সত্য – অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকাশন। তিনিই হলেন পথ, কারণ প্রতিটি সেই মানুষের জন্য ঈশ্বরের জীবন সহজলভ্য আছে, যিনি তাঁর মধ্যে, কেবল মাত্র তাঁরই মধ্যে বাস করেন। *তিনি একই সাথে জীবনে প্রবেশ করার প্রথ এবং ঈশ্বরের সাথে জীবনে সংলগ্ন হওয়া, উভয়েরই।* যোহন লিখিত সুসমাচারে, মঙ্গলের সমাচারের কেন্দ্র বিন্দু আছে যীশুতে – অর্থাৎ দেহ ধারণকারী বাক্যে এবং অনৈক্য ঈশ্বরের পুত্রে – আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পারি ও জানতে পারি এমন ভাবে, যেমন ভাবে পূর্বে কখনো সম্ভব হয় নি। তিনি হলেন ঈশ্বরের অনুমোদিত স্বয়ং প্রকাশন।[7] অন্য ভাবে বলতে গেলে, যীশু কেবল একটি পথ মাত্র নন, কিন্তু তিনিই হলেন একমাত্র পথ – কারণ তিনি ব্যতিক্রম, অদৃশ্য ঈশ্বরের, যাকে আমরা পিতা বলে জানি (১.১৪, ১৮; ৬.৪৬; ৮.১৯; ১২.৪৫), তাঁর দৃশ্যমান প্রকাশন।[8]

"আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (১৪.৬)। আমাদের অনেকেরই মনের মধ্যে থাকতে পারে থোমার মতো প্রশ্ন, "পথ

---

6. বহু মানুষ রেমন্ড ব্রাউন কে তাঁর প্রজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ যোহানিন পণ্ডিত বলে বিবেচনা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন "*পথ* হল [যীশুর উক্তির] প্রাথমিক সূত্রের বিধেয়, আর *সত্য* ও *জীবন* হল কেবল মাত্র পথের ব্যাখ্যা।" Brown, The Gospel According to John XII–XXI, The Anchor Bible Commentary (New York: Doubleday, 1970), 621. এটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সত্য ও জীবন হল পথের ব্যাখ্যা – অথবা ভিন্ন ভাবে বলতে গেলে, যীশু হলেন পথ, কারণ তিনিই হলেন সত্য ও জীবন। যীশু ব্যক্তিগত ভাবে তিনটিই তাঁর মধ্যে ধারণ করেন।

7. Bruner, The Gospel of John, 811. ব্রুনার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, "যীশুর দ্বারা পিতা ঈশ্বরকে প্রকাশ করা, আমাদের এই মহান প্রত্যাশা দেয় যে, [যীশুর ন্যায়] পিতাও অতি, অতি উত্তম হবেন – আর প্রকৃত পক্ষে আছেন এবং সর্বদাই থাকবেন।"

৪. আমি অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে থাকি কবিসুলভ এখানকার একটি পাদ টীকা থেকে The Wesley Study Bible: New Revised Standard Version, Joel B. Green and William H. Willimon, eds. (Nashville: Abingdon Press, 2009).

কিসে জানিব?” (১৪.৫), কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি, স্পষ্ট ভাবে হোক অথবা না হোক, আত্মিক প্রশ্নাবলীর উত্তর খুঁজছে। পূর্বের বহু বৎসর অপেক্ষা, আজকের দিনে আমাদের সমাজ আত্মিক জীবনের বিষয়ে অধিক উন্মুক্ত। কিন্তু সমস্যা হল এই যে, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন আত্মিক পথের বিষয়ে উন্মুক্ত।

আধুনিক পশ্চিম জগতের ধারণা সর্ব-বিষয় সমন্বিত গ্রাহকের মানসিকতা অবলম্বন করে। এটি সংযুক্ত থাকে একাধিকত্ব গ্রহণ করার অতি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে। এর ফলে বহু ব্যক্তি, যে কোনো একটি আত্মিক পথকে অন্য যে কোনো পথের মতোই প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ বলে মনে করে, যতক্ষণ সেগুলি থেকে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি পূর্ণ হয় এবং ততক্ষণ তাদের নিজেদের কাছে সেগুলি বৈধ ভাবে সত্য হয়। আর এমনটিই মনে করা হয় – তাতে একজন বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম, বিজ্ঞানবাদী, যিহূদী, খ্রীষ্টিয়ান, অথবা যে কোনো অন্য ধর্মই অবলম্বন করুক না কেন – যতক্ষণ একজন নিষ্ঠাবান থাকে, এবং যতক্ষণ তার মনোনয়ন সম্পর্কে সে তুষ্ট থাকে, তাহলে সেই বিকল্প একই প্রকারের উত্তম হবে, কারণ সকল পথ একই ঈশ্বরের দিকে পরিচালনা করে (যেমন এই জগতের ধারণা বলে)।

এই ধারণায় বহু সমস্যার মধ্যে একটি হল এই যে, ভিন্ন ভিন্ন এই বিশ্বাসগুলি পরস্পর বিরোধী এবং তাদের দাবীগুলি একে অপরকে বাতিল করে দেয়। অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের পরিপ্রেক্ষিতে যখন খ্রীষ্টিয়ান ধর্মকে দেখা হয়, তখন দেখা যায়, এটিই হল একমাত্র ধর্মবিশ্বাস, যেটি নির্দিষ্ট দাবী করে যে, যীশুই হলেন ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ। “আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না” যীশুর এই কথাগুলি কেউ বিশ্বাস করবে আর তারপরও বলবে যে পিতার কাছে যাওয়ার অন্য পথও আছে, এমন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তেমনটি করার অর্থ হবে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করা, যিনি এই শব্দগুলি বলেছিলেন। যীশু এমন বলেন নি যে, “পিতার কাছে যাওয়ার অনেকগুলি পথের মধ্যে আমি একটি।” তিনি একথা বলেন নি যে, “যদি তোমরা চাও, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পার, যদিও অন্য কিছুও মনোনীত করলে করতেও পার আর সেগুলিও একই প্রকারের টেঁকসই।” যীশু এমনও বলেন নি, “যে কোনো আত্মিক পথেই তুমি চল না কেন,

আমার দিক থেকে সেটি ঠিকই হবে, যতক্ষণ তুমি নিষ্ঠাবান থাকছ।” ঘুণাক্ষরেও যীশু এমন কোনো কিছুই বলেন নি। স্পষ্ট রূপে তিনি বলেছেন যে পিতার কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ হলেন তিনি।[9]

আমাদের পরিবার যখন এক নূতন শহরে গেল, তার অল্প কিছু দিন পরেই, সেই শহরের অপর প্রান্তে আমি ও আমার স্ত্রী একটি সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ পেলাম। আমরা পৃথক গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু আমার স্ত্রী রাস্থা ঘাট সম্পর্কে আমার থেকে ভাল জানতেন, তাই তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। অকস্মাৎ আমরা গাড়ির ভিড়ে পড়ে গেলাম আর আমি তাঁকে হারিয়ে ফেললাম। যেটিকে আমি তাঁর ভ্যান মনে করে দেখেছিলাম, সেটিক অনুসরণ করছিলাম। যখন আমি পৌঁছলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে আমি একটি ভুল গাড়ির অনুসরণ করছিলাম – আর এখন আমি এক ভিন্ন রাস্তায় চলে এসেছি – আর সেই সাক্ষাৎকারে পৌঁছানর জন্য এখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। তখন আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম আর ঘরে ফিরে গেলাম। কাহিনীর মর্মার্থ খুবই সরল: যে পথ আপনি বেছে নিয়েছেন, সেই পথে আপনি নিষ্ঠাবান হতে পারেন আর সেই একই সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গেই আপনি ভুল করতে পারেন। ঘটনা হল এই যে, নিষ্ঠাবান হওয়ার থেকে আরও অথিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয় সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া।[10] এর জন্য প্রয়োজন সত্য! যে দিকে একজন চলেছে, সেদিকে হয়তো সে ভালই চলছে, কিন্তু যদি সেটি ভুল পথ হয়ে থাকে তাহলে সে যত শীঘ্রই পৌঁছে যাক না কেন, তাতে কোনো লাভ হবে না।

যীশুর দাবী আমূল ভাবে *সার্বজনীন*, কারণ সকলকেই আমন্ত্রণ করা হয়েছে এই পথ অবলম্বন করার জন্য, কিন্তু এটি আবার আমূল ভাবে *স্বতন্ত্র* এই অর্থে, সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে কোনো পথই একজন অবলম্বন করুন না কেন সে পৌঁছে যাবে কানাগলিতে – যদি সে

---

9. যারা যীশুর নাম না জেনে এমন কি না শুনে মৃত্যু বরণ করবে, এমন অন্যান্য ধর্ম, বিশ্বাস, পরম্পরা অনুসরণকারীদের কাছে অনুগ্রহের সঙ্গে পৌঁছাতে, এটি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে দেয় না। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব যেমন করতে চাইবেন, সর্বদাই তেমন করার অধিকার তাঁর থাকে। সকল কিছুকে পুনর্মিলিত করার অনুগ্রহের দ্বারা আশ্চর্য হয়ে যাব বলে আমি সর্বদাই আশা করে থাকি।

10. আত্মঘাতী বোমারুদের মতো তাদের সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান আর কেউ হয় না। কিন্তু, কেউ যত উদ্যমের সঙ্গেই তাদের সত্যের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হোক না কেন – নিষ্ঠাই যথেষ্ট হয় না যদি না সেটি চরম বাস্তবতার উপরে ভিত্তি করে হয়ে থাকে।

একমাত্র পথ অবলম্বন না করে, যেটি তাকে নিয়ে যাবে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের কাছে।

আত্মিক ভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক ব্যক্তি – আমাদের প্রত্যেক জন – ভুল পথ অবলম্বন করার অপরাধে অপরাধী। এর ফলে আমরা ঈশ্বরের থেকে দূরে চলে যাই। যিশাইয় ভাববাদী নির্দিষ্ট রূপে লিখেছিলেন: “আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথে ফিরিয়াছি” (৫৩.৬ক)। রোমীয় পুস্তকে প্রেরিত পৌল পুনরায় এই বিষয়ের উপরে জোর দিয়েছেন, “কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব–বিহীন হইয়াছে” (৩.২৩)। কেন? কারণ আমরা সকলেই জীবনে ভুল পথ বেছে নিয়েছি। আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পথ অবলম্বন না করে আমরা সকলেই আমাদের নিজেদের পথ নির্বাচন করেছি।

সুসমাচার (মঙ্গল সমাচার) হল এই যে, যীশু এসেছিলেন আমাদের মতো মানুষদের জন্যই। লুক আমাদের বলেছেন যে, যীশুর মিশনের পরিচর্যার বিবৃত উদ্দেশ্য ছিল “যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্য পুত্র আসিয়াছেন” (১৯.১০)। অনেক পথ বেরিয়ে গিয়েছে এমন একটি স্থানে আমাদের ছেড়ে না দিয়ে, অথবা আরও খারাপ ভাবে উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে সম্পূর্ণ ভুল পথ অবলম্বন করতে না দিয়ে, যীশু আসলেন ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার একমাত্র পথটি আমাদের স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দিতে আসলেন, যে পথ রাজ্যের নূতন দেশে, অনন্ত জীবনে নিয়ে যায়।

একজন মন্তব্যকারী যীশুর শব্দগুলির এই ভাবে ভাষান্তর করেছেন: “আমি, আমিই হলাম পথ, আর আমি, আমিই হলাম সত্য যা তোমাদের এই পথে পরিচালনা করবে, আর আমি, আমিই হলাম জীবন, যেটি তোমাদের শক্তি দেবে এই পথে চলার সময়ে সত্য অবলম্বন করতে।”[11] “আমিই[12] পথ” কোনো এক গুচ্ছ নির্দেশ নয়, একটি পথ মানচিত্র নয়,

11. Bruner, The Gospel of John, 823.

12. [*ইগো,* “আমি”] সর্বনামটি খুবই জোরাল, এটি গুরুত্ব সরিয়ে দেয় একটি পদ্ধতি থেকে একজন ব্যক্তির উপরে। আরও, এটি লক্ষণীয় বিষয়, এবং বহু বার এটির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, যোহন লিখিত সুসমাচারে যীশুর দ্বারা “আমিই” বলা হল জ্বলন্ত ঝোপে মোশির কাছে ঈশ্বরের “আমি যে আছি সেই আছি” [যাত্রাপুস্তক ৩.১৪] ঘোষণার উল্লেখ করে। সমগ্র ইব্রীয় শাস্ত্রে “আমি” *ইহাওয়ে* রূপে পরিচিত হয়েছে।

এক গুচ্ছ সূত্র নয় – এটি হল আমিই পথ। “আমিই সত্য” কোনো জীবন পরিচালনা করার জন্য এক গুচ্ছ নীতি নয় অথবা কোনো দার্শনিক পূর্ব ধারণা নয় – আমিই সত্য। “আমিই জীবন” কোনো জীবনের বিকল্প পথ নয় যেখানে অধিক আশাবাদী ধারণা আছে – আমিই হলাম একমাত্র প্রকৃত জীবন, বাস্তবিক মানব হওয়ার জন্য একমাত্র উপায়।

কেবল *একটি* পথ, ও *একটি* সত্য, ও *একটি* জীবন হওয়া যীশু খ্রীষ্টের দাবী নয়, কিন্তু দাবী হল একমাত্র সত্য হওয়া ও ঈশ্বরের অদ্বিতিয় পুত্র হওয়া, এটিই হল খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের ভিত্তিমূল। এটি ধর্ম বিশ্বাসের অন্যান্য পদ্ধতিগুলিকে নিন্দা করার বিষয় নয়: এটি বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, পিতা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য একটি মাত্র পথ আছে, আর সেটি হল যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে। তিনিই হলেন একমাত্র উপায়, যার দ্বারা আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। যেমন ফ্রেডরিক ব্রুনার উল্লেখ করেছেন, “পূর্ব, বহু বর্ষ যাবৎ ‘পথের’ (*তাও*) আকাঙ্খা করে এসেছে, পশ্চিম আকাঙ্কা করে এসেছে ‘সত্যের’ (*ভেরিতাস*), আর সমগ্র জগৎ (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ) আকাঙ্কা করে এসেছে ‘(প্রকৃত) জীবনের’ আর যীশুই হলেন ব্যক্তি রূপে এই তিনটি।”[13]

কল্পনা করুন আপনি এক অপরিচিত শহরে আছেন আর আপনি কাউকে এমন একটি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন যেটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। যার কাছে আপনি সাহায্য চাইলেন, সে আপনাকে এই প্রকার উত্তর দিতে পারে, “পরের চকে আপনাকে ডান দিকে দেখতে হবে। তারপর সেই চক পার করুন, সেখানে একটি মন্ডলীগৃহ আছে সেটি পার করে যান, মাঝখানের রাস্তাটি ধরুন, সেটি আপনাকে নিয়ে যাবে তিন নম্বর রাস্তায়, যতক্ষণ না আপনি পৌঁছে যাচ্ছেন চতুর্থ রাস্তার মোড়ে।” এমন কি স্পষ্ট পথ নির্দেশ পেলেও, রাস্তা যখন জটিল হয়ে থাকে তখন ভুল দিকে মোড় ঘুরে যাওয়া অথবা রাস্তা হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে।

মনে করুন যাকে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন সেই ব্যক্তি আপনাকে উত্তর দিল, “দেখুন, সেখানে যাওয়ার কোনো সোজা রাস্তা নেই। যদি আপনি সেখানে কখনো না গিয়ে থাকেন তাহলে সেখানে যাওয়া খুবই জটিল বিষয়। আপনি কেবল মাত্র আমার পিছনে পিছনে আসুন। আরও ভাল হবে আপনি আমার সঙ্গেই চলুন, আর আমি আপনাকে সেখানে

13. Bruner, The Gospel of John, 812.

পৌঁছে দেব।” সেই ব্যক্তি কেবল মাত্র আপনার পথ প্রদর্শক হবে তাই নয়, কিন্তু অবশ্যই সেই ব্যক্তিই পথ হয়ে যায়, আর যেখানে আপনি যেতে চান, সেখানে পৌঁছাতে আপনার কোনো ভুল হবে না। যীশু আমাদের জন্য ঠিক সেই কাজটিই করেন। তিনি কেবল মাত্র উপদেশ ও পথ নির্দেশ দেন না। অনুগ্রহের যাত্রায় তিনি স্বয়ং আমাদের সঙ্গে চলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের পথের বিষয়ে বলেন না – তিনি স্বয়ং পথ হয়ে যান!

ব্রিটিশ ধর্মতত্ত্ববিদ ও বিখ্যাত মিসিওলজিস্ট লেসলি নিউবিগিন, দৃঢ়তার সঙ্গে এই ধারনাটিকে স্পষ্ট করেছেন: “এমন নয় যে তিনি [যীশু] পথের বিষয়ে শিক্ষা দেন, অথবা পথের বিষয়ে আমাদের নির্দেশ দেন: যদি তেমনটি হতো, তাহলে আমরা তাঁর শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ দিতাম আর তারপর আমাদের নিজেদের মতো করে সেটি অবলম্বন করতাম। কিন্তু তিনি স্বয়ং হলেন পথ, ... প্রকৃতপক্ষে এই পথ অবলম্বন করার অর্থ হল, পিতা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ অবলম্বন করা।”[14]

অ্যালিস'স অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড (অদ্ভুত স্থানে অ্যালিসের অভিযান) সম্পর্কে লুইস ক্যারোলের লেখা একটি পুস্তকে বলা হয়েছে যে, অ্যালিস পৌঁছে যায় এক আড়াআড়ি পথের সংযোগ স্থলে আর চেশায়ারের বিড়ালকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে: “আমাকে কি বলতে পার, এখান থেকে আমি কোন পথে যাবো?”

বিড়ালটি উত্তর দিল, “সেটি নির্ভর করে তুমি কোথায় যেতে চাও তার উপরে।”

অ্যালিস উত্তর দিল, “কোথায় যাব তা নিয়ে আমি ভাবি না।”

বিড়ালটি বলল, “তাহলে কোন পথে তুমি যাবে তাতে কিছুই এসে যায় না।”

যীশুর অনৈক্য দাবিটিকে অধিক স্পষ্ট রূপে হয়তো আর কেউ সারসংক্ষেপ করে নি, যেমনটি থমাস এ কেম্পিস করেছেন, *অফ দি ইমিটেশন অফ খ্রাইষ্ট* নামক তাঁর সূক্ষ্ম ভক্তির পুস্তকে।

---

14. Lesslie Newbigin, The Light Has Come: An Exposition of the Fourth Gospel (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 181.

আমার অনুসরণ কর। আমিই পথ ও সত্য ও জীবন। পথ না থাকলে কোথাও যাওয়া যায় না। সত্য ব্যতীত কোনো জ্ঞান হয় না। জীবন ব্যতীত বেঁচে থাকা যায় না। আমিই পথ, যেটি তোমাদের অবলম্বন করতে হবে, সত্য যেটি তোমাদের বিশ্বাস করতে হবে, জীবন যার জন্য তোমাদের প্রত্যাশা করতে হবে। আমিই পথ যা উলঙ্ঘন করা যায় না, অব্যর্থ সত্য এবং অসীম জীবন। আমিই পথ যেটি সরাসরি, চরম সত্য জীবন যেটি সত্য, আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত জীবন যেটি সৃষ্ট হয় নি। যদি তোমরা আমার পথে থাক, তাহলে তোমরা সত্য জানবে, আর সত্য তোমাদের স্বাধীন করবে, আর তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করবে।[15]

যীশুতে আমরা পাই পিতার কাছে যাওয়ার পথ। তিনি হলেন ঘরে পৌঁছানর পথ।

যীশুতে আমরা পাই সত্য। তিনি পিতার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির অপরিবর্তনীয়, নিশ্চিত, এবং নির্দিষ্ট সত্যকে বাস্তবিক রূপ দেন।

যীশুতে আমরা পাই জীবন – জীবনের উপচয়, এখন, এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত আগত নূতন সৃষ্টিতে।

এটি হল অনুগ্রহের যাত্রা

---

15. Thomas à Kempis, Of the Imitation of Christ, Book 3, chapter 56 (c. 1418–1427)

১

অনুগ্রহ যা আমাদের বিস্মিত করে

অনুগ্রহ সর্বত্র রয়েছে।

–জর্জেস বের্নানোস, দ্য ডায়েরি অফ এ কান্ট্রি প্রিস্ট

আজকের জগতে "অ্যামেজিং গ্রেস" (অদ্ভুত অনুগ্রহ) হল সমগ্র জগতে একটি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও প্রিয় গান। যদিও এটি দুই শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন, কিন্তু তবুও এটি এখনও গাওয়া হয়ে থাকে শত শত ভাষায় ও উপভাষায়।[1] এটি জাতি ও গোষ্ঠী, ভৌগলিক ও প্রজন্মের সকল সীমারেখা অতিক্রম করে। এর শব্দগুলি জানার জন্য এবং সেগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য আপনাকে খ্রীষ্টিয়ান হতেও হবে না।

জন নিউটন নামক একজন ইংরেজ পাস্টার এই গানটি লিখেছিলেন। তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের প্রথমের দিকে, তিনি ছিলেন দাসদের পরিবহনকারী একটি জাহাজের অধিনায়ক, আর শত শত দাসদের পশ্চিম আফ্রিকা থেকে গ্রীসে নিয়ে আসার জন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দায়িত্বে থাকতেন। কিন্তু, একবার সামুদ্রিক ঝড়ে যখন তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন,

1. যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকার, জোহানেসবার্গের বিমান বন্দরের বিশ্রাম কক্ষে বসে এটি লিখছি, তখন আমি শুনতে পারি শ্রমিকদের একজন গুনগুন করে আফ্রিকার ভাষায় এই গানটি গেয়ে চলেছে। অ্যামেরিকার সাংবাদিক, বিল মোয়ার্স একবার লিঙ্কন কেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠান দেখছিলেন, যেখানে শ্রোতাগণ "অদ্ভুত অনুগ্রহ" গানটি গেয়েছিল। খ্রীষ্টিয়ান ও অখ্রীষ্টিয়ান সকলের মধ্যে, এই গীতটির ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা দেখে তিনি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, এই একই নামে তিনি একটি তথ্যচিত্র প্রস্তুত করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

তখন তিনি পরিবর্তিত হওয়ার এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যেটি তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। তিনি কখনো আর সেই একই ব্যক্তি ছিলেন না।

না কেবল তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একটি অনুগ্রহের যাত্রা শুরু করেছিলেন, কিন্তু তিনি আরও একটি ভয়ংকর অনুশোচনা করেছিলেন আর দাস ব্যবসায় ব্যক্তিগত ভাবে যুক্ত থাকার জন্য তিনি অনুতাপ করেছিলেন। তিনি তাঁর অধিনায়কের চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন আর একজন অ্যাংলিকান পাস্টার হয়ে গিয়েছিলেন, এবং পরে তিনি উইলিয়াম উইলবারফোর্স এর পরামর্শদাতা হয়েছিলেন, যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দাস প্রথা লোপ করার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিরাশি বৎসর বয়সে, যখন তিনি মৃত্যু শয্যায় ছিলেন, তখন নিউটন ঘোষণা করেছিলেন, "আমার স্মৃতিশক্তি প্রায় চলে গিয়েছে। কিন্তু দুটো বিষয় আমার মনে আছে যে, আমি এক নিকৃষ্ট পাপী আর খ্রীষ্ট হলেন মহান মুক্তিদাতা।" আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, তিনি এতটাই কবিতার ন্যায় লিখতে পেরেছিলেন – তিনি অদ্ভুত অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, অনুভব করেছিলেন, এবং এর দ্বারা তিনি পরিবর্তিত হয়েছিলেন।

এই পুস্তক হল অনুগ্রহের বিষয়ে। এটি হল অনুগ্রহের যাত্রার বিষয়ে, যার মাধ্যমে আমরা অধিক রূপে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে পরিণত হই, যিনি "পথ ও সত্য ও জীবন।" অনুগ্রহ আসে বিভিন্ন রূপে, শাস্ত্রে এবং আমাদের জীবনে, যদিও অনুগ্রহের প্রকৃতি একই থাকে। আমরা এটি পেয়ে থাকি ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান রূপে ব্যক্তিগত ভাবে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করি এক পারস্পরিক রূপান্তরিত হওয়ার সম্পর্কের মধ্যে।

অনুগ্রহ কি?

ঈশ্বরের অনুগ্রহ কি? কিভাবে এটি আমাদের জীবনে আসে, আমাদের প্রভাবিত করে, আমাদের পরিবর্তন করে, আর খ্রীষ্টের ন্যায় জীবন যাপন করতে আমাদের শক্তি প্রদান করে? অনুগ্রহের বহু সংজ্ঞা আছে:

- যোগ্যতা ব্যতীতই ঈশ্বরের অনুগ্রহ।
- অযোগ্যদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম।
- এমন ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়ে থাকে, যে সেটির বিপরীত জিনিস পাওয়ার যোগ্য।

- ঈশ্বরের প্রেমের পূর্ণ প্রকাশন, যেটির একমাত্র অনুপ্রেরণা থাকে দাতার প্রাচুর্য ও দয়াশীলতার মধ্যে।[2]
- ঈশ্বরের নিঃশর্ত মঙ্গল ভাব।

অনুগ্রহের এই সকল সংজ্ঞাই অযোগ্য মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অবর্ণনীয় গভীর প্রেমপূর্ণ সাড়া দেওয়াকে বর্ণনা করার প্রয়াস করে। এই জন্যই আমরা "অদ্ভুত" শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। আমাদের মানব সম্পর্ক ও লেনদেন প্রথাকে এটি অতিক্রম করে।

যারা অর্থনৈতিক বিভাগে কাজ করে, তারা জানে "অনুগ্রহ সময়কাল" মানে কি হয়। অনুগ্রহ সময়কাল হয় ছোট্ট একটি সময় সীমা, যখন নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে দেও অর্থ চুকানো হলেও দেরির জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। অবশ্য, এই অনুগ্রহ কালের শর্ত থাকে। এটি দেওয়া হয় অল্প সময়ের জন্য (এটি হল একটি গ্রেস *পিরিয়ড*)। অবশেষে সেই সময় সমাপ্ত হবে, আর তখনও যদি কেউ মূল্য চুকিয়ে না থাকে, তাহলে তাদের থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। এটি বিনা মুল্যে দেওয়া হয় বটে – কিন্তু এটি নিঃশর্ত হয় না।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন কিছু। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আসে বিনা মুল্যে (এটিকে যেন "মূল্যহীন" বলে আমরা ভুল না বুঝি – এই ধারণার আরও বহু কিছু আছে এই অধ্যায়ের শেষে), আর এটি খুবই উত্তম, কারণ এটির মূল্য চুকাতে আমরা অক্ষম। ঈশ্বরের কাছে আমরা যতটা ঋণী, সেই মূল্য আমরা কখনোই চুকাতে পারি না, অথবা সেটির কোনো প্রতিদান আমরা দিতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেন সেটি হল তাঁর অনুগ্রহ, কারণ আমরা নিজেরা কখনোই সেটি আমাদের জন্য করতে পারতাম না। এই জন্য বলা হয় অনুগ্রহ করা হয় অযোগ্য এবং প্রাপ্তির অযোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি। এটি আমাদের প্রতি একটি দয়া করা হয়, যখন আমরা তার বিপরীতটি পাওয়ার যোগ্য হই, আর সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে শিষ্যত্বের মাধ্যমে যীশুর অনুসরণ করতে সেটি আমাদের বাধ্য করে।

অনুগ্রহের সর্বাপেক্ষা সরল সংজ্ঞা হল "উপহার।" প্রেরিত পৌল "উপহার" অথবা "অনুগ্রহ," কথাটির জন্য প্রচলিত গ্রীক *ক্যারিস* শব্দটি

2. এটি অনুগ্রহের সংজ্ঞার একটি হালকা ভাষান্তর, যেটি আরোপিত করা হয়েছে নূতন নিয়মের পণ্ডিত, ভাষাবিদ, এবং পরিচর্যার নেতা, এখন মৃত স্পাইরোস যোধিয়েটস এর নামে।

ব্যবহার করেছেন, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের জন্য যে সকল কিছু করেছেন, তার বিশাল অর্থকে ব্যাখ্যা করার জন্য এটিকে একটি পথ রূপে পুনরায় কল্পনা করতে সাহায্য করেছেন (২ করিন্থীয় ৮.৯; ৯.১৫; গালাতীয় ২.২১; ইফিষীয় ২.৪–১০)।[3] আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি লক্ষ্য করা যে, *ক্যারিস* শব্দটি এসেছে মূল *ক্যার* থেকে – অর্থাৎ "যেটি আনন্দ নিয়ে আসে।"[4] তাই, অনুগ্রহ দেওয়া এবং নেওয়ার কাজটি উৎপন্ন করে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা, এই উভয়ই। এই অর্থে, অনুগ্রহ প্রাপকের জন্য প্রতিদানে এমন কিছু উৎসর্গ করা যথাযথ হয়ে থাকে: যেমন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ও একটি পবিত্র জীবন যাপন করা। এর অর্থ এই নয় যে, স্বর্গীয় অনুগ্রহ একটি সম্পর্কের লেনদেন। দয়ার প্রতিদান দেওয়ার ইচ্ছা (অথবা প্রত্যাশা), উপহার দেওয়ার শক্তিকে নেতিবাচক করে দেয়।[5] লেনদেনের ধারণা সর্বদাই উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যকে হানী করে এবং সেটির মূল্য হ্রাস করে।

আমি যদি আমার বন্ধুকে কিছু উপহার দিই, তখন আমি হয়তো বলি, "এই উপহার আমি তোমাকে দিলাম তোমার প্রতি আমার প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ।"

সেই বন্ধুর সাধারণ প্রতিক্রিয়া এই হবে যে, সে উপহারটি গ্রহণ করবে, আর বলবে "ধন্যবাদ।"

এমনটি না করে সেই বন্ধু যদি বলে, "তুমি এত ভাল, তোমাকে কত দিতে হবে?" তারা উপহারের ভাষাকে বদলে দিয়েছে লেনদেনের ভাষায়: *তুমি আমার জন্য ভাল করেছ, তোমার জন্যও আমাকে ভাল কিছু একটা করতে হবে।*

---

3. গ্রীক ভাষার *ক্যারিস* শব্দটিকে ল্যাটিন ভাষায় *গ্রেসিয়া* বলে অনুবাদ করা হয়েছে, যার থেকে বহু ভাষায় "অনুগ্রহ" কথাটি এসেছে।

4. Thomas A. Langford, *Reflecti*ons on Grace (Eugene, OR: Cascade Books, 2007

5. Paul and the Gift (Grand Rapids: Eerdmans, 2015), পুস্তকে John M. G. Barkley একটি দৃঢ় যুক্তি দেখিয়েছেন যে, দানের বিষয়টি হল পশ্চিমের ধারণা অনুসারে এমন কিছু, যেটি "ভিত্তিহীন ভাবে হয়, কোনো কিছুর বিনিময়ে নয়" আর একজনের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। প্রাচীন কালে, এবং এমন কি আজকের দিনেও, দান দেওয়া হয়ে থাকে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার দৃঢ় প্রত্যাশা রেখে – এমন কি সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করার জন্যও। নূতন নিয়মের সুসমাচারে পরিত্রাণের "দান" হল সেটি, যেটির যোগ্য হওয়া যায় না এবং যেটিকে উপার্জন করা যায় না, অনুগ্রহ জন্ম দেয় ধার্মিকতার, আর ধার্মিকতা জন্ম দেয় আজ্ঞাবহতার।

অনুগ্রহের উপহারটিকে, পরিশোধের যোগ্য লেনদেনের সঙ্গে সমতুল্য করার ক্ষেত্রে আরও একটি সমস্যা আছে। অনুগ্রহের অন্তর্নিহিত অর্থ হল এই যে, ঈশ্বর আমাদের ইতিমধ্যেই যেমন প্রেম করেন তার থেকে অধিক প্রেম করার জন্য অথবা কম প্রেম করার জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না।[6] আমাদের মধ্যে এমন ভাল কিছু নেই যেটি আমাদের ঈশ্বরের প্রেম প্রাপ্তির যোগ্য করে তোলে, আবার আমাদের মধ্যে এমন মন্দ কিছু নেই যেটি আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে ঈশ্বরের প্রেম, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে (রোমীয় ৮.৩৫-৩৯)। ঈশ্বর আমাদের এই জন্য প্রেম করেন না যে আমরা খুব ভাল, আবার ঈশ্বর আমাদের ঘৃণা করেন না এই জন্য যে আমরা মন্দ। ঈশ্বরের মূল প্রকৃতি হল পবিত্র প্রেম, যার অর্থ এমন কাজ, যেটি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলোকে পূর্ণ রূপে দেখায় আর সেটি হল স্বর্গীয় আত্ম-ত্যাগের ঢেলে দেওয়া অনুগ্রহ।[7]

ফিলিপ ইয়ানি এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যখন তিনি লিখেছেন, "অসীম ঈশ্বরের পক্ষে যতটা প্রেম করা সম্ভব, ঈশ্বর আমাদের ইতিমধ্যেই ততটা প্রেম করেছেন।"[8] যেহেতু আমাদের ভাল ব্যবহার দেখে ঈশ্বর আমাদের প্রেম করতে শুরু করেন নি, তাহলে কিভাবে আমাদের ভাল ব্যবহার এমন করবে যে ঈশ্বর আমাদের আরও অধিক প্রেম করবেন? একই ভাবে আমাদের মন্দ ব্যবহার কিভাবে এমন করবে যে ঈশ্বর আমাদের কম প্রেম করবেন? আপনি এমন কিছু অধিক প্রার্থনা করতে, অধিক উপহার দিতে, অধিক পরিচর্যা করতে, অথবা অধিক ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন না যার জন্য ঈশ্বর বলবেন, "সে অনেক ভাল কাজ করছে। অবশেষে সে সঠিক কাজ করছে। পূর্বে আমি তাকে যেমন প্রেম করতাম তার থেকে এখন আমি তাকে আরও অধিক প্রেম

---

6. Philip Yancey, What's So Amazing about Grace? (Grand Rapids: Zondervan, 1997), 70.

7. "ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রেম। যোহন সরল ভাবে অথচ গভীর ভাবে বলেছেন 'ঈশ্বর প্রেম।' ঈশ্বরের প্রেমের সঙ্গে আমরা 'পবিত্র' শব্দটি যুক্ত করতে পারি। কিন্তু এই শব্দটি যুক্ত করা ঈশ্বরকে বোঝার ক্ষেত্রে সামান্য কিছুই যুক্ত করে, কারণ প্রকৃতি অনুসারেই ঈশ্বরের প্রেম হল পবিত্র। এই 'পবিত্র' শব্দটি যুক্ত করা অবশ্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর আমাদের থেকে উপরে এবং আমাদের থেকে ভিন্ন। সর্বদাই ঈশ্বর হলেন পবিত্র এবং আমাদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির।" Diane LeClerc, Discovering Christian Holiness: The Heart of Wesleyan-Holiness Theology (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 2010), 274.

8. Yancey, What's So Amazing about Grace?, 70.

করবো।” না। আপনাকে যতটা প্রেম করা হয়, আপনাকে ততটাই প্রেম করা হবে। যখন এটি ঈশ্বরের প্রেম হয়, তখন কোনো কিছুই নির্ভর করে না যে আপনি কি করেন অথবা আপনি কেমন ব্যবহার করেন – এই জন্য নয় যে আপনি সেই প্রেমের যোগ্য, কিন্তু এই জন্য যে এটিই হল ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রথম ও শেষ অভিপ্রায়।

ন্যায়, দয়া, এবং অনুগ্রহের মধ্যে একটি সাধারণ তুলনা এটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করে: ন্যায় হল যা তোমার প্রাপ্য তুমি তাই পাবে। দয়া মানে তুমি যা পাওয়ার যোগ্য তা তুমি পাবে না। আর অনুগ্রহ হল যা পাওয়ার যোগ্য তুমি নও সেটি তুমি পাবে।

রাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জীবনকে পুনরায় কল্পনা করার জন্য যীশু বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্তগুলি কেবল মাত্র ভাল ভাবে জীবন যাপন করার পথ দেখানোর জন্য নৈতিক কাহিনী ছিল না। সেগুলি আমাদের সাহায্য করে যেন আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি ও হৃদয় আরও ভাল করে বুঝতে পারি, এবং আমাদের ধারণা যেন সংশোধন করি। হারানো মেষের, হারানো সিকির, এবং হারানো পুত্রদের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করে দেখুন (লুক ১৫)।[৭] যীশু ঈশ্বরকে এক মেষপালক রূপে বর্ণনা করলেন, যিনি অতিশয় আনন্দিত হন নিরানব্বইটি মেষের জন্য নয় যারা তাঁর নীতি অনুসরণ করে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব একটির জন্য যেটি হারিয়ে গিয়েছিল আর পুনরায় পাওয়া গেল। তিনি ঈশ্বরকে বর্ণনা করলেন একজন স্ত্রীলোক রূপে, যিনি একটি মূল্যবান সিকি খুঁজে বার করার জন্য তাঁর গৃহ ওলটপালট করে দেন। যখন তিনি সেটি খুঁজে পান তখন তিনি এতটাই উল্লাসিত হন যে তাঁর বন্ধুদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করে তিনি সেটি উদযাপন করেন। তারপর তিনি ঈশ্বরকে বর্ণনা করলেন এক প্রেমে পাগল পিতা রূপে, যিনি চারিদিকে খুঁজতে থাকেন তাঁর স্বেচ্ছাচারী পুত্রের জন্য। যখন তিনি সেই ঘুরতে থাকা বালককে দেখতে পেলেন তখন “সে দূরে থাকিতেই” (লুক ১৫.২০) তিনি অনুকম্পায় পূর্ণ হলেন আর দৌড়ে গেলেন সেই পুত্রকে গৃহে স্বাগত করার জন্য। এই সকল কিছুই হল ঈশ্বরের হৃদয় ও প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি। “পাওয়া

৭. আমার দ্বারা বহুবচনে “পুত্রদের” শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে ইচ্ছাকৃত ভাবে। এই দৃষ্টান্তে যীশুর শিক্ষা মনে হয় স্পষ্ট যে, উভয় পুত্রই হারিয়ে গিয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন কারণে – যদিও এক জনই গৃহ ত্যাগ করে গিয়েছিল।

গেলে” ঈশ্বরের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়! চলে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, এবং বিশ্বাসঘাতকতা করাকে, অনুগ্রহ জয় করে।

যীশু আর একটি দৃষ্টান্ত বললেন, দ্রাক্ষাক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিষয়ে, যাদের নিয়োগকর্তা সকলকেই সমান পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন যদিও তাদের কেউ কেউ অন্যদের থেকে অনেক কম সময় পরিশ্রম করেছিল (মথি ২০.১-১৬)। এই কাহিনী কোনো অর্থনৈতিক অর্থ করে না। এমন মনে হয় যেন এটি একটি জ্ঞানহীন ব্যবসায় পদ্ধতি। একজন ব্যবসায় মালিকের এই প্রকার বেপরোয়া ব্যবহার কঠিন পরিশ্রমী ব্যক্তিদের সরিয়ে দেওয়ার এবং অনুপ্রেরণাহীন অলসতাকে উৎসাহ দেওয়ার ঝুঁকি এনে দেবে। অবশ্য, এই দৃষ্টান্তটি ভাল ব্যবসায় পদ্ধতি সম্পর্কে নয়; কিন্তু এই দৃষ্টান্তটি ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহের বিষয়ে। অনুগ্রহ কোনো গণিতের সমীকরণ নয় যেটি শ্রমিকদের হিসাব মিলাবে, এবং হিসাবের সঠিক নীতি অবলম্বন করবে, অথবা কঠিন পরিশ্রম করা শ্রমিকদের সঠিক ভাবে নথিভুক্ত করে রাখবে, অথবা কঠিন পরিশ্রম করা ব্যক্তিদের নথিভুক্ত করে রাখবে। অনুগ্রহ এই নয় যে, কে পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য, এটি হল অযোগ্য ব্যক্তিদের বিষয়ে, সকল কিছু সত্ত্বেও যাদের উপহার দেওয়া হয়ে থাকে। এটি যদি আপনার কানে মানহানিকর বলে মনে হয় এবং আপনার সাধারণ জ্ঞানের কাছে যদি এটি হাস্যকর বলে মনে হয়, তাহলে অনুগ্রহের বিষয়টি আপনি বুঝতে শুরু করেছেন।

অনুগ্রহ হল ব্যক্তিগত

আমরা অনুগ্রহের *অভিজ্ঞতার* বিষয়ে বলতে পারি, কারণ এটি গভীর ভাবে ব্যক্তিগত ও সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে অনুগ্রহ ব্যক্তিগত হয়। প্রথম, অনুগ্রহ কোনো *বস্তু* নয়। এটি কোনো পণ্য দ্রব্য নয়। এটি কোনো পবিত্র বস্তু নয় যেটি আমাদের উপরে ঢেলে দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন “খ্রীষ্টিয়ান গাড়ির তেল,” আমাদের শিষ্যত্বের “যন্ত্রকে” কার্য্যকর রূপে চলতে সাহায্য করার জন্য। অনুগ্রহ হল ব্যক্তিগত, কারণ এটি আমাদের কাছে আসে যীশু খ্রীষ্ট *ব্যক্তির* মাধ্যমে, যিনি বলেছেন, “আমিই পথ ও সত্য ও জীবন।”[10]

---

10. যোহন লিখিত সুসমাচার যখন পবিত্র আত্মাকে “আর এক” সহায় বলে উল্লেখ করে, তখন সেটির অর্থ হয় এই যে, সত্যের আত্মা, সত্য যীশুর পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যাবেন (১৪.৬, ১৬-১৭)।

থমাস ল্যাংফোর্ড নামক ওয়েসলি পরম্পরায় একজন ধর্মতত্ত্ববিদ বলেন যে, মণ্ডলীর সমগ্র ইতিহাসে, অনুগ্রহের বোঝাবুঝি নিয়ে এক সংঘর্ষ থেকে গিয়েছে:

> একদিকে অনুগ্রহকে কোনো *সামগ্রী* বলে মনে করা হয়েছে, এমন কোনো কিছু, যা ঈশ্বরের কাছে রয়েছে আর তিনি দিতে পারেন, আর এমন কিছু যা কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করতে এবং রেখে দিতে পারে; অথবা, বৃহত্তর অর্থে, একটি পরিস্থিতি, শক্তি, অথবা ক্ষমতা, যেটি ঈশ্বরের কাজের প্রতিনিধিত্ব করে আর মানব জীবনের জন্য চারিদিকের পশ্চাৎপট প্রস্তুত করে। অপর দিকে, অনুগ্রহকে কোনো *ব্যক্তির* সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছে; অনুগ্রহ হলেন এক ব্যক্তি, অনুগ্রহ হলেন ঈশ্বর – মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতি। অনুগ্রহের সঙ্গে কথা বলার অর্থ হল ঈশ্বরের উপস্থিতির সঙ্গে কথা বলা এবং সৃষ্টির সঙ্গে যত্ন সহকারে ভাবের আদান প্রদান করা। এই ধারণায় অনুগ্রহকে বিবেচনা করা হয়েছে যীশুর জীবন, মৃত্যু, এবং পুনরুত্থানের প্রতিফলনের উপরে ভিত্তি করে। যীশু খ্রীষ্ট হলেন অনুগ্রহ; অনুগ্রহ হল যীশু খ্রীষ্ট।[11]

ডাইয়ারমেড ম্যাককালোক এর খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের বিশাল ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এই উক্তিটি আমার মনে দাগ কাটে: “একটি পদ্ধতি নয়, কিন্তু *একজন ব্যক্তি* দম্মেশকের পথে একটি অদ্ভুত ঘটনাতে [পৌলকে] ধরেছিলেন।”[12] বহু দিক থেকেই, তার্ষের শৌল – পরে যার নামকরণ করা হয়েছিল প্রেরিত পৌল – এই অদ্ভুত প্রকাশনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর অঙ্গীকার ছিল একটি ধর্মের প্রতি, এক নিরুপিত পদ্ধতি, এক পরম্পরা, এক ব্যবস্থার প্রতি। তিনি ছিলেন সেটির একজন প্রশিক্ষিত, উদ্যোগী সংরক্ষক – কিন্তু একজন *ব্যক্তি* তাকে পরিবর্তিত করলেন। সেই ব্যক্তি ছিলেন নাসরতের যীশু, যাকে পৌল পরে খ্রীষ্ট ও প্রভু রূপে চিহ্নিত করবেন।

পূর্বে পৌলের বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ রূপে ব্যবস্থা পালন করার উপরে। দম্মেশকের পথে তাঁর অভিজ্ঞতার পরে (প্রেরিত ৯.১–২২), তিনি সকল কিছু ভিন্ন ভাবে দেখতে লাগলেন। তখনও তিনি বিশ্বাস করলেন

11. Langford, Reflections on Grace, 18.

12. Diarmaid MacCulloch, Christianity: The First Three Thousand Years (New York: Penguin Books, 2009), 9.

যে, ব্যবস্থা ছিল উত্তম – কিন্তু সেটি ছিল অসম্পূর্ণ। যখন তিনি সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তিনি তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন, যেটি উত্তম ছিল (তাঁর যিহূদী ঐতিহ্য), সেটি থেকে এমন *একজনের* প্রতি, যিনি অতুলনীয় রূপে শ্রেয়, অর্থাৎ *যীশু খ্রীষ্টের* দিকে। খ্রীষ্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, তিনি এমন এক ধার্মিকতা আবিষ্কার করলেন যেটি তাঁর নিজস্ব ছিল না।[13] পৌল বিশ্বাস করতেন যে (ব্যক্তি) খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসীর সম্পর্ক এতটাই অন্তরঙ্গ হতে পারে যে, তিনি এটিকে "খ্রীষ্টে এক হওয়া" বলতে পারলেন, যেটি সম্পূর্ণ এক হয়ে যাওয়াকে নির্দেশ করে। এক হয়ে যাওয়া পৌলের জন্য কোনো গ্রীক–রোমান, প্ল্যাটো ধারণা থেকে নিষ্কাশিত কিছু ছিল না। ঐতিহাসিক সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যীশু খ্রীষ্ট বাস্তবিক একজন ব্যক্তি ছিলেন (আছেন)। তিনি মানব রূপে কেবল মাত্র আমাদের মতো তাই নয় – কিন্তু তিনি হলেন তেমন, যেমন ভাবে দম্মেশকের পথে পৌল তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন – এক পুনরুত্থিত, অত্যুৎকৃষ্ট ব্যক্তি, যার জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান, উর্দ্ধে নীত হওয়া আমাদের পাপের সর্বনাশকে ঘুরিয়ে দিয়েছে বিপরীত দিকে (১ করিন্থীয় ১৫.২২)।

একটি প্রকৃত বাস্তব অর্থে, শৌল থেকে পৌল নামের এই পরিবর্তনটি ছিল ধর্মান্তরিত হওয়া অপেক্ষা অধিক কিছু – এটি ছিল একটি জেগে ওঠা, "আর অমনি তাহার চক্ষু হইতে যেন আঁইস পড়িয়া গেল, তিনি দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন" (প্রেরিত ৯.১৮)। এটি ছিল একটি পুনর্জন্ম। পৌলকে দেওয়া হয়েছিল একটি শুদ্ধ, অবিমিশ্রিত দান, যেটি তিনি না উপার্জন করতে পারতেন আর না তিনি সেটির যোগ্য হতে পারতেন। এখন তিনি দেখতে পেলেন যে, এতক্ষণ ব্যবস্থা কিসের দিকে নির্দেশ করছিল – একজন ব্যক্তির দিকে। এই জন্য পরে তিনি লিখতে পেরেছিলেন: "কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি যিহূদীদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ, কিন্তু যিহূদী ও গ্রীক, আহূত সকলের কাছে খ্রীষ্ট ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই জ্ঞান স্বরূপ" (১ করিন্থীয় ১.২৩–২৪)। যারা যিহূদী ব্যবস্থা ও পরম্পরা দ্বারা আবদ্ধ ছিল, তাদের

---

13. Dikaioun, 'ধার্ম্মিক করা' (অথবা ষোড়শ শতাব্দীতে প্রটেস্টান্ট সংস্কার দ্বারা প্রসিদ্ধ করা "ধার্ম্মিক গণিত করা") দেখায় যে, একটি অনুগ্রহ আছে, যেটি আমাদের বাইরে থেকে আসে।

জন্য এটি মানহানিকর ছিল, আর যারা সম্ভ্রান্ত গ্রীক সংস্কৃতিতে এবং পশ্চিমের দর্শন শাস্ত্রের জাগতিক বিষয়ে লিপ্ত ছিল, তাদের কাছে এটি ছিল উন্মাদনা। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি তাদের জন্য পরিত্রাণ হয়ে গেলেন, যারা বিশ্বাস করতে পারল যে যীশু ছিলেন ঈশ্বরের খ্রীষ্ট (গ্রীক ভাষায় *ক্রাইস্ট* কথাটির অর্থ হয় "অভিষিক্ত ব্যক্তি")।[14]

প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানগণ কোনো পদ্ধতি অথবা ধর্মের প্রচার করে নি। তারা ঘোষণা করেছিল *একজন ব্যক্তিকে।* ইসলামের ক্ষেত্রে বাক্য হয়ে গিয়েছিল *একটি পুস্তক* (কোরান); খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য বাক্য *মাংসে* মূর্তিমান হইলেন (যোহন ১.১৪)।[15] একজন মানুষ, অনন্তকালীন, এক ঈশ্বর, এক ব্যক্তি হলেন – দেহ ধারণ করলেন। প্রথম খ্রীষ্টিয়ানগণ কোনো তত্ত্বের, নীতির, অথবা জীবনের শক্তির জন্য তাদের প্রাণ দেয় নি। তারা প্রাণ দিয়েছিল একজন ব্যক্তির জন্য – একজন প্রকৃত ব্যক্তি যাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল ও সমাধিস্থ করা হয়েছিল, যাকে বাস্তবিক মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থাপিত করা হয়েছিল নূতন সৃষ্টির অগ্রগণ্য রূপে, যিনি বাস্তবিক স্বর্গে নীত হয়েছিলেন, আর যিনি পুনরায় আসছেন।

ডাইয়েট্রিক বনহোয়েফার এর এই বর্ণনার থেকে আরও অধিক স্পষ্ট রূপে কেউ এটির বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই: "নিষ্কাশিত একটি ধারণা নিয়ে আনুষ্ঠানিক জ্ঞানের একটি সম্পর্কে প্রবেশ করা, সেই বিষয়ে উৎসাহিত হওয়া, এবং এমন কি হয়তো সেটি কার্য্যকর করাও সম্ভবপর হবে; কিন্তু কখনো ব্যক্তিগত আজ্ঞাবহতায় সেটির পালন করা হবে না।" জীবিত খ্রীষ্ট ব্যতীত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম অবশ্যই হবে শিষ্যত্ব ব্যতীত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম, আর শিষ্যত্ব ব্যতীত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম সর্বদাই হবে খ্রীষ্ট ব্যতীত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম।"[16]

অতএব, অনুগ্রহের যাত্রা কোনো একটি পদ্ধতি, একটি পুস্তক, একটি নিয়মাবলী (একটি ম্যানুয়াল), একটি মণ্ডলী, অথবা একটি পরম্পরা অনুসরণ করার বিষয় নয়। আমরা যীশু খ্রীষ্টের অনুসরণ করি,

---

14. ৩°Strong's Concordance of the New Testament indicates that charis, প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীগুলির প্রতি পৌলের পত্রগুলিতে "অনুগ্রহ" কথাটি আসে আটাশি বার।

15. এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মানের জন্য আমি এনার কাছে ঋণী, Daniel Gomis, Church of the Nazarene Regional Director for Africa.

16. Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (New York: Macmillan Company, 1949), 63–64.

উপাসনা করি ও পরিচর্যা করি। অনুগ্রহ হল, যিনি এখন খ্রীষ্ট ও প্রভু, সেই যীশুর ব্যক্তিগত জীবন, পরিচর্যা, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং উর্দ্ধে নীত হওয়ার মঙ্গলের পরিণাম।

অনুগ্রহের একটি খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক (যীশু কেন্দ্রিক) বিবরণ অধিক বলিষ্ঠ অনুগ্রহের ত্রিত্ব ধর্মতত্ত্বকে (সৃষ্টিকর্তা ও পিতা রূপে ঈশ্বর; বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মার শক্তি) অবহেলা করে না। অনুগ্রহকে এক ব্যক্তি রূপে বুঝতে পারা হল একথা স্মরণে রাখা যে, ব্যক্তিগত ভাবে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে যা কিছু জানতে পারি, সেগুলি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয় সেই ব্যক্তির জীবন, শিক্ষা, ও অভিজ্ঞতার মধ্যে, ঈশ্বর যার কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন বলে মনোনীত করেছেন। সকল খ্রীষ্টিয়ান শিষ্যত্বের লক্ষ্য হল অনুগ্রহের প্রাপককে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে ও তাঁর স্বরূপে তৈরি করা। অনুগ্রহ কোনো *বস্তু* নয়, অনুগ্রহ হলেন *একজন ব্যক্তি।*

এই বিবৃতি আমাদের দ্বিতীয় কারণের দিকে পরিচালিত করে যে, অনুগ্রহ হল ব্যক্তিগত: অনুগ্রহ আসে প্রতিটি ব্যক্তির উপরে তার নির্দিষ্ট প্রয়োজন অথবা গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুসারে। প্রত্যেক ব্যক্তি অনন্য ভাবে অনুগ্রহ লাভ করে ও ব্যবহার করে।

আমার অনেকগুলি বন্ধু আছে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন কারণ তাদের প্রত্যেকেই অনন্য। আমার তিনটি সন্তান আছে, আর তাদের আমি সমান ভাবে ভালবাসি, কিন্তু তিন জনের সঙ্গেই আমি একই প্রকার ব্যবহার করতে পারি না। তারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন, তাই আমার পিতৃসুলভ ব্যবহারও তাদের প্রত্যেকের নিজের মতো হতে হবে। এক বন্ধু অথবা এক পিতা হওয়ার এই হল ভালবাসার পদ্ধতি।

একই ভাবে প্রতিটি ব্যক্তির দ্বারা অনন্য ভাবে অনুগ্রহ অধিকার ও গ্রহণ করা যায়, কারণ আমরা অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করি অনন্য ঈশ্বরের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কে, যেটি এসেছে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, আর শক্তিশালী হয়েছে পবিত্র আত্মার দ্বারা। অনুগ্রহ হল ব্যক্তিগত, কারণ এটি আমাদের কাছে আসে এক ব্যক্তির মাধ্যমে, ব্যক্তিগত করা হয় আমাদের প্রয়োজন অনুসারে। যখন ঈশ্বর নিজেকে আমাদের জন্য অধিক রূপে দেন, তখন অধিক অনুগ্রহ দেওয়া হয়ে থাকে।

অনুগ্রহ বহুমূল্য

ডাইয়েট্রিক বনহোয়েফার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যদিও অনুগ্রহ দেওয়া হয় বিনা মূল্যে, কিন্তু তবুও এটি বিনা মূল্যে আসে না। *দি কষ্ট অফ ডিসাইপেলশিপ* (শিষ্যত্বের মূল্য) নামক তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ পুস্তকের একটি মর্মস্পর্শী অনুচ্ছেদে ডাইয়েট্রিক বনহোয়েফার, সস্তা অনুগ্রহ ও বহুমূল্য অনুগ্রহের মধ্যে তুলনার উপরে আলোকপাত করেছেন, প্রকৃত শিষ্যত্বের চাহিদার অথবা সেটির প্রত্যাশার অভাব রূপে: "সস্তা অনুগ্রহ হল শিষ্যত্ব বিনা অনুগ্রহ, ক্রুশ ব্যতীত অনুগ্রহ, জীবিত ও দেহ ধারণকারী যীশু খ্রীষ্ট ব্যতীত অনুগ্রহ।"[17]

এ ছাড়াও বনহোয়েফার একেবারে স্পষ্ট করে বলেন যে, সস্তা অনুগ্রহ হল "মণ্ডলীর ভয়ানক শত্রু," "শিষ্যত্বের জন্য সর্বাপেক্ষা তিক্ততার বিষয়," এবং "যে কোনো কাজের আদেশ অপেক্ষা অধিক খ্রীষ্টিয়ানদের পতনের কারণ হয়েছে।"[18] কেউ বলতে পারে যে ঈশ্বরের দান রূপে প্রাপ্ত, কেবল অনুগ্রহের দ্বারা তারা ধার্ম্মিক গণিত হয়েছে, কিন্তু ধার্ম্মিক গণিত জীবনের ফল হল সেই, যে সকল কিছু পরিত্যাগ করেছে আর খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছে।[19] আর যে কারণে বনহোয়েফার সঠিক ভাবে এটি উল্লেখ করেছেন সেটি হল এই যে, যীশুকে অনুসরণ করার জন্য যখন কেউ তার আহ্বান শোনে, তখন ধর্মতত্ত্ব অনুসারে বিশ্বাসে অঙ্গীকার করার পূর্বে, শিষ্যদের সাড়া দেওয়াই হল আজ্ঞাবহতার প্রথম কাজ (মার্ক ২.১৪)।[20]

বনহোয়েফার বর্ণনা করে গেলেন যে, কিভাবে অনুগ্রহ বহুমূল্য এবং কেন সম্পূর্ণ রূপে একেবারে সমর্পিত শিষ্যত্ব হল একমাত্র সঠিক সাড়া দেওয়া।

> অনুগ্রহ হল বহুমূল্য, কারণ এটি আমাদের আহ্বান করে অনুসরণ করার জন্য, আর এটি হল অনুগ্রহ, কারণ এটি যীশুকে অনুসরণ করার আহ্বান করে। এটি বহুমূল্য, কারণ এর মূল্য হয় মানুষের জীবন, আর এটি অনুগ্রহ কারণ এটিই মানুষকে একমাত্র সত্য জীবন

---

17. Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, 47-48.
18. Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, 45, 55, 59.
19. Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, 55.
20. Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, 61.

দেয়। এটি বহুমূল্য, কারণ এটি পাপকে দোষারোপ করে, আর এটি অনুগ্রহ কারণ এটি পাপিকে ধার্ম্মিক গণিত করে। সর্বোপরি এটি বহুমূল্য, কারণ এর মূল্য স্বরূপ ঈশ্বরকে তাঁর পুত্রের প্রাণ দিতে হয়েছিল: "তোমরা মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ" আর ঈশ্বরের জন্য যেটি মূল্যবান, আমাদের জন্য সেটি সস্তা হতে পারে না। সর্বোপরি এটি অনুগ্রহ, কারণ আমাদের জীবনের মূল্য চুকানোর জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে অধিক মনে করেন নি, কিন্তু আমাদের জন্য তিনি তাঁকে সমর্পণ করেছিলেন। মূল্যবান অনুগ্রহ হল, ঈশ্বরের মানব রূপ ধারণ করা।[21]

শিষ্যত্বের জীবন হল একটি অনুগ্রহের যাত্রা। এটি শুরু হয় অনুগ্রহের দ্বারা, শক্তি প্রাপ্ত হয় অনুগ্রহে, আর শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত এর মধ্যে অনুগ্রহ প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়। সত্য শিষ্যত্ব হয় না যদি না আমরা যীশুর অনুসরণ করি ও তাঁর আজ্ঞা পালন করি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়া যেতে পারে দান রূপে – বিনা মূল্য – কিন্তু শিষ্যত্বের দাবী ব্যতীত এটি থাকতে পারে না।

অনুগ্রহ হল অদ্ভুত

ফিলিপ ইয়ানি, *দি লাস্ট এম্পেরর* নামক চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য স্মরণ করেন, যেখানে একটি বালককে চীন দেশের সম্রাট রূপে অভিষিক্ত করা হয়। তাঁর অধীনস্থ বহু দাস নিয়ে তিনি এক বিলাসিতার জীবন যাপন করেন।

তাঁর ভাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "যদি তুমি ভুল কর তাহলে কি হয়?"

বালক সম্রাট উত্তর দিলেন, "আমি যখন ভুল করি তখন আর একজন শাস্তি পায়।" সেটি দেখানোর জন্য বালক সম্রাট একটি শিল্পকর্ম ভেঙ্গে ফেলেন, আর সেই অপরাধের জন্য একজন দাসকে প্রহার করা হল।[22]

এই ছিল প্রাচীন রাজা ও সম্রাটদের নীতি। না এটি ন্যায্য ছিল আর না এটি দয়ার বিষয় ছিল। তারপর ভিন্ন এক জগৎ থেকে আর এক

---

21. Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship,* 47–48.

22. Yancey, *What's So Amazing About Grace?,* 67.

ব্যক্তি আসলেন। তিনি ছিলেন সেই রাজা, যিনি অধিকারের ধারণার নূতন অর্থ নিয়ে আসলেন। পুরাতন রীতি তিনি পালটে দিলেন আর তিনি উদ্বোধন করলেন এক নূতন রাজ্যের। তাঁর দাসগণ যখন পাপে পড়েছিল, তখন যে শাস্তি তাদের প্রাপ্য ছিল, সেই শাস্তি তিনি নিজের উপরে নিলেন। ইয়ানি প্রতিফলন করলেন, "অনুগ্রহ বিনা মুল্যে দেওয়া হয়, কারণ দাতা স্বয়ং সেটির মূল্য চুকিয়েছিলেন।"[23]

এটি ন্যায় অথবা দয়া নয় – এটি হল অনুগ্রহ। হয়তো এই জন্যই আমরা এখনও নিউটনের গানটি গাইতে ভালবাসি। অনুগ্রহ হল অদ্ভুত।

তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের এই অমিতব্যয়ী অনুগ্রহ কিভাবে কাজ করে? অনুগ্রহ কি, সেটি জানা একটি বিষয়। ঈশ্বর আমাদের এমন ভাবে প্রেম করেন এটি জানা খুবই বড় একটি বিষয়, কিন্তু আমাদের জীবনে এটি কি প্রভেদ নিয়ে আসে? অনুগ্রহ দেখতে কেমন হয় যখন আমি সেটির দিকে দেখি? অনুগ্রহ কি করে যখন আমি সেটি অনুভব করি? আমার দৈনন্দিন জীবনে অনুগ্রহ কি প্রভেদ নিয়ে আসে?

অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করা হয় বহুমুখী ভাবে, সূক্ষ্ম রূপে, এবং বিচিত্র পথে। এই পুস্তকের অবশিষ্ট অংশ, অনুগ্রহে যাত্রার বহুমুখী অভিব্যক্তির অনুসন্ধান করবে।

---

23. Yancey, *What's So Amazing About Grace?,* 67.

△

পথ

অনুসন্ধানকারী অনুগ্রহের মাধ্যমে (যেটি ন্যায় বিচারের অনুগ্রহ নামেও পরিচিত), ঈশ্বর আমাদের অগ্রগামী হন এক পথ প্রস্তুত করার জন্য এবং এক সম্পর্কের মধ্যে আমাদের নিয়ে আসার জন্য।

২

অনুগ্রহ যা আমাদের অনুসন্ধান করে[1]

কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্য পুত্র আসিয়াছেন
– লুক ১৯.১০

শিষ্যত্ব হল যীশুকে আমাদের পথ প্রদর্শক ও সাথী রূপে রেখে, একই দিকে একটি দীর্ঘ আজ্ঞাবহতার যাত্রার ন্যায়।[2] আমরা এটিকে অনুগ্রহের যাত্রা বলে থাকি। অনুগ্রহের যাত্রা সর্বদাই প্রগতিশীল হয়ে থাকে কারণ গভীর ভাবে এটি হয় একটি সম্পর্কের বিষয়। বিশ্বাসে চলতে থাকা একঘেয়ে হয় না বরং দুঃসাহসিক হয়ে থাকে, কর্তব্য অপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় হয়, শিষ্যত্বের যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ ঈশ্বরের অনুগ্রহে

1. এই অধ্যায়ের অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত করা আছে এবং নেওয়া হয়েছে লেখক ডেভিড এ বুসিক এর সেই অধ্যায় থেকে যার শীর্ষক হল "The Grace That Goes Before: Prevenient Grace in the Wesleyan Spirit," ("যে অনুগ্রহ অগ্রগামী হয়: ওয়েসলি ধারণা অনুসারে রায় ঘোষণার সময়ে অনুগ্রহ,") এখান থেকে – Wesleyan Spirit," by David A. Busic, in Wesleyan Foundations for Evangelism, ed. by Al Truesdale (Kansas City, MO: The Foundry Publishing, 2020). Used by permission. অনুমতি নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

2. "একই দিকে একটি দীর্ঘ আজ্ঞাবহতার যাত্রা" কথাটি নেওয়া হয়েছে শিষ্যত্ব সম্পর্কিত একটি পুস্তক থেকে, যেটি লেখা হয়েছিল এই পালক-ধর্মতত্ত্ববিদ দ্বারা: Eugene Peterson, A Long Obedience in the Same Direction: Discipleship in an Instant Society (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980).

নিমজ্জিত থাকে। আমাদের জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি। যদিও বিশ্বাসের এই বিষয়গুলি সর্বদা ক্রমানুসারে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে) হয় না, কিন্তু শিষ্যত্বের যাত্রায় যে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সেগুলি সাধন করে, সেই অনুসারে সেগুলিকে পৃথক করা যেতে পারে।[3]

অন্তত পাঁচটি শাস্ত্র সংক্রান্ত মূল উপাদান দেখায় যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমরা কিভাবে অনুভব করি। এমন বলা হচ্ছে না যে, অনুগ্রহের শ্রেণী বিভাগ আছে, যেন অনুগ্রহকে ছেদ করা যেতে পারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরিমাপে অথবা প্রকার অনুসারে।[4] জ্যাক জ্যাকসন যেমন উল্লেখ করেছেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহ হল একক,"[5] অথবা জন ওয়েসলি অনুসারে, সরল ভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হল "ঈশ্বরের প্রেম।"[6] বিভিন্ন প্রকারের অনুগ্রহকে শ্রেণীভুক্ত করার প্রবণতা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, ওয়েসলি চেয়েছিলেন অনুগ্রহের পরীক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যের উপরে আলোকপাত করতে। "শিষ্যত্বের স্তরের উপরে নির্ভর করে, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করে। যারা (খ্রীষ্টিয়ান যুগের পূর্বে) প্রাকৃতিক

---

3. যদিও অনুগ্রহ ক্রমানুসারে অনুভব করা নাও যেতে পারে, কিন্তু তবুও ধর্মতত্ত্ববিদগণ এটিকে পরিত্রাণের ক্রম (*অরদো স্যালুতিস*) বলে উল্লেখ করেছেন। তবে, ডাইয়ানা লেক্লার্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন: "যেহেতু এটিকে প্রায়ই খ্রীষ্টিয়ান জীবনের একগুচ্ছ পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, তাই কোন কোন পণ্ডিতগণ, এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার তারল্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য, *ভায়া স্যালুতিস* অথবা পরিত্রাণের পথ বলতে পছন্দ করেন।" In Discovering Christian Holiness: The Heart of Wesleyan-Holiness Theology (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 2010), 315.

4. এটি ছিল শেষ অধ্যায়ের একটি বড় বিষয়। অনুগ্রহ কোনো বস্তু হয় না – অনুগ্রহ হলেন একজন ব্যক্তি এবং এটি হয় ব্যক্তিগত। টম নোবেল প্রস্তাব করেছেন যে, অনুগ্রহকে একটি উদ্দেশ্যমূলক শক্তি অথবা বস্তু বলে মনে করার প্রবণতা এসেছে মধ্য যুগের আগস্তিন পন্থী মতবাদ থেকে। বিভিন্ন প্রকারের অনুগ্রহ দেখা গিয়েছিল, যেগুলি খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো যেতে পারে। এই প্রবণতা চলেছিল সতের শতাব্দীর প্রটেস্টান্ট দার্শনিক পদ্ধতিতেও। "অনুগ্রহের দার্শনিক পদ্ধতির নকশা সেটির নিজস্ব সমস্যাগুলি নিয়ে আসে, বিশেষত ঈশ্বরের কাজকে ব্যক্তিত্ববিহীন করার একটি প্রবণতা, পবিত্র আত্মার ব্যক্তিগত কাজকে, 'অনুগ্রহ' নামক ব্যক্তিত্ববিহীন বস্তুর দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।" T. A. Noble, Holy Trinity: Holy People: The Theology of Christian Perfecting (Eugene, OR: Cascade Books, 2013), 100.

5. Jack Jackson, Offering Christ: John Wesley's Evangelistic Vision (Nashville: Kingswood Books, 2017), 53.

6. John Wesley, Sermon 110, "Free Grace," Sermons III: 71–114, vol. 3 in The Bicentennial Edition of the Works of John Wesley (Nashville: Abingdon Press, 1986), 3.544, par. 1.

পরিবেশে ছিল, তারা পূর্ব অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, যখন তারা জ্ঞান লাভ করলো, তখন তারা পূর্ব অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করলো একটি বিশ্বাসযোগ্য ও ন্যায়সঙ্গত রূপে, আর তারপর, অবশেষে যখন তারা ধার্ম্মিক গণিত হল, তখন তারা অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করলো তাদের মন ও হৃদয়কে পবিত্র করার কাজ করতে গিয়ে।"[7] ওয়েসলির ধর্মতত্ত্বে জ্যাকসনের এই বর্ণনা খুব সুন্দর ভাবে, যুক্তিসঙ্গত অথচ নমনীয় ভাবে লিখিত হয়েছে, যেখানে অনুগ্রহকে তুলনা করা হয়েছে একটি বিষয় এবং একটি সম্পর্কগত যাত্রার সঙ্গে, যার অন্তর্ভুক্ত থাকে জীবনের পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতা, স্বর্গীয় নিয়োগ, এবং দূরদর্শিতার সময় ক্রম। অনুগ্রহ হলেন এক ব্যক্তি এবং তাঁকে পাওয়া যায় ব্যক্তিগত ভাবে।

এই কথা মনে রেখে আমি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি দিলাম, যেন আমরা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারি যে, কিভাবে অনুগ্রহের যাত্রায় আমরা প্রায়ই ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করে থাকি, আর যেন চিনতে পারি যে, এইগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনুগ্রহ নয় কিন্তু এইগুলি হল ভিন্ন ভিন্ন পথ, যার মাধ্যমে আমাদের জীবনকালে আমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপ অনুগ্রহ রূপে অনুভব করতে পারি।[8]

- অনুসন্ধানকারী অনুগ্রহ
- পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ
- পবিত্রকারী অনুগ্রহ
- রক্ষাকারী অনুগ্রহ
- পর্যাপ্ত অনুগ্রহ

---

7. 6. Jackson, Offering Christ, 53.

৪. "পরিত্রাণ" হল একটি ধর্মতত্ত্বের শব্দ যেটির বৃহৎ অর্থ আছে, উইলিয়াম গ্রেটহাউস এবং এইচ রে ড্যানিং এর এই ধারণা অনুসারে: "[পরিত্রাণের] অন্তর্ভুক্ত আছে, মানুষকে তার পূর্ব স্থিতিতে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের সকল কাজ। প্রাথমিক পরিত্রাণ থেকে শুরু করে, এর অন্তর্ভুক্ত থাকে, 'গৌরবান্বিত' করার চরম পরিত্রাণ সহ এবং পর্য্যন্ত, পুনঃস্থাপন করার সকল বিষয়।" William M. Greathouse and H. Ray Dunning, An Introduction to Wesleyan Theology (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1982), 75. এ ছাড়াও উইলিয়াম গ্রেটহাউস এবং এইচ রে ড্যানিং ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরিত্রাণ একটি একক ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে না। "নূতন নিয়ম তিনটি শব্দের দ্বারা পরিত্রাণের বিষয়ে বলে: অতীত (হয়ে গিয়েছে), বর্তমান (হচ্ছে), এবং ভবিষ্যৎ (হবে)।"

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, এই মূল উপাধানগুলির প্রতিটি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নিরীক্ষণ করবো বাইবেলের, ধর্মতত্ত্বের, এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এখানে আমরা শুরু করি অনুসন্ধানকারী অনুগ্রহ দিয়ে।

যে অনুগ্রহ অগ্রগামী হয়

ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের পরিত্রাণের মুহূর্তে শুরু হয় না। এমন কি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে, আমাদের মধ্যে এই সচেতনতা আসার পূর্বেই ঈশ্বর আমাদের অনুসন্ধান করেন। এই যে কাজ, যার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রয়াস করেন তাঁর কাছে আমাদের টেনে নিতে, সেটিকে ধর্মতত্ত্বের ভাষায় বলে *পূর্ব অনুগ্রহ।* পূর্ব অনুগ্রহের সরল অর্থ হয় এই যে, ঈশ্বরের কাছে আমাদের যাওয়ার পূর্বেই ঈশ্বর আমাদের কাছে আসেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের খুঁজে বার করে আর ঈশ্বর সেখানে এসে যান যেখানে আমরা থাকি।

খ্রীষ্টিয়ানগণ কখনো কখনো তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে সেই সকল কথা বলে যে, কিভাবে তারা “খ্রীষ্টের কাছে” এসেছিল, এমন এমন স্থানে, অথবা এত বৎসর বয়সে। যখন তারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছিল এবং খ্রীষ্টে নূতন জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, সেই নির্দিষ্ট সময় ও স্থান স্মরণ করার জন্য এইগুলি নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস হয়ে থাকে। কিন্তু, “খ্রীষ্টের কাছে আসা,” এই শব্দগুলি সম্পূর্ণ রূপে সঠিক নয়, কারণ কেউ যীশু খ্রীষ্টের কাছে আসে না। যীশু খ্রীষ্ট আসেন আমাদের কাছে। প্রথম পরজাতিয় খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রে, প্রেরিত পৌল বলেছেন, “আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন; সেই সকলেতে তোমরা পূর্বে চলিতে, এই জগতের যুগ অনুসারে, আকাশের কর্তৃত্বাধিপতির অনুসারে, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কার্য্য করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির অনুসারে চলিতে। কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান্ বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন – অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ” (ইফিষীয় ২.১–২ক, ৪–৫)। একটি শব্দের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিন, গুরুত্ব আরোপ করার জন্য যেটি পৌল বারংবার ব্যবহার করেছেন: *মৃত।* পৌল এটিকে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে নিয়েছেন। তিনি বলেন নি যে

আমরা "অসুস্থ" ছিলাম অথবা আমরা আমাদের পাপে "আবদ্ধ" ছিলাম। না, আমরা আমাদের পাপে *মৃত* ছিলাম।

বাইবেল অনুসারে, তিন প্রকারের মৃত্যু আছে, দৈহিক, আত্মিক, এবং অনন্তকালীন। পৌল আলোচনা করছেন আত্মিক মৃত্যুর বিষয়ে। আমরা বেঁচে ছিলাম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম বটে, কিন্তু পাপের কারণে আত্মিক ভাবে আমরা মৃত ছিলাম। মানুষ শারীরিক ভাবে জীবিত থাকতে পারে এবং চলাফেরা করতে পারে বটে, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরে আত্মিক বিষয়ের প্রতি তারা সাড়া দিতে পারে না, কারণ তাদের মধ্যে কোনো আত্মিক অনুভূতি থাকে না। এই জন্য যারা আত্মিক ভাবে মৃত হয়, তারা আত্মিক সত্যের প্রতি সাড়া দিতে পারে না। একজন মৃত ব্যক্তির যেমন ঘ্রাণ শক্তি থাকে না, তেমনি এটি তাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয় না। মৃত ব্যক্তিরা অসাড় হয়ে থাকে, অন্যদের থেকে তারা পৃথক ভাবে থাকে, আর তাদের আশেপাশের সকল কিছু সম্পর্কে তারা অবচেতন থাকে।

পৌল বললেন যে, আমরা সকলেই চলতে ফিরতে থাকা মৃত ব্যক্তির মতো জীবন্ত লাশের ন্যায় ছিলাম। যেহেতু মৃত ব্যক্তি বাহ্যিক উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে না, তাই তেমনি ভাবে আত্মিক ভাবে মৃত কোনো ব্যক্তিই তার নিজের শক্তিতে "খ্রীষ্টের কাছে আসতে" পারে না। বাইরের থেকে সাহায্য আসতে হবে। সুতরাং, পৌলের এবং শাস্ত্রের অন্যান্য বচন অনুসারে, আমাদের অক্ষম অবস্থায় ঈশ্বর সাহায্য করেন এবং আমাদের জন্য এমন কিছু করেন, যা আমরা স্বয়ং নিজেদের জন্য করতে পারি না। ঈশ্বর সেখানে চলে আসেন যেখানে আমরা থাকি। পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বর আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন এবং আমাদের আত্মিক অনুভূতিগুলিকে জাগিয়ে তোলেন। এই বাস্তবতা গভীর ভাবে ভেবে দেখার জন্য পরিচালিত করে। এমন কি ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি আমাদের না বলার ক্ষমতাকেও সক্ষম করে দেওয়া হয়, কারণ ঈশ্বরের পূর্ব অনুগ্রহ ইতিমধ্যেই আমাদের দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি সাড়া দেওয়ার বিষয়ে আমরা স্বাধীন থাকি, কারণ তেমন করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আত্মিক সচেতনতাকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতি কোনো সাড়া দেওয়ার পূর্বেই আমাদের অনুগ্রহ দেওয়া হয়ে থাকে।

"স্লিপিং বিউটি" (ঘুমন্ত সুন্দরী) হল একটি বিখ্যাত রূপকথা, একজন রাজকুমারীর বিষয়ে যে এক মন্দ রানীর মন্ত্র শক্তির দ্বারা বশীভূতা

ছিল। এই রাজকুমারী সর্বদাই ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতো আর একমাত্র যেভাবে তাকে জাগিয়ে তোলা যেত, সেটি ছিল যদি তার রাজকুমার আসে আর তাকে চুম্বন করে। এই চুম্বন জ্ঞানহীন অবস্থা থেকে তাকে জাগিয়ে তুলবে এবং হতাশাজনক অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবে। যদিও এটি কেবল মাত্র একটি রূপকথা, কিন্তু তবুও পূর্ব অনুগ্রহ কিভাবে কাজ করে, এটি তার একটি চিহ্ন স্বরূপ। বাইবেল বলে যে, প্রত্যেক মানুষের আত্মা এক প্রকার আত্মিক মৃত্যুর নিদ্রায় থাকে, আর আমরা স্বয়ং নিজেদেরকে আত্মিক সচেতনতায় নিয়ে যেতে অক্ষম হই। সেই সময়ে রাজকুমার আসেন আর আমাদের চুম্বন করেন, তখন সকল যাদুক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়, আর আমরা এক নূতন বাস্তবের মধ্যে জেগে উঠি, যেটি পূর্বে অজানা ছিল। লূক ১৫ অধ্যায়ের প্রেমে পাগল পিতা যেমেন অভাগা পুত্রের জন্য রাস্তার শেষ পর্য্যন্ত দৌড়ে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে এই চুম্বন পূর্ব অনুগ্রহের প্রতিনিধিত্ব করে। পূর্ব অনুগ্রহের চশমা পরে এই জীবন্ত দৃষ্টান্তের শব্দগুলি পুনরায় পড়ে দেখুন: “পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল। সে *দূরে থাকিতেই* তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও করুণাবিষ্ঠ হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে *চুম্বন* করিতে থাকিলেন। তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই” (লূক ১৫.২০, ২১)।

জন ওয়েসলি এবং পূর্ব অনুগ্রহ

পূর্ব অনুগ্রহ সম্পর্কে আমাদের আত্মিক পূর্বজ, জন ওয়েসলির বহু কিছু বলার ছিল। যেমন তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, প্রকৃত শিষ্যত্ব শুরু হয় ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে, তেমন ভাবে তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আগে কাজ করে, ঈশ্বরের অনুসন্ধান করার জন্য মানুষের মধ্যে এক আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, যে আগ্রহ হয়ে থাকে জেগে ওঠা আরম্ভের চিহ্ন।[9] আমরা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করি, কারণ ঈশ্বর প্রথমে আমাদের অনুসন্ধান করেন।

---

9. Jackson, Offering Christ, 43–44. আরও দেখুন Randy Maddox, Responsible Grace: John Wesley’s Practical Theology (Nashville: Kingswood, 1994), 8.

জন ওয়েসলি, সকল মানবের প্রতি সেচন করা পূর্ব অনুগ্রহের ধারণায় বিশ্বাসী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু অবশ্যই তিনি পরিত্রাণের বিষয়ে তাঁর নিজের মতামত উপস্থাপন করেছিলেন।[10] কখনো কখনো এটিকে "পূর্ব অনুগ্রহ" বলার সময়ে ওয়েসলি বিশ্বাস করতেন যে, সকল মানুষের উপরে জন্ম থেকেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ সক্রিয় থাকে, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে অনন্ত জীবনে নিয়ে আসার জন্য তাদের অন্বেষণ করে। এটি তখনও সত্য হয় যখন সুসমাচার তাদের কাছে প্রচার করাও হয় নি। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের পূর্ব উপস্থিতি ও কাজ হল সেই অনুগ্রহ, যেটি মঙ্গল সমাচার শোনার, আত্মিক ভাবে সচেতন হওয়ার এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার "পূর্বেই পৌঁছে যায়।"

ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য কেউই অবাঞ্ছিত নয়, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই যীশুর আত্মার দ্বারা আকর্ষিত হওয়ার বিষয়। পতিত মানব রূপে যখন আমরা "আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত থাকি" (ইফিষীয় ২.১), তখন আমাদের নিজেদের শক্তিতে ঈশ্বরের কাছে আসতে আমরা অসমর্থ হই। সুতরাং, আমাদের জেগে ওঠা, ধর্মান্তরিত হওয়া, এবং পরিবর্তিত হওয়ার দৃশ্যে ঈশ্বর হন প্রথম ব্যক্তি। পবিত্র আত্মার প্রাথমিক কাজটিকে আমরা "পূর্ব" অনুগ্রহ বলে থাকি, কারণ সর্বদাই এটি আমাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে থাকে। একজন হয়তো যীশুতে বিশ্বাসী হতে পারে, কিন্তু কেউ কখনোই ততক্ষণ "খ্রীষ্টের কাছে আসে" না, যতক্ষণ না ঈশ্বর তাকে আকর্ষণ করে ও তাকে সক্ষম করে। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, এটিই হবে পবিত্র আত্মার কাজ (যোহন ১৬.৫-১৫; আরও দেখুন যোহন ৬.৪৪)।

লোভেট উইমস যেমন ভাবে এটিকে বলেছেন, "ঈশ্বর আমাদের অনুসন্ধান করেন, এমন কি আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করার পূর্বেই। প্রথম থেকেই পরিত্রাণের উদ্যোগ ছিল ঈশ্বরের দিক থেকে। আমাদের একটি পা ফেলার পূর্বেই, ঈশ্বর সেখানে থাকেন।"[11] অনুগ্রহ দুর্নিবার নয়, যদিও ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের আমন্ত্রণ পাওয়া থেকে কেউই বঞ্চিত থাকে না। যারা ওয়েসলি পবিত্রতার

10. ক্যাথলিক পরম্পরাতে "প্রকৃত অনুগ্রহকে" দুইটি ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে, "কার্য্যকর পূর্ব অনুগ্রহ" এবং "সহযোগিতাকারী পরবর্তী অনুগ্রহ।"

11. Lovett H. Weems, Jr., John Wesley's Message Today (Nashville: Abingdon Press, 1991), 23.

পরম্পরার পন্থায় থাকে, তাদের জন্য এটির অর্থ হয় এই যে, কারও কাছে সুসমাচারের বিষয়ে বলার সময়, আমরা কখনোই এক নৈতিক নিরপেক্ষ পশ্চাৎপটের সম্মুখীন হই না। আমরা কখনো এমন মানুষের সাক্ষাৎ পাই না, যে পূর্ব অনুগ্রহের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। অবশ্যই কিছু কিছু মানুষ অন্যদের অপেক্ষা অধিক প্রতিরোধী অথবা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, তাদের কাছে আমাদের পৌঁছানর পূর্বেই, ঈশ্বর তাদের জীবনে বিশ্বস্ত রূপে সক্রিয় ছিলেন। তাদের জীবন মঞ্চে আমাদের পূর্বেই রাজকুমার প্রবেশ করেছিলেন।

ঈশ্বরের পরিত্রাণের আহ্বান কোনো জোর করার বিষয় হয় না। এটির প্রকৃতি অনুসারে, এই পারস্পরিক প্রেমে (প্রকৃত সম্পর্কের ভিত্তিতে) গ্রহণ করা অথবা প্রেমের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। যাইহোক, পূর্ব অনুগ্রহ থাকে আমাদের সাড়া দেওয়ার পূর্বেই এবং আমাদের সাড়া দিতে সক্ষম করে। এটিই হল মুক্তির ক্রম এবং শিষ্যত্বের আরম্ভ। ঈশ্বর শুরু করেন, আর আমরা সাড়া দিই। ঈশ্বর সর্বদাই যান প্রথমে।

ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যা করছেন সেটির বৃদ্ধি করা

সমগ্র নূতন নিয়ম সাক্ষ্য দেয়, আর প্রেরিত পৌলের লেখাগুলি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে যে, "যীশুকে উত্থাপিত প্রভু রূপে যখন কেউ বিশ্বাস করতে শুরু করে, সেই ঘটনা স্বয়ং হয় একটি চিহ্ন যে, সুসমাচারের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা সক্রিয় আছেন, আর পবিত্র আত্মা যদি এই 'উত্তম কার্য্য' শুরু করেছেন, তাহলে আপনি তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখতে পারেন যে সেই কাজটি তিনি সমাপ্ত করবেন।"[12] অবশ্য, এই আশ্বাসনটি, মানুষের অংশগ্রহণ করাকে নেতিবাচক করে দেয় না। সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত থাকে সহযোগিতা।

অনুগ্রহের যাত্রা কে শুরু করে ও সমাপ্ত করে, পৌল সেটির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন: "আমার দৃঢ়প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য্য *আরম্ভ* করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন" (ফিলিপীয় ১.৬, গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)।[13]

---

12. N. T. Wright, Paul: A Biography (San Francisco: HarperOne, 2018), 96.

13. লক্ষ্য করুন যে, ঈশ্বর হলেন অনুগ্রহের যাত্রার অগ্রণী এবং সক্ষমকারী।

এ ছাড়াও, যীশুর শিষ্যকে (এবং মণ্ডলীকে) বলা হল যে, “অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী” (২.১২–১৩)।[14] অনুগ্রহের দ্বারা এই পৃথিবীতে আমাদের সেই কাজ করতে হবে, যেটি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে করছেন। বাইবেলে সহায়ক প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।

ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে এসেছিলেন কলদীয়দের দেশের ঊর নামক স্থানে (এখন যাকে ইরান বলা হয়ে থাকে)। এই আহ্বান শুরু করেছিলেন ঈশ্বর। আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবে (আদিপুস্তক ১২.২)। কে প্রথম গিয়েছিলেন? ঈশ্বর প্রথম গিয়েছিলেন। অব্রাহামের মধ্যে উত্তম কাজ কে শুরু করেছিলেন? ঈশ্বর শুরু করেছিলেন। কিন্তু, ঈশ্বর তাঁর মধ্যে যে কাজ করছিলেন, বাধ্যতার সঙ্গে অব্রাহামকে সাড়া দিতে হয়েছিল সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ঈশ্বর স্বপ্নের মাধ্যমে যাকোবের কাছে এসেছিলেন আর স্বর্গে উঠে যাওয়া একটি সিঁড়ি দেখিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ২৮.১০–২২) আর পরে যব্বোক নদীর তীরে যাকোবের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন (৩২.২২–৩২)। কে প্রথমে গিয়েছিলেন? ঈশ্বর প্রথমে গিয়েছিলেন। যাকোবের মধ্যে উত্তম কাজ কে শুরু করেছিলেন। ঈশ্বর শুরু করেছিলেন। তবুও ঈশ্বর তাঁর মধ্যে যে কাজ শুরু করেছিলেন, তাঁকে সেটি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

মোশি ছিলেন শত মাইল দূরে এক অজ্ঞাত স্থানে। ঈশ্বর তাঁর কাছে এসেছিলেন একটি জ্বলন্ত ঝোপের মাধ্যমে, আর তাঁকে আহ্বান করেছিলেন মিসরের দাসত্ব থেকে তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করার জন্য (যাত্রাপুস্তক ৩.১–৪.১৭)। প্রথমে কে এসেছিলেন? প্রথমে ঈশ্বর এসেছিলেন। মোশির মধ্যে কে প্রথমে কাজ করতে শুরু করেছিলেন? ঈশ্বর শুরু করেছিলেন।

14. আমি এখানে “মণ্ডলী” কথাটি যুক্ত করেছি, কারণ “তোমরা” কথাটি আছে বহুবচনে।

তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর তাঁর মধ্যে যে কাজ করছিলেন, মোশিকে সেটি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

দম্মেশকের পথে, জীবন্ত খ্রীষ্ট শৌলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন (অথবা তাঁকে লাঞ্ছনা দিয়েছিলেন) (প্রেরিত ৯.১-১৯)। শৌল ঈশ্বরকে খুঁজছিলেন না। তিনি চলেছিলেন খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি তাড়না করার একটি অভিযানে। কে প্রথমে গিয়েছিলেন? ঈশ্বর প্রথমে গিয়েছিলেন। (যিনি শীঘ্রই পরজাতিয়দের কাছে পরিচর্যাকারী পৌল হয়ে গিয়েছিলেন), সেই শৌলের মধ্যে উত্তম কাজ করতে কে শুরু করেছিলেন? ঈশ্বর শুরু করেছিলেন। তবুও, ফিলিপীয়দের প্রতি তাঁর পত্রে পৌল যেমনটি বলেছেন, তাঁকে সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল, যেটি ঈশ্বর তাঁর মধ্যে শুরু করেছিলেন।

যিহূদিয়ার প্রান্তরের পথে আফ্রিকার নপুংসকের সঙ্গে (প্রেরিত ৮), কর্ণীলিয়র সঙ্গে বিকাল তিনটের সময়ে এক দর্শনের মাধ্যমে (প্রেরিত ১০), নদীর তীরে লুদিয়ার সঙ্গে (প্রেরিত ১৬): একই প্রকারের কি ঘটনা ঘটেছিল? এই ঘটনাগুলি এবং এমন আরও বহু ঘটনাগুলি দেখায় যে, মানুষ বিশ্বাসের সঙ্গে সাড়া দিয়েছিলেন ঈশ্বরের আহ্বানে, যিনি তাঁদের কাছে প্রথমে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই সেই কাজটি এগিয়ে নিয়ে *গিয়েছিলেন*, যে কাজটি ঈশ্বর তাঁদের *মধ্যে* শুরু করেছিলেন।

পূর্ব অনুগ্রহের সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের কাজ করার এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সেই কাজে মানুষের সাড়া দেওয়ার একটি পদ্ধতি আছে। ব্রিটিশ পরিচর্যাবিদ লেসলি নিউবিগিন এই বিখ্যাত কথাটি বলেছিলেন, “বিশ্বাস হল সেই হাত, যেটি খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ করা কাজকে ধরে নেয় আর সেটিকে আমার নিজস্ব করে দেয়।” এটি সাড়া দেওয়ার আবশ্যকতাকে দূর করে দেয় না বটে, কিন্তু পূর্ব অনুগ্রহ সর্বদাই প্রথমে আসে। এমন কি অগাস্টিন, যিনি পূর্ব অনুগ্রহের একজন দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন, তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে, “যিনি আমাদের পৃথক করে দেন স্বয়ং আমাদের থেকে, তিনি স্বয়ং আমাদের বিনা আমাদের উদ্ধার করবেন না।”[15]

15. এখানে উদ্ধৃত আছে, John Wesley, The Works of the Rev. John Wesley (Kansas City, MO: Nazarene Publishing House, n.d.; and Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958, concurrent editions), VI, 513.

দূরদর্শিতা এবং পূর্ব দর্শন

দূরদর্শিতার অনুগ্রহ এবং পূর্ব অনুগ্রহের মধ্যে একটি প্রভেদ আছে। দূরদর্শিতা হল কিভাবে মানব সহ, তাঁর সকল সৃষ্টির জীবন ধারনের জন্য ও প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বর ব্যবস্থা করে থাকেন।[16] এই জগতের অস্তিত্বে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, এবং এক এক ব্যক্তির প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বর "যুগিয়ে দেন" অথবা "যোগাইবেন" (আদিপুস্তক ২২.৮, ১৪)।

কিভাবে ঈশ্বরের দূরদর্শিতা প্রতিটি মানুষের জীবনে অনুপ্রবেশ করে সেটি একটি গভীর ভাবে নিগূঢ় বিষয়। একজন মানুষের জন্ম কখন, কোথায় এবং কোন পরিবারে হবে, সেটি একটি দূরদর্শিতার বিষয়। কেন একজন ব্যক্তির জন্ম হয় ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের এক হিন্দু পরিবারে, যখন আর একজন ব্যক্তির জন্ম হয় ২০২০ খৃষ্টাব্দে মোজাম্বিক এর এক খ্রীষ্টিয়ান পরিবারে, এইগুলি হল দূরদর্শিতার বিষয়। ঈশ্বরের দূরদর্শিতার মধ্যে থাকে বিভিন্ন প্রকারের আত্মিক দায়িত্ব। যে সকল ব্যক্তিদের সারা জীবন ব্যাপী সুসমাচার শোনার সুযোগ দেওয়া হয়, তাদের বিচার করা হবে যারা জীবনে কোনো দিন যীশুর নাম শোনে নি, তাদের থেকে ভিন্ন ভাবে। বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাসের বিষয়ে যীশুর দৃষ্টান্তটি সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ের থেকে অধিক কিছু – এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধ্যক্ষতার বিষয়টি। "আর যে কোন ব্যক্তিকে অধিক দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকটে অধিক দাবী করা যাইবে; এবং লোকে যাহার কাছে অধিক রাখিয়াছে, তাহার নিকটে অধিক চাহিবে" (লুক ১২:৪৮)। সকলকেই সমান সুযোগ দেওয়া হয় নি এবং দাঁড়ানোর জন্য একই প্রকারের ভুমি দেওয়া হয় নি। কাউকে অধিক দেওয়া হয়েছে আর কাউকে দেওয়া হয়েছে অল্প। "অধিক" অনুগ্রহ দানের সঙ্গে আসে অধিক কাজের দায়িত্ব। এইগুলি হল স্বর্গীয় দূরদর্শিতার বিষয়।

ঈশ্বর যদি আমাদের দূরদর্শিতায় স্থাপন করেছেন, তাহলে পূর্ব অনুগ্রহের বিষয়টি সেই সকল বিভিন্ন পথের বর্ণনা করে, যেগুলির মাধ্যমে ঈশ্বর

---

16. "দূরদর্শিতা" শব্দটি আসে দুইটি ল্যাটিন শব্দ থেকে: *প্রো*, যার অর্থ হয় "সামনের দিকে" অথবা "পক্ষ থেকে" এবং *ভিদেরে*, যার অর্থ হয় "দেখা।" কখনো কখনো দূরদর্শিতা কথাকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে: "সাধারণ দূরদর্শিতা," এই বিশ্বের প্রতি ঈশ্বরের যত্ন; এবং "বিশেষ দূরদর্শিতা," মানুষের জীবনে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ।

আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুক্তির পূর্বে যে অনুগ্রহ আসে, সেই একই অনুগ্রহ সকলেই পেয়ে থাকে। অবশ্য, সেটির প্রতি সাড়া দেওয়ার সুযোগ হয় ভিন্ন ভিন্ন। ঈশ্বর নিরন্তর ভাবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে প্রত্যেকের জন্য নিজেকে দিয়ে দেন। এই বিশ্বাসটি, খ্রীষ্টিয়ান ধর্মকে, জগতের আর সকল ধর্ম থেকে পৃথক করে দেয়, যেগুলি শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর মানুষের প্রতি সাড়া দেবে যদি মানুষ প্রথমে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যায়। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম বিষয়টিকে পালটে দেয়; এখানে ঈশ্বর সর্বদাই প্রথমে থাকেন, এবং প্রথমে থেকে আমাদের সাড়া দিতে সক্ষম করেন।

অনুগ্রহ ও শান্তির উত্তম কাজটি ঈশ্বর শুরু করেন। মুক্তি ও নূতন সৃষ্টি সর্বদাই শুরু হয় ঈশ্বরের দ্বারা। পিতা ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে যে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন এই বিশ্বাসের থেকে আর কোনো কিছুই এটিকে অধিক ভাবে ব্যক্ত করে না। প্রথম কাজটি সর্বদাই ঈশ্বর করে থাকেন। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা মানুষদের জাগ্রত করেন তাদের পরিত্রাণের আবশ্যকতা সম্পর্কে, পাপ সম্পর্কে তাদের বুঝিয়ে দেন, আর যখন তারা বিশ্বাসে সাড়া দেয়, তখন খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের উপরে প্রয়োগ করেন।

জন ওয়েসলির জন্য, আত্মিক ভাবে সচেতন হওয়া হল বিবেকের থেকে অধিক কিছু: এমন কোনো মানুষ হবে না যার কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ নেই, যদি অবশ্য সে পবিত্র আত্মাকে নির্বাণ করে না থাকে। এমন কোনো জীবিত ব্যক্তি হয় না, যার মধ্যে, অভদ্র ভাষায় যেটিকে সাধারণ জ্ঞান বলা হয়ে থাকে, সেটি একেবারে থাকে না। সকলের মধ্যে তাই কিছুটা পরিমাণে হলেও সেই জ্যোতি থাকে... যেটি এই জগতে আসা প্রতিটি মানুষকেই আলোকিত করে থাকে। আর প্রত্যেকেই ... যখন তার নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে, তখন সে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে। অতএব, কেউই এই জন্য পাপ করে না যে সে অনুগ্রহ পায় নি, কিন্তু এই জন্য পাপ করে, কারণ সেই অনুগ্রহ ব্যবহার করে না, যেটি সে পেয়েছে।”[17] অস্বস্তিকর বিবেক, ভাল মন্দ সম্পর্কে বৃদ্ধি পেতে থাকা সচেতনতা, এবং আত্মিক সচেতনতার বৃদ্ধি, এইগুলি হল প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের দয়ার অনুগ্রহ। ওয়েসলিপন্থী মনোভাবে, সুসমাচার প্রচার কাজে এই দৃঢ় বিশ্বাসের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকে।

---

17. Wesley, Works, VI, 512.

পূর্ব অনুগ্রহ এবং সুসমাচার প্রচার কাজ

আমি একবার এক দল পালকদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, যারা এমন জায়গায় থাকতেন, যেখানে খ্রীষ্টের অনুসরণ করা এক কঠিন কাজ ছিল। খ্রীষ্টিয়ান হওয়া আইন সঙ্গত ছিল বটে, কিন্তু একটি বিশ্বাস থেকে ভিন্ন কোনো বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে কঠোর জাতীয় আইন ছিল। প্রত্যক্ষ ভাবে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম প্রচার করলে ভীষণ ভাবে শাস্তি দেওয়া হতো কারা বদ্ধ করার মাধ্যমে, এমন কি মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমেও। আমি সেই পালকদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এমন শত্রুতাপূর্ণ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কিভাবে সুসমাচার প্রচার করা হয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে একজন পালক উত্তর দিয়েছিলেন, "স্বপ্নে।" আমি বুঝতে পারি নি, তাই আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে বলেছিলাম। "আমাদের প্রতিবাসীগণ রাত্রে স্বপ্ন দেখে, শুধু ডজনে ডজনে নয় কিন্তু শয়ে শয়ে। উত্থাপিত খ্রীষ্ট তাঁর সৌন্দর্য ও মহিমা সহ তাদের দেখা দেন। যখন তারা জেগে ওঠে তখন জিজ্ঞাসা করতে আসে, 'এই মানুষটির বিষয়ে আমাদের বলুন যিনি রাত্রে আমাদের কাছে আসেন।' যখন তারা জিজ্ঞাসা করে, তখন আমাদের দায়িত্ব হয় সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। আমরা তখন সুসমাচার প্রচার করতে থাকি। তাদের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা কেবল মাত্র আমাদের অভিজ্ঞতার নিদর্শন দিই। এই ভাবে তাদের অনেকেই খ্রীষ্টের প্রতি তাদের জীবন সমর্পণ করে।"

সেই সকল স্থানে, যেখানে মণ্ডলী বন্ধ দরজার সম্মুখীন হয়, সেখানে ঈশ্বরের আত্মা আমাদের আগে চলেন। ঈশ্বরের পূর্ব অনুগ্রহ কোনো সীমা অথবা বাধা মানে না। ঈশ্বরের প্রেম নিরন্তর ভাবে পৌঁছে যায় এমন কি সর্বাপেক্ষা কঠিন, প্রতিরোধকারী, ও শত্রুতাপূর্ণ ব্যক্তির কাছেও। হয়তো তারা কখনোই বিশ্বাসের আজ্ঞাবহতায় সাড়া দেবে না, কিন্তু তারা ঈশ্বরের ব্যাপক চাপ এড়িয়ে যেতে পারে না, যিনি কখনোই তাদেরকে প্রেম করা এবং কাছে টেনে নেওয়া থামিয়ে দেবেন না।

এটিই ছিল *দি জিসাস ফিল্ম* (যীশু চলচ্চিত্রের) পুনরাবৃত্তি করা কাহিনী। এই চলচ্চিত্র নাটকীয় ভাবে খ্রীষ্টের জীবনকে দেখায়। এই পৃথিবীর চারিদিকে হাজার হাজার মানুষের জীবনে এটি অনুগ্রহের একটি কার্য্যকর সাধন হয়েছে। এটি দেখানো হয়েছে এমন কি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের কাছেও, যেখানে যীশুর নাম কখনো উচ্চারিত হয় নি। একটি

ঘটনা আমাদের বলে যে, একবার একটি গোষ্ঠীর প্রধান এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন আর বলেছিলেন, “বন্ধ করুন! এই মানুষটিকে আমরা জানি! বহু বৎসর পূর্বে ইনি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন আর পরিত্রাণের বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, একদিন তাঁর নাম জানানোর জন্য কেউ আমাদের কাছে আসবেন। আর এখন আমরা জানতে পারলান যে তাঁর নাম হল যীশু।” যদিও অন্যান্য বহু ঘটনার মধ্যে এটি কেবল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত, কিন্তু এটি বলে যে, মণ্ডলীর থেকে অনেক এগিয়ে থাকেন ঈশ্বরের আত্মা, যেমনটি সর্বদাই হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মা মানুষদের হৃদয়ের ভূমি প্রস্তুত করতে থাকেন, যেন সেটি সুসমাচার গ্রহণ করতে পারে। মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করার জন্য মণ্ডলী আসার বহু পূর্বেই ঈশ্বরের দূরদর্শিতার পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব অনুগ্রহ প্রবেশ করেছিল। পরিণাম স্বরূপ, প্রায়ই একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠী খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করে।

খ্রীষ্টিয়ান সুসমাচার প্রচার করাটি একটি একাকী কর্ম নয় আর একটি একাকীত্বের সময়ও নয়। এটি ঘটে পবিত্র আত্মার দ্বারা উৎসাহিত করা একটি সম্পর্কের পারস্পরিক ক্রিয়াতে, যে পবিত্র আত্মা সর্বদাই অনুগ্রহের সঙ্গে আমাদের আগে আগে যেতে থাকেন। এমন কোনো খ্রীষ্টিয়ান হবে না, যে পিছনের দিকে আয়নায় দেখবে আর অবাক হয়ে যাবে না যে, কিভাবে তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য, তারপর অনুতাপ করার জন্য এবং যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার জন্য ঈশ্বর কাজ করেছিলেন।

আমার বাবা অল্প বয়সে বালক অবস্থায় একজন খ্রীষ্টিয়ান হয়ে গিয়েছিলেন নাসরতীয় পালক পিতা মাতার মাধ্যমে। আমি খ্রীষ্টিয়ান হয়েছি খ্রীষ্টিয়ান মাতা পিতার এবং একদল মানুষদের দৃষ্টান্তের দ্বারা, যারা প্রতিটি বুধবার সকালে বিশেষ ভাবে আমার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হতেন। আপনার জন্য আপনার অনুগ্রহের যাত্রা একটি অনৈক্য বিষয় হয়। সকলের ক্ষেত্রে যেটি একই থাকে, সেটি হল ঈশ্বর যান আমাদের আগে আগে।

আমার বন্ধু স্তেফানে ছিলেন একজন নাস্তিক, তিনি জার্মানিতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্র-মানব সংক্রান্ত বিজ্ঞানের অধ্যয়ন করছিলেন। তাঁর নাস্তিক কাকা তাঁকে *দি মিশন*, (অভিযান) নামক একটি চলচ্চিত্রের বিষয়ে বলেছিলেন। এই চলচ্চিত্র দেখতে তিনি তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন

সেটির "অনবদ্য অভিনয় এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের" কারণে। এই চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, আর্জেন্টিনার উত্তর-পূর্ব দিকে জঙ্গল এলাকায়। গুয়ারানি আদিবাসী উপজাতির কাছে খ্রীষ্টকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্পেনের একটি খ্রীষ্ট ধর্ম পরিচর্যা কেন্দ্র সেখানে স্থাপিত করা হয়েছিল।

স্তেফানে সেই চলচ্চিত্র ভাড়া করেছিলেন। তিনি সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন, যেখানে যেখানে রড্রিগো মেনদোজ নামক একজন দাস ব্যবসায়ী ও বেতনভোগী কর্মচারী জলপ্রপাতের একটি খাড়া পর্বতে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর পিছনে তাঁর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি – তাঁর অস্ত্র এবং তাঁর তলোয়ার বাঁধা ছিল। তিনি তাঁর বহু পাপের জন্য ক্ষমা চাইছিলেন। মেনদোজ যখন খাড়া সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেলেন, তখন মেনদোজের উপজাতির একজন যোদ্ধা, যাকে অপহরণ করা হয়েছিল এবং দাসত্বের জন্য বিক্রয় করা হয়েছিল, সে তাঁর দিকে লাফিয়ে পড়ল একটি ছুরি হাতে, মনে হল সে মেনদোজার গলা কেটে ফেলবে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর, উপজাতির লোকটি মেনদোজার কাঁধ থেকে দড়িটি কেটে ফেলল, আর ভারী বোঝাটি গড়িয়ে জলপ্রপাতের নিচে ফেলে দিল। অকস্মাৎ মেনদোজা সচেতন হয়ে গেলেন যে, কোনো একটা কিছু এই যুবা যোদ্ধার প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে দয়া দেখানোর জন্য।

ক্লান্ত এবং কাদামাখা অবস্থায়, মেনদোজা মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি অঝোরে কাঁদতে থাকলেন, মনের দুঃখে নয় কিন্তু অন্তরের শান্তি থেকে উৎপন্ন আনন্দে। তাঁকে গ্রামে আশ্রয় দেওয়া হল এবং তাদের সমাজে স্বাগত জানানো হল। অবশেষে মেনদোজা খ্রীষ্টধর্মের যাজকত্বের শপথ গ্রহণ করলেন।

পরবর্তীকালে, মেনদোজকে একটি পুস্তক দেওয়া হল, যার একটি অনুচ্ছেদ থেকে তিনি প্রেমের অর্থ খুঁজে পেলেন। শব্দগুলির উৎস স্তেফানে জানতেন না, কিন্তু তিনি বললেন যে, সেগুলি ছিল অত্যন্ত কবিসুলভ আর খুব সুন্দর শব্দ, যা তিনি আর কখনো শোনেন নি। এই শব্দগুলি তাঁকে এতটাই মোহিত করেছিল যে, তিনি বারংবার এবং নিবিষ্ট ভাবে সেই দৃশ্য দেখেছিলেন। তিনি সেই শব্দগুলি লিখে নিয়েছিলেন যেন তিনি সেগুলি ভুলে না যান। তারপর তিনি এক গ্রন্থাগারে গিয়েছিলেন

সেই কবিতার উৎস সম্পর্কে গবেষণা করতে। তিনি অবাক হয়েছিলেন যে সেই শব্দগুলি ছিল বাইবেল থেকে। তিনি বারংবার পড়েছিলেন ১ করিন্থীয় ১৩ – "প্রেমের অধ্যায়টি।"

এর বেশি দিন পরের কথা নয়, স্তেফানে মহাবিদ্যালয়ের এক সাথী ছাত্রীর প্রেমে পড়ে গেলেন। এক রাত্রিতে তিনি স্তেফানেকে নিমন্ত্রণ করলেন একটি স্থানে যেটিকে তিনি একটি "সমিতি" বলেছিলেন। ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে, সেটি ছিল একটি বাইবেল অধ্যয়নের স্থান। সেখানে স্তেফানে প্রভুর প্রার্থনা শিখলেন। বৈজ্ঞানিক রূপে, যুক্তিসঙ্গত পরিণতি দেখার জন্য, তিনি পরীক্ষা করে দেখায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্তেফানে দেখলেন যে, প্রত্যেক বার যখন বিছানায় যাওয়ার পূর্বে তিনি প্রভুর প্রার্থনাটি বলেছিলেন, তখন তিনি শান্তির ঘুম ঘুমিয়েছিলেন। শীঘ্রই প্রতি রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে তিনি এই প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। সকালে তাঁকে জাগানো হতো তাঁর চারিদিকে এক নিবিষ্ট প্রেম ও অনুগ্রহের দ্বারা।

পরিচর্যাকারী ঈশ্বর একজন যুবা নাস্তিকের প্রার্থনার উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রেমের ঐশ্বর্য আবিষ্কার করেছিলেন একটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, যাতে ছিল "অনবদ্য অভিনয় ও সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য।" স্তেফানে সেই অনুগ্রহের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন, যেটি আগে আগে যায়। তিনি খ্রীষ্টে তাঁর বিশ্বাসের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং জগতে সেই কাজ করতে শুরু করেছিলেন, যে কাজ ঈশ্বর তাঁর মধ্যে করছিলেন। এখন স্তেফানে দ্য চার্চ অফ দ্য নাজারেইন মণ্ডলীতে একজন পরিচর্যাকারী। এমনটিই হয় ঈশ্বরের পূর্ব অনুগ্রহ, যেটি অনুতাপ ও পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে।

পূর্ব অনুগ্রহের শক্তিতে বিশ্বাস, এমন কারও বিষয়ে হতাশ হতে দেবে না, যে এখনও খ্রীষ্টিয়ান হয় নি। আমরা যেন কখনোই কারও বিষয়ে আশা ছেড়ে না দিই, কারণ ঈশ্বর কখনো আশা ছেড়ে দেন না। সুসমাচার প্রচারকের আত্মবিশ্বাস নিজেদের উপরে ভিত্তি করে হয় না আর তাদের ক্ষমতার উপরেও ভিত্তি করে হয় না যারা সুসমাচার শোনে। বরং আমাদের চরম বিশ্বাস হল এই যে, ঈশ্বরের প্রেম থাকে সকলের জন্যই। এটি অনুগ্রহ–ধন (ইফিষীয় ১.৭), অবিরাম এবং অপরিবর্তনশীল। ঈশ্বর যা শুরু করেছেন তা সম্পূর্ণ করার জন্য এটি যথেষ্ট। অলৌকিক সাক্ষাৎকারগুলো অপেক্ষা করে!

একজনের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বর কতদূর যাবেন? আমার খুব ভাল লাগে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অন্বেষণ করার বিষয়ে কোরি অ্যাসবেরি এর ২০১৭ খৃষ্টাব্দের "উদ্দাম প্রেম" বা "রাকলেস লভ" গানটি। গানটি বলে, "আমার একটি কথা বলারও পূর্বে" এবং "আমার শ্বাস নেওয়ারও পূর্বে" গায়কের জীবনে ঈশ্বরের প্রেমের কাহিনী। এটি বর্ণনা করে "ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য, সীমাহীন, উদ্দাম প্রেমের" বিষয়ে, যেটি 'নিরানব্বইটিকে ছেড়ে দিয়ে আমার পিছনে ধাওয়া করে, সংগ্রাম করতে থাকে যতক্ষণ না আমাকে খুঁজে পাওয়া যায়।' ধুয়া চলতে থাকে এই ভাবে:

এমন কোনো অন্ধকার নেই যা তুমি আলকিত করবে না
পর্বত নেই যা তুমি আরোহণ করবে না
আমার পিছনে আসতে থাকবে
এমন কোনো প্রাচীর নেই যা তুমি পা দিয়ে ভেঙ্গে দেবে না
মিথ্যা নেই যা তুমি বিনষ্ট করবে না
আমার পিছনে আসবে।[18]

অপ্রতিরোধ্য: সীমাহীন। একজন ব্যক্তির কাছে পৌঁছানর জন্য ঈশ্বর এতদূর যাবেন।

---

18. কেউ কেউ চিন্তা ব্যক্ত করেছেন এই গীতে "বেপরোয়া" শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে। যদি চিন্তা রহিত হওয়া এটির অর্থ হয়ে থাকে, তাহলে এটি সমস্যার বিষয় হয়। যদি সাহসী হওয়া, অদ্ভুত হওয়া, এবং অমিতব্যয়ী হওয়া এটির অর্থ হয়ে থাকে, তাহলে ঈশ্বরের প্রেম বর্ণনা করার জন্য এটি নিকটতম শব্দ হয়।

সত্য

পরিত্রাণকারী অনুগ্রহের দ্বারা, যীশু আমাদের উদ্ধার করেন পাপের থেকে এবং আমাদের পরিচালিত করেন সেই সত্যে, যেটি আমাদের স্বাধীন করে।

৩

অনুগ্রহ যা আমাদের রক্ষা করে

কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ–দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।
– রোমীয় ৬.২৩

একজন ক্রীড়া সাংবাদিক একবার প্রসিদ্ধ গলফ বিজয়ী খেলোয়াড় জ্যাক নিকলাউসকে বলেছিলেন নূতন গলফ খেলোয়াড়দের সর্বাপেক্ষা সাধারণ সমস্যাটি চিহ্নিত করতে। যখন তিনি অভ্যাসের অভাব, অথবা ক্রমাগত ভাবে বল গর্তে ফেলতে না পারার মতো কোনো উত্তর শুনবো বলে আশা করেছিলাম, তখন আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, যখন নিকলাউস উত্তর দিয়েছিলেন, “অত্যধিক আস্থা।” যতটা ভাল খেলোয়াড়, তার থেকে নিজেকে আরও বেশি ভাল বলে মনে করা, অথবা যতটা ভাল খেলতে পারবে তার থেকে বেশি ভাল খেলবে বলে মনে করা। *আমি মনে করি আমি বলটিকে এই ভাবে মেরে দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে সম্ভবত সামনের জলাশয়টি পার করে বলটি ফেলতে পারবো।* এটিই হল অত্যধিক আস্থা।

মানুষ সর্বদাই এমনটি করে থাকে। তারা সর্বদাই নিজেদের ক্ষমতার অতিরিক্ত মূল্য নিরূপণ করে আর তাদের ক্ষমতার সীমিত হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করে। কিন্তু আত্মিক পরিসরে যেমন অধিক বার এই

অতিরিক্ত মূল্য নিরূপণের সমস্যাটি দেখা যায়, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। আমরা আমাদের আত্মিক শক্তির অতিরিক্ত মূল্যায়ন করি এবং আমাদের আত্মিক দুর্বলতাটিকে আমরা উপেক্ষা করি।

নৈতিকতা

আত্মিক বিষয়ে নিজের অতিরিক্ত মূল্যায়ন নিরূপণ করাকে নৈতিকতা বলা হয়ে থাকে। নৈতিকতা হল নিজেকে স্বয়ং–ধার্মিক বলে বিশ্বাস করা, এই জন্য যে সে এক উত্তম নৈতিক জীবন যাপন করে এবং তার ব্যবহারে সে উন্নতি সাধন করেছে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, একজন **নৈতিক ব্যক্তি** হয় সে, যে বিশ্বাস করে সে পরিত্রাণ লাভ করেছে কারণ সে ভাল কাজ করে আর মন্দ কাজকে সে এড়িয়ে যায়।

নৈতিক ব্যক্তিরা সকলেই একই প্রকার কথা বলে থাকে: "আমি মাদার টেরিজা নই বটে, কিন্তু আমি তেমন খারাপও নই। আমি সৎ জীবন যাপন করি। আমি আমার ঋণ পরিশোধ করি। আমার বিবাহিত সাথীর প্রতি আমি ঠকবাজ নই। বিশ্বস্ত ভাবে আমি মতদান করি। দানের জন্য আমি কিছু অর্থ দিয়ে থাকি। আমি একটি আত্মিক ধর্মান্ধ নই বটে, কিন্তু আমি তেমন খারাপ মানুষও নই।" অন্যভাবে বলতে গেলে, নৈতিক ব্যক্তিরা এই ধারণা পোষণ করে যে, বিচারের দিনে ঈশ্বর দেখবেন তারা মন্দ কাজের থেকে ভাল কাজ করে বেশি, বিশেষত যখন "অন্য" মানুষদের সঙ্গে (যেমন পেশাদার খুনী, ধর্ষনকারী, নেশার দ্রব্য পাচারকারী ব্যক্তিরা ইত্যাদি) অনেক বেশি খারাপ তুলনা করা হয়। আমাদের জগতে আজকের দিনে নৈতিকতা খুবই ব্যাপক হয়েছে।

স্বর্গের বিষয়ে অ্যামেরিকার মানুষরা কি বিশ্বাস করে, একথা জানার জন্য ২০০৪ খৃষ্টাব্দে, গ্যালাপ নামক প্রতিষ্ঠান একটি জনমত সমীক্ষা করেছিল। যেটি সত্যিই আমার ধ্যানটিকে আকর্ষণ করেছিল সেটি ছিল, যারা স্বর্গে যাবে বলে ভাবছিল তাদের সংখ্যা: তাদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ ভেবেছিল যে তাদের স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা "ভাল" অথবা "খুব ভাল।" কিন্তু যাদের সমীক্ষা করা হয়েছিল তাদের অনুসারে, তাদের বন্ধুদের দশ জনের মধ্যে কেবল মাত্র ছয় জনই স্বর্গে যেতে চলেছিল। আমার কাছে সবথেকে মজার বিষয় ছিল এই যে, যাদের সমীক্ষা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল যে, "একটি স্বর্গ আছে যেখানে *উত্তম জীবন যাপন করা* মানুষদের অনন্তকালীন পুরস্কার দেওয়া

হয়ে থাকে।”[1] “উত্তম জীবন যাপন করা” কথাটির উপরে আমি গুরুত্ব আরোপ করি এই বিষয়টি দেখানোর জন্য যে, অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে, মৃত্যু হলে তারা স্বর্গে যাবে তাদের “উত্তম জীবন যাপন” এবং “নৈতিক ব্যবহার” করার জন্য।

ওয়েলস্ এর রাজকুমারী ডাইয়ানার মৃত্যু হয়েছিল ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে। পৃথিবীর বহু মানুষের জন্য এটি ছিল একটি দুঃখজনক ক্ষতি। তাঁর আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তার কারণে গণমাধ্যমের মনোযোগ ও জনসাধারণের শোক প্রকাশটি বিস্তর ছিল। আমি মানুষদের এমন বলতে শুনেছি যে, এটি কতই না সান্ত্বনার বিষয় যে, এখন তিনি স্বর্গে আছেন, সেখানে তিনি এক স্বর্গদূত হয়ে আছেন আর তাদের দিকে দেখছেন, আর তাঁর জন্য এই পৃথিবীর থেকে স্বর্গ কতই না সুন্দর এক স্থান। আমি এমন বলছি না যে ডাইয়ানা স্বর্গে নেই, কিন্তু আমি ভেবে পাই না, কি কারণে এতগুলি মানুষ মনে করে যে তিনি সেখানে আছেন। আমি যা কিছু দেখতে পাই তা হল এই যে, তিনি দয়ালু, অনুকম্পাশীল ব্যক্তি ছিলেন, যিনি উত্তম কাজের জন্য তাঁর প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি গরীবদের সঙ্গে কাজ করতেন, এইডস রুগীদের জন্য তিনি কথা বলতেন, তাঁর সক্রিয়তা শিশু এবং যুবাদের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিল। এই সকল কিছু জানলে খুবই ভাল লাগে বটে, কিন্তু এইগুলিই কি আমাদের পরিত্রাণ দেয়? *ভাল হওয়া* এবং *ভাল কাজ করা* কি পরিত্রাণ, স্বর্গ, এবং অনন্ত পুরস্কারের দিকে পরিচালনা করতে পারে?

আমরা বাস করছি এমন এক যুগে যেখানে এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে। অনেকে মনে করে যে, ঈশ্বর এমন ভাবে মূল্যায়ন করেন যাতে ছোট্ট একটি ভাল কাজও বৃহৎ হয়ে যায়। আমাদের “মন্দ” কাজের হিসাবের খাতায় যা থাকে, আমাদের “উত্তম” কাজের হিসাবের খাতায় যদি আমরা তার থেকে বেশি জমা করতে পারি, তাহলে কোনো প্রকারে হিসাবে সেটি আমাদের সপক্ষে যাবে, আর আমাদের *যথেষ্ট ভাল*

---

1. Albert L. Winseman, “Eternal Destinations: Americans Believe in Heaven, Hell,” May 25, 2004, https://news.gallup.com/poll/11770/eternal-destinations-americans-believe-heaven-hell.aspx.

জীবন এবং *সৎ প্রচেষ্টাগুলি* তফাৎ মিটানোর জন্য যথেষ্ট হবে। এই হল নৈতিকতা।

এই বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য স্পষ্ট, অবশ্যই আমাদের উত্তম কাজের জন্য আমরা পরিত্রাণ লাভ করি না, আমাদের উত্তম হওয়ার জন্য আমরা পরিত্রাণ পাই না, আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য আমরা পরিত্রাণ পাই না। আমরা পরিত্রাণ পাই অনুগ্রহের দ্বারা, আর অনুগ্রহ আসে আমাদের বাইরে থেকে। পরিত্রাণের অনুগ্রহ আসে ঈশ্বরের থেকে, ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে।

প্রায়শ্চিত্ত

আজকের দিনে সমগ্র বিশ্বে সম্ভবত ক্রুশ হল সর্বাপেক্ষা পরিচিত একটি চিহ্ন। আমরা যখন ক্রুশ দেখি, তখন আমাদের মনে পড়ে যায় যীশুর জীবন, এবং ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু। ক্রুশে বিদ্ধ করা ছিল হত্যা করার জন্য মানবজাতির আবিষ্কার করা সর্বকালের সকল পদ্ধতিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ও কষ্টদায়ক পদ্ধতি। এই কারণে প্রথম শতাব্দীর কোনো ব্যক্তির কাছে এটি অদ্ভুত লাগতো যখন সে আধুনিক কোনো মানুষকে তার গলায় হারের সঙ্গে একটি ক্রুশ পরে থাকতে দেখতো। আজকের দিনে আমরা যদি কাউকে গলায় একটি বৈদ্যুতিক চেয়ারের আকৃতি পরে থাকতে দেখি, তাহলে সেটি আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হবে, কারণ সেটি অপরাধমূলক শাস্তি ও মৃত্যুর চিহ্ন। প্রথম শতাব্দীর মানুষদের কাছে ক্রুশ দেখলে এমনটিই মনে হতো। এটি ছিল মর্যাদাহানিকর এবং ঘৃণার বিষয়। এটি ছিল নিকৃষ্ট অপরাধী এবং বিদ্রোহীদের পরিণাম। ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ছিল সম্পূর্ণ রূপে এতটাই আতঙ্কজনক বিষয় যে, এটি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি শব্দ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ইংরাজির “এক্সক্রুসিয়েটিং” (মর্মযন্ত্রনাপূর্ণ) কথাটি এসেছে “ক্রুশের থেকে।”

ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা ছিল ধীরে ধীরে, যন্ত্রনার সঙ্গে সর্বসমক্ষে মৃত্যু দেওয়া। এর মধ্যে কোন দুর্বোধ্যতা ছিল না। যাদের ক্রুশে বিদ্ধ করা হতো, তাদের প্রায়ই উপহাস ও ব্যাঙ্গ করা হতো। যখন তারা ক্রুশে ঝুলে থাকতো আর ধীরে ধীরে নিচের দিকে ঝুলে যেত, তখন তাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হতো আর শ্বাস নেওয়ার জন্য তারা হাঁপাত, আর তখন দর্শকরা তাদের দিকে পাথর ছুঁড়ত আর তাদের দেখে হাসত।

অবশেষে শ্বাসরোধের ফলে তাদের মৃত্যু হতো, কারণ যখন তারা ঝুলে থাকতো তখন তাদের শ্বাসযন্ত্রের কাজ করা কঠিন হয়ে যেত। কখনো কখনো কারও মৃত্যু হওয়ার জন্য কয়েক দিন সময় লেগে যেত আর তারপর যাদের ক্রুশে বিদ্ধ করা হতো, তাদের কোনো প্রকার মানবিক সমাধি দেওয়া হতো না। এর পরিবর্তে তাদের ফেলে দেওয়া হতো চিল শকুনের দ্বারা তাদের মাংস খেয়ে ফেলার জন্য। রোমীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আচরণ করা কোন ব্যক্তির জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির দ্বারা যা কিছু দেখানো যেতে পারতো সেগুলি শেষ হয়ে হলে, তাদের অস্থিগুলি ফেলে দেওয়া হতো শহরের আবর্জনার স্তুপে।

আসুন আমরা ভুলে না যাই যে, যীশুকে একটি অপরাধীর ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল, যেটি আমাদের এমন ভাবতে পরিচালিত করে যে, এটি একটি অত্যন্ত অদ্ভুত বিষয়: *খ্রীষ্টিয়ানগণ এটিকে সু-খবর বলে ঘোষণা করে।* প্রকৃতপক্ষে আমরাই বলি যে, এটি হল একটি সর্বোত্তম সংবাদ যা আমরা কখনো শুনেছি। এই উত্তম সংবাদকে ব্যক্ত করার জন্য বাইবেল "সুসমাচার" কথাটি মনোনীত করেছে। ক্রুশ হল আমাদের সুসমাচার - আমাদের জন্য মঙ্গলের সংবাদ।

নূতন নিয়মে সুসমাচারের সর্বাপেক্ষা সারাংশ করতে গিয়ে প্রেরিত পৌল ঘোষণা করেছেন, "ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে *খ্রীষ্ট* আমাদের পাপের জন্য *মরিলেন*" (১ করিন্থীয় ১৫.৩)। এটি নিজের থেকে একটি মঙ্গল সমাচার হয় না, কিন্তু তারপর পৌল, ইতিহাসের একটি দুঃখপূর্ণ ঘটনা থেকে অনুগ্রহে আমাদের যাত্রার সঙ্গে নিবিষ্ট ভাবে যুক্ত বিষয়টিতে আমাদের নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, খ্রীষ্টের মৃত্যুর একটি ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত অর্থ দিলেন, গভীর ভাবে অর্থপূর্ণ একটি "জন্য" অব্যয়ের মাধ্যমে: "শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের *জন্য* মরিলেন ১ করিন্থীয় ১৫.৩খ, গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।" এই "জন্য" শব্দটি যখন যুক্ত করা হয়, তখন এটি হয়ে যায় সুসমাচার – সর্বশ্রেষ্ঠ সমাচার যা আমরা কখনো শুনেছি।

ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে, শাস্ত্র বলে "আমাদের পাপের জন্য মরিলেন" কথাটিকে প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়ে থাকে। প্রায়শ্চিত্ত বা ইংরেজির অ্যাটোনমেন্ট শব্দটির অর্থ হল মিলনসাধন করা (যার মানে হল খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের

মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হই)। প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছিল যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশের মাধ্যমে। প্রায়শ্চিত্তের মতবাদটি শুরু হয়েছিল পুরাতন নিয়মে। প্রায়শ্চিত্তের দিন, যেটিকে ইয়োম কিপপুর[2] বলা হয়ে থাকে, যিহূদী ধর্মে সেটি ছিল সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম দিন। এই দিনটিকে অনুতাপ ও ক্ষমার দিন বলে অবিহিত করা হয়েছিল।

মনের মধ্যে এই চিত্রটি কল্পনা করুন। কল্পনা করুন যে হাজার হাজার উপাসকগণ বৎসর শুরু করার জন্য একত্রিত হচ্ছে যেন তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয় আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই দিন সকল মানুষদের প্রতিনিদিত্বকারী প্রধান যাজক দুইটি ছাগল নিয়ে আসত। একটি ছাগলকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলি উৎসর্গ করা হল। রক্তপাত করা হল আর সেই পশুর মৃত্যু হল। রোমীয় ৬.২৩ পদ আমাদের বলে যে "পাপের বেতন মৃত্যু," আর ইব্রীয় ৯.২২ পদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, "রক্তসেচন ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না।"

ব্যবস্থা অনুসারে প্রথম ছাগলটির মৃত্যু হল। দ্বিতীয় ছাগলটিকে অবশ্য জীবিত রাখা হল আর সেটিকে বলা হল ত্যাগ। মহাযাজক ত্যাগের ছাগলের মাথায় হাত রাখতেন এবং সেটির উপরে ইস্রায়েল জাতির সকল দুষ্টতা ও পাপ স্বীকার করতেন। চিহ্ন স্বরূপ এই সকল পাপ স্থানান্তরিত করা হবে ছাগলের মাথায়। তারপর সেটিকে নিয়ে যাওয়া হবে নির্জনপ্রদেশে যেখানে মানুষের পাপ সকল বহু দূরবর্তী স্থানে, দৃষ্টির বাইরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে।[3]

সেই রীতি চলতে থাকতো বছরের পর বছর, দশকের পর দশক ধরে (দেখুন ইব্রীয় ১০.৩-৪)। রক্ত ঝোরে চলেছিল। মানুষের পাপের সমাধান করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের অন্তহীন চক্রে হাজার হাজার পশুর বলি উৎসর্গ করা হচ্ছিল। এই হল পশ্চাৎপটের সেই দৃশ্য, যার মধ্যে যীশু জীবন যাপন করছিলেন আর পরিচর্যা করছিলেন। কিভাবে ক্রুশে যীশুর মৃত্যু আমাদের সকল পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছিল, পরিত্রাণের অনুগ্রহকে সম্ভবপর করেছিল, সেগুলি বিবেচনা করার পূর্বে, আসুন

---

2. ইয়োম = "দিন;" কিপপুর = "মিলনসাধন করা; পরিশুদ্ধ করা।"

3. পরম্পরা আমাদের বলে, যে ব্যক্তিকে ত্যাগের ছাগলকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হতো, সেই ব্যক্তি হতো একজন পরজাতিয়, ইস্রায়েল জাতির মানুষদের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক থাকতো না।

আমরা প্রথমে দুইটি মৌলিক প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখি। পাপ কি? আমাদের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেন আবশ্যক হয়?

পাপ কি?

প্রথম, পাপ হল বিদ্রোহ করা। হয়তো পাপের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা আসে জন ওয়েসলি থেকে: "ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের দেওয়া জ্ঞাত ব্যবস্থার উলঙ্ঘন করা।"[4] পাপ হল এমন একটা কিছু, যেটি জানা বিষয় হয়, এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয় – যেটিকে আমরা ভুল বলে জানি আর আমরা সেটি করে থাকি কারণ আমরা তেমন করতে পারি। এটি হল ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা।

যখন ১ যোহন ৩.৪ পদ বলে যে, "যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থা লঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থা লঙ্ঘনই পাপ," এটি কেবল মাত্র আইন সঙ্গত অর্থের উল্লেখ করে না, যেমন "আপনি আইন অমান্য করেছেন।" এটি হয় আইন অমান্য করার পিছনে একটি মনোভাবের বিষয়। একটি বিশ্লেষণ আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। যদি কেউ একটি গাড়ি চালাচ্ছে, তবে গতিবেগের সীমাটিকে না জেনেও দ্রুত যাওয়া সম্ভব। কার্য্যত ভাবে তখন আপনি আইন লঙ্ঘন করলেন বটে, কিন্তু আপনি বেপরোয়া ভাবে কাজ করেন নি। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় যখন কেউ বলে, "ছাড় এই সব গতিবেগ সীমার মূর্খতাপূর্ণ আইন। এইগুলি দিয়ে এরা কেবল আমাদের ধীরে করার চেষ্টা করছে। আমি যা ইচ্ছা তাই করবো, কারণ আমার জীবনের মালিক আমিই।" এই বেপরোয়া হওয়া হল আইন ভঙ্গ করার পিছনে একটি বিদ্রোহ করার মনোভাব – একটি বিদ্রোহের আত্মা।

আমার কনিষ্ঠ কন্যা যখন ছোট ছিল, তখন মাতা পিতা গৃহে না থাকলে সে তার দাদা দিদিদের কথা শুনতে চাইত না। আমি ও আমার স্ত্রী যখন তাদের গৃহে রেখে বাইরে যেতাম, তখন আমাদের কনিষ্ঠ কন্যা তার চিঁ চিঁ আওয়াজ জোরাল করে দিত আর তার দাদা দিদিদের বলতো, "তোরা আমার মনিব নয়!" যদিও কথাটি বলা হয়েছিল ছোট্ট শিশুর সরলতা থেকে, কিন্তু এটিই হল হৃদয়ের মধ্যে পাপ করার ইচ্ছা,

---

4. Wesley, The Works of John Wesley, vol. 12 (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1978), 394. See also James 4.17.

আত্ম–প্রভুত্ব। বিদ্রোহ রূপে পাপ হল ঈশ্বরের মুখের সামনে আমাদের ছোট্ট মুষ্টি নাড়ানো, আর চিৎকার করে বলা, "তুমি আমার মনিব নয়! আমি আমার মতো থাকবো কারণ আমি সেই ভাবে থাকতে পারি! আমার জীবনের উপরে কারও অধিকার নেই, এমন কি ঈশ্বরেরও অধিকার নেই।" এটি হয় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্ট জীব রূপে আমাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করা। এটি স্বাধীনতা ঘোষণা করা যে, আমরা নিজেরাই হলাম আমাদের ঈশ্বর। শাস্ত্রের লেখকদের কাছে এই আত্ম–প্রভুত্বের মনোভাব কোনো আশ্চর্য হওয়ার বিষয় ছিল না।

"আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন" (যিশাইয় ৫৩.৬)। বিদ্রোহ করা হল পাপ।

দ্বিতীয়, পাপ হল দাসত্ব করা। এটি আত্ম–প্রভুত্ব করা এবং নিজেদের ইচ্ছা মতো কাজ করা ও আমাদের নিজেদের পথে চলার থেকে অধিক কিছু। *হামারতিয়া* হল একটি গ্রীক শব্দ, যেটিকে পাপ বলে অনুবাদ করা হয়েছে, এই শব্দটি এসেছে *হামারতানো* শব্দ থেকে, যার অর্থ হয় "লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া" অথবা "তির চালিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে অসমর্থ হওয়া।"[5] যদিও এই শব্দটি প্রথমে অ্যারিস্ততেল দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল, প্রাচীন গ্রীক নাটকের জগতে মূল চরিত্রে ভয়ানক ত্রুটি (যেমন ভুল বিচার করা, অজ্ঞ হওয়া, সচেতনতার অভাব থাকা, ইত্যাদি) উল্লেখ করার জন্য, এবং এটিকে দুঃখজনক ঘটনা বলেও জানা যেত, তবুও প্রাচীন মণ্ডলীর লেখকগণ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, পাপের বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য এই শব্দটি বেছে নিয়েছিলেন। সুতরাং, বাইবেলের দিক থেকে *হামারতিয়া* কথাটির অর্থ হতে পারে, একটি কাজ *সংঘটিত করা*: "আমি জানতাম যে এই কাজ করা আমার উচিৎ নয়, কিন্তু তবুও আমি এটি করেছিলাম" (দেখুন রোমীয় ৬.১–২), আবার এটি একটি কাজ না করাও হতে পারে: "আমি জানতাম আমার কি করা উচিৎ, কিন্তু তবুও আমি সেটি করি নি" (রোমীয় ৭.১৯, যাকোব ৪.১৭)। কাজ করা এবং কাজ না করা, উভয়ের দ্বারাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

---

5. William Barclay, The Gospel of Matthew, vol. 1 (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1956), 253. See also H. G. Liddell, A Lexicon: Abridged from Liddell and Scott's Greek–English Lexicon (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1996), 4.

ব্যবসার ক্ষেত্রে এটি এইভাবে কার্য্যকর হতে পারে। একদিকে আমি চাই যেন ঈশ্বর আমার ব্যবসায় আশীর্ব্বাদ করেন, কিন্তু আবার আমি এটিও চাই যেন আমার ব্যবসায় সাফল্য নিশ্চিত হয়। তাই, আমি গোপনে কিছু করতে অথবা করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিই, যদিও আমি জানি যে সেগুলি নৈতিক অথবা আইনসঙ্গত নয়। আমার প্রত্যাশার সঙ্গে আমার কাজের সংঘাত হয় আর কাজগুলি হয় প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। আমার কাজকে আশীর্ব্বাদ করার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি না, যখন আমি জানি যে, আমি ঈশ্বরের নৈতিক ইচ্ছার বাইরে কাজ করছি। এইভাবে কিছুকালের জন্য আমি হয়তো এগিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তার মধ্যে ঈশ্বরের দয়া থাকবে না। এর বিপরীত দিকটি হল আমি চাই যেন ঈশ্বর আমার কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করেন, কিন্তু আমার লাভ বৃদ্ধি করার জন্য আমার কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত সুযোগ সুবিধা দেওয়া আমি বন্ধ করে দিই। এটি ন্যায়সঙ্গত কাজ না করার পাপ। অবশ্য, কোন্ কাজ আমার করা *উচিৎ নয়* সেটি জেনেও সেই কাজটি করা, আবার কোন্ কাজটি করা আমার *উচিৎ* সেটি জেনেও সেই কাজটি না করা, এই উভয় পাপই হল ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একই।

হামারতিয়া কথাটির অর্থ আরও গভীর কিছু বিষয় হতে পারে। আমাদের করা কাজের থেকেও অধিক কিছু হতে পারে, আমাদের চরিত্রে পাপ থাকে – আমরা এমন একটি স্থিতিতে থাকি।[6] আমরা পাপে জড়িয়ে থাকি। আমরা কেবল মাত্র চরিত্রের দিক থেকে বিদ্রোহী তাই নয়, কিন্তু সঠিক প্রকারের কাজ করতেও আমরা অক্ষম। কেবল মাত্র এই নয় যে, আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, কিন্তু চেষ্টা করলেও আমরা লক্ষ্যভেদ করতে পারি না। স্খলিত ব্যক্তি রূপে, আমরা যেমন কাজ করতে চাই তেমন করতে পারি না। পাপের কাছে আমরা বন্দি।

6. ওয়েসলি পন্থী – পবিত্রতার মানুষরা মনে করে যে, পাপের মধ্যে একটি কাজের থেকে আরও বহু কিছু অন্তর্নিহিত থাকে। সুসান্না ওয়েসলি, তাঁর পুত্র জনের কাছে জুন ৮, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে লেখা পত্রের এই উক্তিটির জন্য সুপরিচিত হয়েছিলেন, “এই নীতিটি অবলম্বন কর: যা কিছু তোমার যুক্তিকে দুর্বল করে দেয়, তোমার বিবেকের কোমলতাকে দুর্বল করে দেয়, ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার অনুভূতিগুলিকে অস্পষ্ট করে দেয়, অথবা আত্মিক বিষয়গুলিতে তোমার সুস্বাদকে নষ্ট করে দেয়, সংক্ষেপে, যা কিছু তোমার মনের উপরে তোমার দেহের শক্তি ও অধিকারকে বৃদ্ধি করে, তোমার জন্য সেটিই হল পাপ, স্বয়ং সেটিকে যতই নির্দোষ বলে মনে হোক না কেন।”

আমরা প্রায়ই মনে করে থাকি যে, আমাদের জীবনের মালিক হবো আমরাই, আর কেউ নয়, কিন্তু আমরা যেটি ভুল বুঝি সেটি হল এই যে, তেমনটি মনোনয়ন করার সুযোগ আমরা পাই না। আমরা কারও অথবা কোন কিছুর দাসত্ব করেই থাকি। হয় সম্পূর্ণ হৃদয় নিয়ে আমরা আমাদের ঈশ্বরের সেবা করবো, অথবা আমরা দাসত্ব করবো আমাদের লালসা এবং পাপময় চরিত্রের। একজন না একজন আমাদের প্রভু হবেই।

আসুন আমরা সৎ হই: পাপ একটি মজার বিষয় হতে পারে। যদি সেটি মজার বিষয় না হতো, তাহলে সেটি কাউকে আকর্ষিত করতে পারতো না। যদি সেটি আনন্দদায়ক না হতো, তাহলে সেটি লোভনীয় হতো না। হয়তো মানুষদের আমাদের একথা বলা বন্ধ করতে হবে যে, পাপকে তারা কতটা ঘৃণা করতে চলেছে এবং পাপ কতটা বিরক্তিকর। পাপ মজার বিষয় হতে পারে কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু পাপ সর্বদাই যেদিকে পরিচালিত করে, সেটি হল ধ্বংসের দিক। পাপের পরিণাম (বেতন) হল যেটি আঘাত করে। পাপ হল একটি দুষ্ট চক্র।

খাওয়া দাওয়া, নাচ গান, হৈ হুল্লোড় করা একটি মজার বিষয় হতে পারে। কিন্তু যেখানে এটি পরিচালিত করবে, সেটি মজার বিষয় হবে না। মদ্য পান করা মজার বিষয় হয় না। নেশা করা মজার বিষয় নয়। নেশা মুক্তি কেন্দ্র কোনো মজার জায়গা নয়। পথ দুর্ঘটনা কোনো মজার বিষয় হয় না। পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়া মজার বিষয় নয়। পাপ হল একটি দুষ্ট চক্র যেটি কষ্টদায়ক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

কারও সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত যৌন ক্রিয়া মজার বিষয় হতে পারে। যেখানে সেটি পরিচালিত করে, সেটি মজার বিষয় নয়। বিবেকের দংশন কোনো মজার বিষয় নয়। যৌন সংক্রান্ত রোগ কোনো মজার বিষয় নয়। বিবাহ বিচ্ছেদ মজার বিষয় নয়। কারও হৃদয় ভেঙ্গে দেওয়া মজার বিষয় নয়। আপনার সন্তানদের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের বলা যে কেন আপনি তাদের মাতা অথবা পিতাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেটি কোনো মজার বিষয় নয়। পাপ হল একটি দুষ্ট চক্র যেটি কষ্টদায়ক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

অপব্যয়ী পুত্রের যে দৃষ্টান্ত যীশু বলেছিলেন সেটি হল পাপ চক্রের একটি মৌলিক দৃষ্টান্ত (দেখুন লুক ১৫.১১–২৪)। এক বিদ্রোহী পুত্র ঠিক করেছিল যে, সে তার নিজের মতো জীবন যাপন করবে। সে

তার পিতাকে বলল যে, সে তার হিসাবের সম্পত্তি এখনই চায় (প্রথম শতাব্দীতে এমন কথা বলার অর্থ ছিল সে মনে করে তার পিতার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে), তারপর সে সম্পত্তি থেকে তার হিসাবের সকল অর্থ নিল, আর সমস্ত অর্থ ব্যয় করে দিল বিলাসিতা ও উদ্দাম জীবন যাপন করে। এই জীবন যাত্রাটি তার ভাল লেগেছিল – কিছু দিনের জন্য। তারপর তার অর্থ শেষ হয়ে গেল, এবং বন্ধুরাও চলে গেল। তখন সেই পুত্র নিজেকে এমন এক স্থানে পেল, যেখান থাকার কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি: ভগ্ন, অপমানিত, শুয়োরের খোঁয়াড়ে থাকা। পাপ হল একটি দুষ্ট চক্র যেটি কষ্টদায়ক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

হয়তো যীশু এটাই বলতে চেয়েছিলেন, যখন তিনি বললেন, "সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্থ ও পথ পরিসর, এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে; কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়" (মথি ৭.১৩)।

এখানে হয় আমাদের পাপময় প্রকৃতির বড় সংগ্রাম: যতক্ষণ না আমাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয়, ততক্ষণ যতটা আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করি, তার থেকে অধিক প্রেম করবো পাপকে, কারণ আমরা পাপের দাস হয়ে যাই – আমরা দাসত্ব করি পাপের ক্ষমতার কাছে।[7] কোনো উত্তম ইচ্ছা অথবা কঠিন পরিশ্রম, কোনো মানব নৈতিকতা বোধ আমাদের পূর্ণ রূপে মুক্ত করবে না। পাপ হল দাসত্ব করা।

অবশেষে, পাপ হয় বিরহ। "বিরহ" কথাটি আমরা সচরাচর ব্যবহার করি না, কিন্তু যখন আমরা করি, তখন আমরা এটি ব্যবহার করি এই নির্দেশ করার জন্য যে, সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা গোলযোগ হয়েছে। পাপ কেবল মাত্র একটি নিয়ম ভঙ্গ করা অথবা একটি আইন লঙ্ঘন করা হয় না, এটি হল একটি সম্পর্ককে বিনষ্ট করা। পাপ মানুষকে ঈশ্বরের থেকে এবং পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। নথিভুক্ত করা প্রথম পাপের ক্ষেত্রে, আমাদের আত্মিক পূর্বজ আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন। যখনই তাঁরা পাপ করলেন তখনই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ঈশ্বরের সঙ্গে এবং তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি

7. জিয়োফ্রি ব্রোমিলি একটি মজার বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, পাপের শক্তির উপরে এবং পাপ মানুষের জীবনকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেটির উপরে আলোকপাত করার জন্য, বাইবেল প্রায়ই পাপকে "ব্যক্তিরূপ" দিয়ে থাকে। Bromiley, Theological Dictionary of the New Testament: Abridged in One Volume (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 4.

হয়েছে। তাঁদের চোখ খুলে গেল, আর তাঁরা দেখতে পেলেন যে, তাঁরা উলঙ্গ ছিলেন। কেবল মাত্র তাঁদের কাপড় ছিল না এটি বুঝতে পারা অপেক্ষা এটি আরও অধিক কিছু ছিল। তাঁরা লজ্জিত হলেন ও অসহায় বোধ করলেন, তাঁরা দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া অনুভব করলেন, তাঁরা বেপরদা অনুভব করলেন। সেই সময় পর্য্যন্ত, তাঁরা কেবল মাত্র ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ সাহচর্য জানতেন, কিন্তু তাঁদের পাপের এই মুহূর্তে তাঁরা ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অনুভব করলেন। তাঁরা বিরহ ব্যাথা *অনুভব* করলেন। তাঁদের সাহচর্য ভেঙ্গে গিয়েছে, আর এটি তাঁদের প্রাণে চেপে বসেছে। তাঁরা তাঁদের পাপের সম্পূর্ণ চাপ *অনুভব* করলেন। আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা একটি খুবই জোরাল কাজ করলেন: তাঁরা তাঁদের উলঙ্গতা ঢাকতে এবং ঈশ্বরের থেকে লুকাতে চেষ্টা করলেন। আপনি কি কখনো চেষ্টা করেছেন আপনার পাপ ঢাকতে অথবা ঈশ্বরের থেকে আপনার পাপ লুকাতে?

ঈশ্বর জানতেন সাহচর্য ভেঙ্গে গিয়েছে, এবং শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা কোমল একটি বিবরণে, ঈশ্বর তাঁদের ডাক দিলেন, "তুমি কোথায়?" (আদিপুস্তক ৩.৯)। ঈশ্বর কি সত্যিই জানতেন না যে তাঁরা কোথায়? তাঁরা কি এত সুন্দর ভাবে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিলেন যে ঈশ্বর তাঁদের খুঁজে পাবেন না? তিন বছরের শিশুর সঙ্গে আপনি কি কখনো লুকোচুরি খেলেছেন? অবশ্যই ঈশ্বর জানতেন যে তাঁরা কোথায়! তা সত্ত্বেও, তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁরাও যেন বুঝতে পারেন তিনিও এই বিরহ বেদনা পেয়েছেন। সেই পুরুষ উত্তর দিলেন, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি (৩.১০)।

বাইবেলে এই প্রথম বার ভয়ের উল্লেখ করা হল। আপনি কি বুঝতে পারছেন পাপ কি করে? পাপ নিয়ে আসে ভয়, অপরাধ বোধ, এবং লজ্জা। পাপ এনে দেয় বিরহ, দোষারোপ, এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। পাপ বন্ধুদের শত্রু করে দেয়। পাপ ঘনিষ্ঠতাকে শত্রুতায় পরিণত করে। পাপ সাহচর্য ভেঙ্গে দেয়।

এই হল আমাদের বিপজ্জনক অবস্থা। পাপ হল বিদ্রোহ। পাপ হল দাসত্ব করা। পাপ হল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আমরা কিভাবে আবার এই সকল কিছু ঠিক করতে পারবো? এই সকল পাপের বিষয়ে আমাদের কি করতে হবে?

আসুন আমি পুনরায় আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই সেই শ্রেষ্ঠ সংবাদ যা আমরা কখনো শুনেছি: "ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন" (১ করিন্থীয় ১৫.৩-৪)। এই হল চরম, আত্ম-ত্যাগের প্রেম। "কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন" (রোমীয় ৫.৮)। আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন। "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।" (২ করিন্থীয় ৫.২১)। এই হল পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ।

প্রটেস্টান্ট সংস্কারক, মার্টিন লুথারকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়ে থাকে এটিকে "মহৎ লেনদেন" বলার জন্য। আমাদের মৃত্যুর বদলে তাঁর জীবন, আমাদের পাপের বদলে তাঁর ধার্ম্মিকতা, আমাদের দণ্ডাজ্ঞার বদলে তাঁর পরিত্রাণ, আমাদের অসাফল্যের বদলে তাঁর সাফল্য, আমাদের পরাজয়ের বদলে তাঁর বিজয়। প্রায়শ্চিত্ত হল ত্রিত্ব ঈশ্বরের একটি কাজ, যেটি আমাদের পাপ ও বিদ্রোহের দ্বারা নির্মিত আমাদের মধ্যে সকল বাধা ভেঙ্গে দেয়। "ইহাতেই প্রেম আছে; আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আপন পুত্রকে আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন" (১ যোহন ৪.১০)।

এর অর্থ কি? প্রায়শ্চিত্ত সর্বদাই ছিল ঈশ্বরের হৃদয়ে। সকল মেষশাবক, সকল যাজক, এবং ধর্মধামের সকল বলিদান আমাদের দেখাচ্ছিল, আর আমাদের পরিচালিত করছিল যীশুর দিকে, যিনি হয়েছেন আমাদের মহাযাজক, আর আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য যিনি নিজের রক্ত সেচন করেছেন। এন টি রাইট, এটিকে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন: "সমগ্র নূতন নিয়মে, মৃত্যুকে দেখা হয়েছে প্রেমের একটি কার্য্য রূপে, স্বয়ং যীশুর প্রেম রূপে (গালাতীয় ২.২০), এবং ঈশ্বরের প্রেম রূপে, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, এবং যার শারীরিক অভিব্যক্তি ছিলেন তিনি (যোহন ৩.১৬; ১৩.১, রোমীয় ৫.৬-১১; ৮.৩১-৩৯; ১ যোহন

৪.৯-১০)।"[৪] পিতা ঈশ্বর পুত্র খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছিলেন, পবিত্র আত্মার ক্ষমতায়, আমাদের জন্য সেটি করলেন, যেটি আমরা স্বয়ং আমাদের জন্য কখনোই করতে পারতাম না।

যীশু আমাদের পাপ তুলে নিলেন – অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যতের সকল পাপ। ঈশ্বর সেগুলি আর স্মরণ করেন না। "পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিক যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তেমনি দূরবর্তী করিয়াছেন" (গীতসংহিতা ১০৩.১২)। ক্রুশে যীশুর মৃত্যু, আমাদের জীবনে পাপের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। এক সময়ে আমরা ছিলাম আমাদের পাপের দাস, আমরা দাসত্বের মধ্যে ছিলাম আর "আকাশের কর্তৃত্বাধিপতির অনুসারে" (ইফিষীয় ২.২), এবং "এই যুগের দেব" গণের অনুসারে (২ করিন্থীয় ৪.৪) চলতাম। ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে, যীশু প্রবেশ করলেন শয়তানের শক্তির সঙ্গে মরণশীল সংগ্রামে, আর সর্বকালের জন্য তাদের উপরে বিজয় লাভ করলেন।[9] তিনি মৃত্যু, নরক, এবং কবরের শক্তিকে বিনষ্ট করে দিলেন। ক্রুশে খ্রীষ্টের বিজয়ের ফলে, আমরা আর পাপের কবলে নেই, আমরা আছি অনুগ্রহের দৃঢ়মুষ্টিতে, এবং সম্ভাব্য রূপে মুক্ত অবস্থায় (এই সম্পর্কে আরও দেখুন পবিত্র করার অনুগ্রহের উপরে ৪ অধ্যায়)।

যীশুর প্রায়শ্চিত্তের কারণে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি। আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দূর হয়েছে। আমাদের মধ্যে দূরত্ব সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফাটল অতিক্রম করা হয়েছে। যীশু হলেন আমাদের শান্তি, যিনি সকল প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেছেন (ইফিষীয় ২.১৪)। মন্দিরের

---

8. N. T. Wright, Evil and the Justice of God (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 2006), 9

9. ক্রুশে যীশু শয়তানের উপরে বিজয় লাভ করেছেন, এই বিশ্বাসটিকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য *ক্রিস্তুস বিজয়* মতবাদ বলা হয়ে থাকে। এন টি রাইট মন্তব্য করেছেন, "আমি *ক্রিস্তুস বিজয়* বিষয়টিকে দেখতে ইচ্ছা করি, শয়তান ও অন্ধকারের শক্তির উপরে যীশুর বিজয়কে প্রায়শ্চিত্তের ধর্মতত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা রূপে, যার চারিদিকে ক্রুশের অন্য সকল বিভিন্ন অর্থগুলি তাদের যথার্থ স্থান প্রাপ্ত হয়।" Wright, Evil and the Justice of God, 114. Conversely, Fleming Rutledge পুস্তকটি দৃঢ় রূপে দেখায় যে, ক্রুশের রহস্য ও গভীরতা বোঝার জন্য, প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে বাইবেলের সকল বিষয় একত্রে কাজ করে। "ক্রুশে বিদ্ধ খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রাপ্তির সর্বাপেক্ষা সঠিক উপায় হল, বাইবেলের মূল উপাদান যেভাবে পরস্পরের উপরে কাজ করে এবং পরস্পরকে বৃদ্ধি করে, হৃদয়ে গভীর ভাবে সেটির প্রশংসা করতে থাকা। কোনো একটি চিত্র এই সকল কাজ যথাযথ ভাবে করতে পারে না, সকল কিছুই হল পরিত্রাণের মহান নাটকের অংশ।" Rutledge, The Crucifixion: Understanding the Death of Jesus Christ (Grand Rapids: Eerdmans, 2015), 6-7.

তিরস্করিণী উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল (মথি ২৭.৫১)। আমাদের অপরাধ ও লজ্জা এবং শাস্তি পাওয়ার ভয় দূর করা হয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপিত করা হয়েছে। "কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্বে দূরবর্তী ছিলে যে তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্তী হইয়াছ" (ইফিষীয় ২.১৩)। এই হল পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ।

আপনার কি কোন ধারণা আছে যে ঈশ্বর আপনাকে কতটা প্রেম করেন? পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের পাপ ও অপরাধ তাঁর নিজের হৃদয়ে নিয়ে নিয়েছেন। যখন আমাদের পাপ অসংখ্য এবং দুঃখজনক, আর আমাদের হৃদয়ে অন্যান্য দেব দেবীর অনুসরণ করার জন্য প্রতিমাপূজা করা সেগুলির মধ্যে কোনো ক্ষুদ্র বিষয় হয় না, তখন আমাদের ত্রিত্ব ঈশ্বর আমাদের মুক্ত করেন, আমাদের নূতন সৃষ্টিতে পরিণত করেন, এবং তাঁর পরিবারে আমাদের দত্তক নেন। এই কারণে পাপের ক্ষমা করা কোনো ফাজলামির বিষয় হয় না। যে ব্যক্তি বলে, "অবশ্যই ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন – ক্ষমা করাই হল ঈশ্বরের কাজ," সে কারও দ্বারা এমন আর একজনের পাপ বহন করার ব্যাথা কখনোই বুঝতে পারে না, যে সেই পাপ বহনকারী ব্যক্তির বুকেই ছুরি মেরেছে। অনন্তকাল থেকে ক্রুশ ছিল ঈশ্বরের হৃদয়ে। পিতা ঈশ্বর, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টে পরিত্রাণের একটি পথ করে দিয়েছেন। যীশু পূর্ণ রূপে পিতার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছিলেন। আমাদের জন্য স্বেচ্ছায় তিনি তাঁর জীবন সমর্পণ করেছিলেন। পাপীদের জন্য নিষ্পাপ ব্যক্তি এটি করেছিলেন। দোষী ব্যক্তিদের জন্য নির্দোষ ব্যক্তি এটি করেছিলেন। ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক এসেছিলেন এমন জীবন যাপন করতে, যেমন জীবন যাপন করা আমাদের উচিৎ ছিল, আর তিনি এমন মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যেমন মৃত্যুবরণ করার যোগ্য আমরা ছিলাম।

যীশুর জীবন, মৃত্যু, এবং পুনরুত্থান, সকল কিছুকেই নূতন করে দিয়েছে। এই সত্যের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। এই হল মানব ইতিহাসের মূল বিষয় এবং আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। যীশু ব্যতীত পাপের কোনো ক্ষমা নেই, কোনো অনন্তজীবন নেই, আর উত্তম, পবিত্র, এবং প্রেমী ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার পাপের জন্য আপনি নিজেকে সর্বদাই শাস্তি দিতে পারেন। ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার জন্য আপনি আপনার প্রাণকে কষ্ট দিতে পারেন বটে, কিন্তু যে

একমাত্র উপায়ে আপনি সম্পূর্ণ রূপে পরিত্রাণ পেতে পারেন এবং শান্তিতে থাকতে পারেন, সেটি হল যখন আপনি অনুভব করবেন যে, আপনার একমাত্র আশা হলেন যীশু।

ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে আমরা পরিত্রাণকারী অনুগ্রহের দান পাই। আমরা নিজেদের সমর্পণ করি ঈশ্বরের দয়ার কাছে আর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করি কেবল মাত্র খ্রীষ্টে। আমরা ক্রুশে তাঁর বিজয়ে বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের পাপের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি যে, পাপের কারণে যে মৃত্যুর ফাঁদ ছিল সেটি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের বিবেক স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে; আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে।

প্রায়শ্চিত্ত দেখার দুটি পথ আছে। আপনি বলতে পারেন, "ঈশ্বর যদি প্রেম হয়ে থাকেন, তাহলে কেন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?" অপর দিকে আমরা বলতে পারি, "আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর – কি অদ্ভুত প্রেম!"

পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ কিভাবে কাজ করে

পৌল বললেন, একজন খ্রীষ্টিয়ান হল সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে অনুঘটকের পরিবর্তন ঘটেছে। ইফিষীয় ২.১-১০ পদ এই নাটকীয় পরিবর্তনকে – পাপের দাসত্ব থেকে খ্রীষ্টে মুক্ত হওয়া বলে বর্ণনা করা হয়েছে – যেটি তখন ঘটে যখন কেউ খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে, এবং তার ফলে পরিত্রাণ লাভ করে। সে এমন এক ব্যক্তি হয়, যে মৃত্যু থেকে জীবনে চলে যায়, দাসত্ব থেকে স্বাধীন হয়, দণ্ডাজ্ঞা না দিয়ে তাকে গ্রহণ করা হয়, বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে তাকে দত্তক নেওয়া হয়। এখন ৮ থেকে ১০ পদে পৌল আমাদের বললেন যে, কিভাবে সেখান থেকে আমরা এখানে আসি – কিভাবে আমরা বাস্তবিক খ্রীষ্টিয়ান হয়ে যাই। এটি হল একটি জৈব পদ্ধতি যার মধ্যে আছে তিনটি অংশ: অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ দেওয়া হয়, যেটি আমাদের বিশ্বাসে পরিচালিত করে, যেটি উত্তম কাজ উৎপন্ন করে। এটি আমাদের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে, এবং এই ক্রম বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা ক্রমটিকে ভুল বুঝি, তাহলে *সকল* কিছু ভুল হয়ে যাবে।

আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি অনুগ্রহে। ১ অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে অনুগ্রহের অর্থ দেখেছি। এটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল হয় যে, সর্বদাই

অনুগ্রহ হয়ে থাকে আরম্ভের কাজ। অনুগ্রহ হল প্রথম। অনুগ্রহ আমাদের জাগিয়ে দেয়, আমাদের পরিবর্তন করে, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্পর্কে আনয়ন করে। বহু মানুষ মনে করে, তারা যা কিছু করেছে, সেই সকলের জন্য তারা খ্রীষ্টিয়ান, তারা মনে করে যে তাদের যা কিছু করতে হবে সেটি হল একজন ভাল মানুষ হওয়া আর বাইবেলের শিক্ষার অনুসরণ করা, এবং ঈশ্বর তাদের আশীর্ব্বাদ করবেন। এটি অনুগ্রহ নয় – এটি হল নৈতিকতা। এমন কোনো সুসমাচার নেই, যেখানে আমরা কি করতে পারি সেটির উপরে ভরসা রাখতে বলে। আমাদের পরিত্রাণ এমন কিছু নয় যা আমরা করি। এর সমস্তটাই ঈশ্বর করেন। আমাদের জাগিয়ে তোলা, আমাদের সঞ্জীবিত করা, এই সকল কিছুই ঈশ্বরের করা। ঈশ্বরের জন্য আমরা যা করি তার দ্বারা আমরা পরিত্রাণ লাভ করি না; ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেন তার দ্বারা আমরা পরিত্রাণ লাভ করি। এটি সম্পূর্ণ রূপে একটি দান।

আমরা শুনেছি বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীর কাহিনী, যে তার অন্তিম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যখন সে শ্রেণীকক্ষে পৌঁছেছিল, তখন সকলেই শেষ কয়েকটি মিনিটের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শ্রেণীকক্ষের মধ্যে অধ্যাপক প্রবেশ করলেন, আর ঘোষণা করলেন যে, এই পরীক্ষার পূর্বে একটি ছোট্ট পুনঃমূল্যায়ন করা হবে। পুনঃমূল্যায়নের অধিকাংশই আসলো পাঠের সহায়িকা থেকে, কিন্তু সেখানে আরও অতিরিক্ত বহু বিষয় ছিল যেগুলির জন্য কেউই প্রস্তুতি নেই নি। শ্রেণীর সকলের জন্য এটি ছিল একটি অপ্রিয় আশ্চর্য ঘটনা। এই অতিরিক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে যখন একজন ছাত্র অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলো, তখন তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, এই সকল কিছুই ছিল তাদের পাঠের অন্তর্গত, এবং এই সকল কিছুর জন্য তারা দায়ী ছিল। এই যুক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করা কঠিন ছিল।

অবশেষে পরীক্ষা নেওয়ার সময় এসে গেল। অধ্যাপক বললেন, “পরীক্ষার কাগজ মেঝেতে উলটো করে রেখে দাও যতক্ষণ না প্রত্যেকের কাছে একটি করে থাকছে। আমি তোমাদের বলবো কখন শুরু করতে হবে।” যখন বিদ্যার্থীরা সেগুলি সোজা করে দেখলো, তখন তারা দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল যে, পরীক্ষার প্রতিটি উত্তর ইতিমধ্যেই লেখা আছে। এমন কি তাদের নামগুলিও উপরে লাল অক্ষরে লেখা আছে। শেষ পৃষ্ঠার নিচের দিকে লেখা আছে, “এই হল পরীক্ষার সমাপ্তি।

পরীক্ষায় সকল উত্তর সঠিক হয়েছে। তোমরা একটি করে ক মান বা গ্রেড পাবে। তোমরা পরীক্ষাতে পাস করেছ এই জন্য যে, তোমাদের পরীক্ষক নিজেই পরীক্ষার উত্তর লিখে দিয়েছেন। পরীক্ষার জন্য তোমরা যে প্রস্তুতি নিয়েছিল সেটি তোমাদের ক মান দেয় নি। তোমাদের প্রতি কেবল অনুগ্রহ করা হয়েছে।”

টিম কেলার এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বিষয়ে বলেছেন, যিনি কখনো কখনো তাঁর মণ্ডলীতে যোগদান করতেন। তিনি পরিপাটি এবং গোছাল থাকতেন – কেউ কেউ এমনও বলতেন যে তিনি ভদ্র ও নৈতিক ব্যক্তি ছিলেন। সামান্য একটি কিছু বেঠিক অথবা অপছন্দের বিষয় দেখলেই তিনি নাক উঁচু করতেন, আর তিনি বিশ্বাস করতেন না যে যদি কেউ একজন ভাল মানুষ হয়, তাহলেও তাকে কোন কিছু থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। কেলারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায়, মহিলাটি অবিস্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, “সোজা কথায় বলুন। যদি আমি সত্যিই এক ভাল এবং সভ্য জীবন যাপন করছি, এবং এমনকি মন্ডলীতেও যোগদান করছি, কিন্তু খ্রীষ্টকে কখনো আমার মুক্তিদাতা রূপে গ্রহণ করি নি, তাহলে যারা হত্যা করেছে সেই সকল ব্যক্তিদের থেকে আমি উত্তম নয়? আপনি কি এটাই বলতে চান?”

কেলার বললেন, “ঠিক তাই।”

মহিলা খেঁকিয়ে উঠলেন, “জীবনে আমি এমন মূর্খতার ধর্মের বিষয়ে কখনো শুনি নি!”

কেলার জবাব দিলেন, “দেখুন, হতে পারে আপনি মনে করেন যে এমন অতি মূর্খতার ধর্মের বিষয়ে আপনি কখনো শোনেন নি, কিন্তু সেই হত্যাকারী ব্যক্তি যে অনুতাপ করেছিল, তার জন্য এত মহৎ বিষয় সে আর কখনো শোনে নি। পূর্বের সেই হত্যাকারী ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে না যে এমন একটি ধর্ম আছে যেটি তার মতো একজন মানুষের জন্য প্রত্যাশা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।”

যদিও এই কাহিনীটি কিছুটা চরম, কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখায়। সেই পরিপাটি এবং গোছাল আর নৈতিক স্ত্রীলোক, যিনি সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত ছিলেন যে, অধিকাংশ মানুষদের অপেক্ষা তিনি শ্রেয় এবং যারা মনে করে যে সুসমাচারের মূল বিষয় হল অসম্মানজনক, তাহলে

মূর্খ না হলেও, তিনি স্বয়ং আছেন “মাংসের” বসে।[10] তিনি চেষ্টা করে চলেছেন সুন্দর ও সঠিক হওয়ার, কিন্তু সেটি করার চেষ্টা করছেন নিজের থেকে, পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস রেখে নয়। এই হল আত্ম-ধার্ম্মিকতার নিশ্চিত ফাঁদ। এই ভয়ানক বিপদটি চিনতে পেরে, ডাইয়েট্রিক বনহোয়েফার দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন অনুগ্রহে ঘেরা একজন খ্রীষ্টিয়ানের মনোভাবকে। “খ্রীষ্টিয়ানগণ হল সেই ব্যক্তিরা, যারা নিজেদের মধ্যে তাদের পরিত্রাণের, মুক্তির, ধার্ম্মিক গণিত হওয়ার অন্বেষণ করে না, কিন্তু একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অন্বেষণ করে থাকে। তারা জানে যে, যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের বাক্য তাদের দোষী ঘোষণা করে, এমন কি তখনও, যখন তারা তাদের নিজেদের কোনো দোষ দেখতে পায় না, এবং যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের বাক্য তাদের মুক্ত ও ধার্ম্মিক বলে ঘোষণা করে, এমন কি তখনও, যখন তারা অনুভব করে যে তাদের নিজেদের কোনো ধার্ম্মিকতাই নেই।”[11]

আমরা ততক্ষণ সুসমাচার বুঝতে পারি না, যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারি ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের গ্রহণ করা, আমরা যা করেছি অথবা আমরা যা কখনো করবো তার ভিত্তিতে হয় না। অতি নিশ্চিত রূপে এটির ভিত্তি হয়, এই জগতের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য উত্থাপিত করতে, ঈশ্বরের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের উপরে।

আমরা পরিত্রাণ লাভ করি অনুগ্রহের দ্বারা। তারপর পৌল বললেন, অনুগ্রহ পরিচালিত করে বিশ্বাসের দিকে। বিশ্বাস কি? বিশ্বাস মূলত তাঁর বিষয়ে সচেতনতা এবং তাঁর প্রতি সাড়া দেওয়া, যিনি আমাদের জাগিয়ে তুলেছেন।[12] এটি বুঝতে পারা অতি আবশ্যক, যে বিশ্বাস আমাদের পরিত্রাণ দেয়, সেটি হল খ্রীষ্টে বিশ্বাস। খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাস কোনো নীতিতে সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করা হয় না। এটি সেই বিশ্বাস যে, পৃথিবী নামক গ্রহে সত্যিই এক শিশুর জন্ম হয়েছিল, যিনি ছিলেন মাংসের দেহে ঈশ্বর,

---

10. “মাংস” কথাটির অর্থ সম্পর্কে গভীর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ৪ অধ্যায়, “পবিত্র করার অনুগ্রহ।”

11. Dietrich Bonhoeffer, Life Together (New York: HarperCollins Publishers, 1954), 21–22.

12. এই সংজ্ঞার বিষয়ে আমি টিম কেলার এর কাছে ঋণী তাঁর একটি প্রচারের জন্য, যদিও সঠিক ভাবে আমার মনে নেই যে সেই প্রচারটি কি ছিল।

যিনি সত্যিই ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এবং সত্যিই যিনি মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থাপিত হয়েছিলেন। পৌল এই বিষয়ে দৃঢ় ছিলেন: "আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ" (১ করিন্থীয় ১৫.১৪, ১৭)। যীশু যদি সত্যিই আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ না করে থাকেন, আর যদি তিনি সত্যিই মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থাপিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বিশ্বাস এক কাল্পনিক, অথবা নীতিবিষয়ক, চিকিৎসা বিদ্যাগত চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নয়।[13] সাধারণ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা অর্থহীন হয়।

আজকের দিনে যদি পৌল বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি হয়তো এটিকে এইভাবে বলতেন: যীশু যদি তা না হন যা তিনি নিজের বিষয়ে বলেছিলেন, যদি তিনি মানব দেহ ধারণকারী ঈশ্বরের পুত্র না হন, আমাদের পরিত্রাণের জন্য যদি সত্যিই তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়ে না থাকেন, যদি তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে শারীরিক ভাবে উত্থাপিত হয়ে না থাকেন, আর তিনি যদি সত্যিই স্বর্গে আরোহণ করে না থাকেন এবং পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে না থাকেন, তাহলে আসুন আমরা মন্ডলী মন্ডলী খেলা বন্ধ করে দিই। কোন নীতিই স্বয়ং এবং স্বয়ং সম্পর্কে কোন অর্থ করে না। বিশ্বাসে বিশ্বাস করা? সাধারণ বিষয়ে বিশ্বাস করা? না। কারণ সত্যে বিশ্বাস করা প্রেমে বিশ্বাস করা এবং ন্যায়ে বিশ্বাস করা আমাদের পরিবর্তিত করবে না অথবা আমাদের নূতন জীবন দেবে না। এটি হল যীশুতে বিশ্বাস। আমরা আমাদের কাজের দ্বারা, আমাদের উত্তম হওয়ার দ্বারা, অথবা আমাদের নীতির দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পাই না। আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি খ্রীষ্টের এবং কেবল মাত্র খ্রীষ্টের দ্বারা। তাঁর উপরে বিশ্বাস সকল প্রভেদ এনে দেয়, কারণ তিনিই হলেন আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা।

---

13. "নৈতিক ভেষজ শ্বরবাদ" হল একটি উক্তি, যেটি শুরু করেছিলেন ক্রিস্টিয়ান স্মিথ এবং মিলিন্ডা লান্ডকুইষ্ট ডেন্টন, একবিংশতি শতাব্দীর শুরুর দিকে মার্কিনী কিশোর কিশোরীদের, এবং পরিণাম স্বরূপ ঈশ্বর সম্পর্কে অত্যাধুনিক মানুষগণ কেমন চিন্তা করে, সেই সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো বর্ণনা করার জন্য। Smith and Denton, Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers (New York: Oxford University Press, 2005).

তখন, বিশ্বাস উত্তম কার্য্য সাধন করে। উত্তম কার্য্য আমাদের পরিত্রাণ দেয় না – পরিত্রাণের কাছেও নিয়ে যায় না। তা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্বাসের কারণে আমাদের মধ্যে থেকে উত্তম কার্য্য বয়ে যেতে থাকে। আমাদের জীবনে যদি কোনো প্রভেদ হয় নি, তাহলে এমন বলা অসম্ভব যে, আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছি এবং আমাদের মধ্যে সত্য বাইবেল সংক্রান্ত বিশ্বাস আছে। বাইবেল প্রচার করা হয়ে থাকে এই বিষয়ের উপরে। আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি অনুগ্রহের দ্বারা, কিন্তু আমাদের বাস্তব চরিত্রে এবং বর্তমান ব্যবহারে যদি প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুই ঘটছে না, তাহলে কোনো প্রকৃত বিশ্বাস আমাদের নেই। কারণ যখন অনুগ্রহ পরিচালিত করে বিশ্বাসের দিকে, তখন বিশ্বাস পরিচালিত করে কার্য্যের দিকে। "কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি" (ইফিষীয় ২.১০)।

খ্রীষ্টিয়ানগণ হল ঈশ্বরের হাতের কাজ। "তিনি যা করেছেন," অথবা "হাতের কাজ" কথাটির জন্য গ্রীক শব্দ হল *পৈয়েমা।* এটি ইংরাজি "পোয়েম" (কবিতা) কথাটির মূল শব্দ। খ্রীষ্টিয়ানগণ হল ঈশ্বরের অনন্য *পৈয়েমা* – ঈশ্বরের শিল্প কলা। কলা হল সুন্দর, কলা হয় মূল্যবান, আর কলা হল শিল্পীর অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। পৌলের কাছে এমন বলার কি অর্থ ছিল যে, খ্রীষ্টিয়ানগণ হল ঈশ্বরের শিল্প কলার কাজ? খ্রীষ্টে আমরা দেখতে সুন্দর, মূল্যবান বলে বিবেচিত, এবং আমাদের স্বর্গীয় শিল্পী, আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে প্রকাশ করার জন্য সৃষ্ট।

যাইহোক, আমরা হলাম শিল্প কলার কাজ যেটি পাপের দ্বারা বিকলাঙ্গ ও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। আপনি কি কখনো উৎকৃষ্ট শিল্প কলার কাজ দেখেছেন যেটি বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছে – এক উৎকৃষ্ট শিল্পীর বৃহৎ রচনার বিকৃত হয়ে যাওয়া শিল্প কাজ? একই ভাবে শিল্প কাজের মূল সৌন্দর্য যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেটি আরও অধিক দুঃখের বিষয় হয়ে থাকে। যদি কোনো শিশু রঙ্গিন চক পেন্সিল নেয় আর রান্নাঘরের তাকে হিজিবিজি কিছু এঁকে দেয় তাহলে সেটি খারাপ দেখায়। কিন্তু আরও অধিক খারাপ হবে যদি চারু শিল্পের কোনো শত্রু লিওনার্দো দা ভিঞ্চির *মোনা লিসার* উপরে রং ছিটিয়ে দেয়াল চিত্র এঁকে দেয়। যেটি বিকৃত

করা হয়েছে সেটির মহত্ব এবং সেটি কত দুর্লভ, সেই বিষয়গুলির উপরে নির্ভর করে ক্ষতির পরিমাণ এবং আমাদের কাজের ভয়াবহতা।

বহু বৎসর পূর্বে আমি রোম যাওয়ার এক সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম সাধু পিতর বাসিলিকা *পিয়েতা* দেখার জন্য। আমি জানতাম যে মর্মর পাথরের একটি মাত্র খণ্ড থেকে মাইকেলএঞ্জেলো দ্বারা এটি খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল (একমাত্র এই পাথর খণ্ডের উপরে মাইকেলএঞ্জেলো ব্যক্তিগত ভাবে হস্তাক্ষর করেছিলেন), তাই আমি চেয়েছিলাম আমি নিজেই এটিকে ভাল করে দেখবো। আমি হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম যে সাধারণ দর্শকদের থেকে এটিকে যথেষ্ট দূরে রাখা হয়েছিল, দড়ির পিছনে ছিল আর এমন ভাবে সুরক্ষিত ছিল যেন বন্দুকের গুলিও সেখানে পৌঁছাতে না পারে। কেন এই সাবধানতা? কারণ ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে, পঞ্চাশত্তমীর রবিবারে, মানসিক ভারসাম্যহীন একজন ভূতত্ত্ববিদ, নিজেকে যীশু বলে দাবী করে, একটি হাতুড়ি নিয়ে এই মূর্তিটির উপরে চড়াও হয়েছিল। উড়তে থাকা মর্মর পাথরের ভাঙ্গা টুকরোগুলো দর্শকরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেই টুকরোগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু মরিয়মের নাক সহ কিছু কিছু টুকরো ফেরৎ দেওয়া হয় নি। কলা জগতের মানুষদের সঙ্গে ইটালি নিবাসীরা মর্মাহত হয়েছিল। এটির মূল সৌন্দর্যে কিভাবে পুনরায় এটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে? সারা বিশ্বে খোঁজ করা হল অতি দক্ষ কারিগরের, যে এটিকে পুনঃস্থাপিত করতে পারবে। বহু সময় ব্যয় করে, দক্ষতা, জ্ঞান, পরিশ্রম, এবং একাগ্রতার দ্বারা এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল।[14] খুব অল্প কিছু মানুষ বুঝে উঠতে পারতো যে, এটি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ঈশ্বর যে সকল ব্যক্তিকে অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ দেন, সেই সকল ব্যক্তির প্রতি তিনি এমনটিই করেন। আমরা হলাম তাঁর শিল্প কাজ,

14. *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার একটি প্রবন্ধ একদল সাংবাদিকদের বর্ণনা করেছে, যাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এই পুনঃস্থাপিত ভাস্কর্য জনসাধারণের দ্বারা দেখার পূর্বে, তাদের দ্বারা কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার। "কেবল মাত্র কাছ থেকে দেখা যায় এমন হালকা রেখা ব্যতীত, ক্ষতিগ্রস্ত অবগুন্ঠন, চোখের অঞ্চল, নাক, বাহু এবং হাতের পুনর্গঠন করা ছিল নিখুঁত। মেরামত করা অংশের সঙ্গে ভাস্কর্যের উপরিভাগের মর্মর পাথরের রঙে কোনো দৃশ্যমান প্রভেদ ছিল না। দেয়োক্লেসিয়ো রেডিগ ডি ক্যাম্পাস বলেছিলেন, 'আমরা কাজ করেছিলাম দাঁতের চিকিৎসকদের মতো।'" Paul Hoffman, "Restored Pieta Show; Condition Near Perfect" New York Times, January 5, 1973, https://www.nytimes.com/1973/01/05/archives/restored-pieta-shown-condition-near-perfect-marks-on-marys-cheek.htm

তাঁর প্রিয় মহৎ রচনা, এবং আমাদের জীবনে পাপের ক্ষতিকে তিনি শেষ পরিণতি হতে দেবেন না। আমাদের মূল্য প্রমাণ করার জন্য, ঈশ্বর না কেবল আমাদের যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে পুনর্নির্মাণ করেন, কিন্তু সেটি ছাড়াও তাঁর জগতে তিনি আমাদের কাজ করতে দেন। এই কাজটি আমরা করি কারণ তিনি পুনরায় আমাদের নির্মাণ করেছেন। যখন আমরা আমাদের অস্থির মধ্যে এটিকে গভীর ভাবে বুঝতে পারি, তখন আমরা আর কখনোই বলতে পারবো না যে, আমাদের উত্তম কাজগুলি আমাদের পরিত্রাণ দেয়। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যেটি করেছেন, আমাদের উত্তম কাজগুলি হয় সেটির উপজাত দ্রব্য।

অনুগ্রহ সমীকরণ সম্পর্কে পৌলের অনুচ্ছেদের ইউজিন পিটারসন দ্বারা করা এই ভাষান্তরের আমি প্রশংসা করি:

> এখন এই জগতের এবং পরবর্তী জগতের সর্বকালের জন্য, আমরা সেখানে আছি যেখানে ঈশ্বর আমাদের রাখতে চেয়েছেন, যেন খ্রীষ্ট যীশুতে তিনি আমাদের উপরে সকল অনুগ্রহ বর্ষণ করতে পারেন। তাঁর সকল ইচ্ছা এবং তাঁর সকল কাজ হল পরিত্রাণ দেওয়া। আমাদের কাজ হল তাঁকে যথেষ্ট ভাবে বিশ্বাস করা, যেন তিনি এটি করতে পারেন। আমরা বৃহৎ ভূমিকা পালন করি না। যদি আমরা তা করতাম, তাহলে আমরা চারিদিকে গর্ব করে বলে বেড়াতাম যে, সম্পূর্ণ কাজটি আমরাই করেছি। না, না আমরা এই কাজটি করি আর না আমরা নিজেদের পরিত্রাণ দিই। সৃষ্টি করা এবং পরিত্রাণ করা, এই উভয় কাজই ঈশ্বর করে থাকেন। তিনি খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা আমাদের সৃষ্টি করেন, যেন তিনি যা করেন সেটিতে আমরা যোগদান করি, আমাদের করার জন্য যে উত্তম কাজটি তিনি প্রস্তুত করেছেন, যেটি করলেই আমরা ভাল করবো (ইফিষীয় ২:৭-১০)।

> ঈশ্বর খ্রীষ্টে আমাদের রক্ষা করেন দণ্ডাজ্ঞা, বিচার ও নরক থেকে।
> ঈশ্বর খ্রীষ্টে আমাদের মুক্ত করেন, আর আমরা পূর্ণ রূপে পুনর্মিলিত হই।
>
> ঈশ্বর খ্রীষ্টে আমাদের ধার্ম্মিক গণিত করেন, আর যেটি বেঠিক সেটিকে সঠিক করে দেন।
>
> ঈশ্বর খ্রীষ্টে আমাদের পুনঃনির্মাণ করেন, আর আমরা পুনর্জন্ম লাভ করি।

ঈশ্বর খ্রীষ্টে আমাদের তাঁর পরিবারে দত্তক নেন।

আমরা এই জন্য পরিত্রাণ লাভ করি না যে আমরা কোন ধর্মমতে বিশ্বাস করি। আমাদের উত্তম বিশ্বাসের কারণে আমরা পরিত্রাণ লাভ করি না। আমরা এই জন্য পরিত্রাণ লাভ করেছি যে, বাইরের থেকে কোনো কিছু – অথবা আরও ভাল ভাবে বলতে গেলে, বাইরে থেকে *কেউ* আমাদের কাছে এসেছেন। আমাদের এমন ভাবে পুনর্নির্মিত করা হয়েছে যে এটিকে যে সর্বোত্তম রূপে বর্ণনা করা যায় বলে সুসমাচারের লেখকগণ মনে করেছেন, সেটি হল এটিকে নূতন ভাবে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে তুলনা করা। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এটিকে বর্ণনা করেছেন, একটি গর্ত থেকে আমাদের তুলে নেওয়া রূপে। আমরা ছিলাম দাসত্বে, আর এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমরা এখন আর ভয়ের দাসত্ব করি না। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে গিয়েছি। পূর্বে আমরা ঈশ্বরের পরিবারের বাইরে ছিলাম, আর এখন আমরা রক্তের সম্পর্কের দ্বারা ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হয়েছি। পিতা ঈশ্বরের সামনে আমরা ধার্ম্মিক গণিত হয়েছি, যার অর্থ হল সকল কিছু ঠিক করা হয়েছে।

আসুন আমরা যেন সেই পরিত্রাণ কখনো ভুলে না যাই, যেটি আসে বাইরের থেকে, আমাদের ভিতর থেকে আসে না। আমাদের এই জন্য পরিত্রাণ দেওয়া হয় না যে আমরা উত্তম ব্যক্তি, কিন্তু এই জন্য আমাদের পরিত্রাণ দেওয়া হয় যে, ঈশ্বর হলেন উত্তম। এই হল পরিত্রাণ। ঈশ্বর আমাদের জন্য এমন কিছু করেন, যা আমরা নিজেদের জন্য করতে পারি না। এই হল পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ।

এখন আমরা আসি এই বিষয়ে যে, খ্রীষ্টে নুতন জীবন করা এই সেরা শিল্পকর্মটি পবিত্রকারী অনুগ্রহ দানের দ্বারা কি হতে পারে।

জীবন

পবিত্রকারী অনুগ্রহের *মাধ্যমে, পবিত্র আত্মা আমাদের শক্তি প্রদান করেন, পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের দ্বারা শক্তিশালী করা জীবন যাপন করতে।*

রক্ষাকারী অনুগ্রহের *মাধ্যমে, পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, এক বিশ্বস্ত ও অনুশাসনের জীবন ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম করার জন্য।*

পর্যাপ্ত অনুগ্রহের *মাধ্যমে, আমাদের দুর্বলতায় ঈশ্বরের শক্তি পূর্ণ রূপে কার্য্যকর হয়।*

৪

পবিত্রীকৃত অনুগ্রহ

আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক। যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনি তাহা করিবেন।

– ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩–২৪

জন ওয়েসলি এর অনুসারে, শাস্ত্রে যে চারটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ পাওয়া যায় সেগুলি হল, মৌলিক পাপ, বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়া, নূতন জন্ম, এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ পবিত্রতা।

ধার্মিক গণিত হওয়া ছিল প্রটেস্টান্ট সংস্কারকদের একটি মুখ্য বিষয়, যেটি এসেছিল ওয়েসলি এর প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে। মার্টিন লুথার সহ এই সংস্কারকগণ ঘোষণা করেছিলেন যে, কেবল মাত্র বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক গণিত হই।[1] ধার্মিক গণিত হওয়ার আবশ্যকতা সম্পর্কে ওয়েসলি দৃঢ় রূপে নিশ্চিত করেছিলেন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাইবেল মতবাদ সংক্রান্ত তাঁর তালিকাতে নূতন জন্ম

1. ধার্মিক গণিত হওয়া হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে আসা, যার মাধ্যমে আমাদের পাপের ক্ষমা হয় এবং সকল অপরাধ থেকে আমাদের মুক্ত করা হয় ক্রুশে যীশুর প্রায়শ্চিত্তকারী বলিদান মৃত্যুর দ্বারা। দেখুন ৩ অধ্যায়ে “পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ।”

যুক্ত করে তিনি এই মৌলিক ধারণা অবগত করাচ্ছিলেন যে, ক্রুশ এবং পুনরুত্থান নির্ণায়ক রূপে আমাদের পাপের ও যে মূল সমস্যা আমাদের পাপের দিকে পরিচালিত করে, সেগুলির মুকাবিলা করে। অতএব, ওয়েসলি এর জন্য, নূতন জীবন হল পবিত্র জীবনের – অথবা আমরা যেটিকে "পবিত্রীকরণ" বলি, সেটির আরম্ভ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা পাপের প্রকৃতি ও আমাদের জগতে এবং আমাদের জীবনের উপরে পাপের ক্ষতিকারক প্রভাবের বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম বটে, কিন্তু পাপের উৎস কোথায়? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পাপের উৎস কোথায়?

বাইবেল বলে পাপের উৎপত্তি হয় আমাদের জন্মগত প্রকৃতি থেকে। "সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম, এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম" (ইফিষীয় ২:৩; গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)। এই পদটি দুইটি মুখ্য কথার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে, যেগুলিকে প্রায়ই ভুল বোঝা হয়ে থাকে এবং ভাল ভাবে বোঝার জন্য যেগুলিকে উন্মোচন করা আবশ্যক।

প্রাকৃতিক ভাবে

নূতন নিয়মে তাঁর সকল পত্রে, পৌল স্পষ্ট রূপে শিক্ষা দেন যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে অবাধ্যতা ও পাপের স্বভাব নিয়ে (রোমীয় ৭.১৮, ৩৫; ইফিষীয় ২.১–৩; কলসীয় ৩.৫)। আমরা পাপ করতে শিখি এমন নয়। কাউকে আমাদের পাপ করতে শেখাতে হয় না। "১০১টি পাপ" নামে কোনো পাঠ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এটি স্বভাবত ভাবে এসে যায়, আর আমরা এটিতে সুদক্ষ। এখন এটি কোনো জনপ্রিয় ধারণা নয়, আর কখনোই তেমন ছিল না।

চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে, পেলাগিয়াস ছিলেন একজন আয়ারল্যান্ড দেশীয় সাধু, পরবর্তী কালে যিনি রোমের একজন নাগরিক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ছোট শিশুদের মধ্যে কোনো পাপের স্বভাব থাকে না কিন্তু যখন তাদের বয়স কম থাকে তখন তারা মন্দ দৃষ্টান্ত থেকে পাপময় হতে *শেখে।* পেলাগিয়াস যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আমরা নিরপেক্ষ প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি, এবং শিশুরা ভাল অথবা মন্দ হয় অধিকতর রূপে তাদের সামনে উপস্থিত আদর্শের কারণে।

সুতরাং, পেলাগিয়াস এর অনুসারে, পাপ হল ইচ্ছাকৃত ভাবে করা কাজ, আর যদি আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাহলে আমরা পাপ না করে অতি উত্তম জীবন যাপন করতে পারি।

পেলাগিয়াস জীবিত ছিলেন, অপর একজন প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদ, হিপ্পোর আগস্তিন এর সময়কালে, যাকে পশ্চিম অঞ্চলের মণ্ডলীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী খ্রীষ্টিয়ান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একজন বলে বিবেচনা করা হতো। আমাদের আত্মিক আদি পিতা মাতা থেকে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত মৌলিক পাপের অস্তিত্ব, এবং সেটির দুর্বল করে দেওয়া প্রভাব সম্পর্কে উত্তর আফ্রিকার বিশপ বিস্তারিত ভাবে লিখেছিলেন।

পেলাগিয়াস এর ধারণার বিপক্ষে, সেটিকে শাস্ত্র ও সাধারণ জ্ঞানের বিরুদ্ধ বলে, আগস্তিন শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়েছিলেন, এবং পেলাগিয়াসকে ধর্মবিরোধী হওয়ার দোষারোপ করে, মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করার জন্য তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। যদিও তাঁকে মণ্ডলী দ্বারা মতবিরোধী শিক্ষার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু পেলাগিয়াসবাদী আজকের দিনেও মণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত এবং যথেষ্ট ভাবে গৃহীত আছে।

নিউ ইয়র্ক শহরে যখন একবার গিয়েছিলাম, সেই সময়ে আমার স্ত্রী ও আমি *উইকেড* (দুষ্ট) নামক এক অভিনয় দেখেছিলাম, যেটি পশ্চিমের উইচ অফ দি ওয়েস্ট (*উইজার্ড অফ ওজ* [ওজ এর মায়াবী] এর সমান বিখাত) এলফাবা এর এবং উত্তর অঞ্চলের উত্তম ডাকিনী গ্লিন্ডার সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কাহিনী বলে। এই কাহিনীটি বর্ণনা করে কিভাবে প্রতিটি স্ত্রীলোক তার পরিচয় প্রাপ্তির জন্য সংঘর্ষ করে, কিন্তু – কেবল মাত্র তাদের জীবনের পরিস্থিতির কারণে অবশেষে এলফাবা ঠিক করেছিল যে সে মন্দ হবে, আর গ্লিন্ডা ঠিক করেছিল যে সে ভাল হবে। এলফাবার জীবনে মন্দ ঘটনা ঘটেছিল, তাই সে হয়ে গিয়েছিল মন্দ; গ্লিন্ডার জীবন সঠিক ছিল, তাই সে হয়ে গিয়েছিল উত্তম। এটি ছিল কেবল মাত্র একটি কাল্পনিক সংগীত অনুষ্ঠান, কিন্তু অগণিত আধুনিক মানুষ পাপ সম্পর্কে এমনটিই মনে করতে চায়।

যীশু অবশ্য, এর সঙ্গে একমত নন: "কিন্তু যাহা যাহা মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা অন্তঃকরণ হইতে আইসে, আর তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। কেননা অন্তঃকরণ হইতে কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন,

চৌর্য্য, মিথ্যা-সাক্ষ্য, নিন্দা আইসে" (মথি ১৫.১৮-১৯)। হৃদয় হল সেই উৎস, যেটি মানুষকে অশুচি করে, পাপ আসে হৃদয় থেকে।

আপনি দেখবেন একটি ছোট শিশু, ভাল করে সে হাঁটতেও পারে না। সেই সময়ে তারা যা করে, কেন তারা তেমন করে? কেন তারা স্বার্থপর হয়? তারা যা চায় সেটি না পেলে কেন তারা বদমেজাজ দেখায়? এক শিশু তার লালন পালনের কারণে পাপী হয় না। তারা এত বড় হয়ে যায় নি যে তাদের দেখা দৃষ্টান্তগুলির কারণে তারা প্রভাবিত হবে। এক শিশু পাপী হয় কারণ পাপ আসে হৃদয় থেকে – এটি অন্তর্জাত হয়ে থাকে। স্বার্থপর হওয়া তাদের শেখাতে হবে না – তারা স্বভাবতই তেমন ব্যবহার করবে। একজন মানুষের ভীতরে যা থাকে, পাপ হল সেটিরই বহিঃপ্রকাশ। দায়ূদ এই স্বীকারোক্তি করেছিলেন: "দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন" (গীতসংহিতা ৫১.৫)। এটিই হল মৌলিক পাপের অভিজ্ঞতার বিষয়।

ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে এটিকে কেমন দেখায়? প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে, আর ঈশ্বর হলেন পবিত্র ও উত্তম। মূলত যেমন ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই ভাবে মানবজাতি স্বর্গীয় প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করেছিল, যদিও সেই পবিত্রতা ও উত্তম হওয়ার উৎস আমরা স্বয়ং ছিলাম না – তিনি ছিলেন অনন্তকালীন ত্রিত্ব ঈশ্বর। উইলিয়াম গ্রেটহাউস এবং রে ডানিং যেমন ব্যাখ্যা করেছেন : "একমাত্র ঈশ্বর হলেন নিশ্চিত রূপে পবিত্র। আমরা তখনই পবিত্র হই যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে থাকি এবং তাঁর পবিত্র করার আত্মায় পূর্ণ থাকি।" সুতরাং, পতনের সময় পাপের আরম্ভ থেকে পরবর্তী পরিণাম পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আমাদের আবশ্যক প্রকৃতি অক্ষত থাকে, যদিও ঈশ্বরের নৈতিক প্রতিমূর্তি চুরমার হয়ে যায়।[2] গ্রেটহাউস ও ডানিং

2. *ইমেজ দেই* হল "ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি" কথাটির ল্যাটিন অনুবাদ। যদিও পতনের ফলে মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের নৈতিক প্রতিমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবুও ঈশ্বরের আবশ্যক প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত প্রতিটি মানুষের মূল্যকে সংরক্ষিত করে রাখে। ডায়ানা লেক্লার্ক উল্লেখ করেছেন যে, নাসরতীয় ধর্মতত্ত্ববিদ মিলড্রেড ব্যাংস উইনকুপ, জন ওয়েসলি এর এই শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত : "মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির সংজ্ঞা করেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে, অন্যান্যদের সঙ্গে নিজের সঙ্গে এবং এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেম করার ক্ষমতা রূপে।" LeClerc, Discovering Christian Holiness: The Heart of Wesleyan-Holiness Theology (Kansas City: MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 2010), 312. Also, see the final section of this chapter, "Defining Entire Sanctification."

ক্রমশ বললেন, "*আবশ্যক রূপে* মানুষ হল উত্তম, সে এমন এক ব্যক্তি যাকে ঈশ্বরের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। *অস্তিত্বের দিক* থেকে মানুষ হল পাপময়, এক বিদ্রোহী, যাকে ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং সুতরাং সে ভ্রষ্ট।"[3] আবশ্যক রূপে উত্তম, অস্তিত্বের দিক থেকে বিদ্রোহী। এই হল মৌলিক পাপ।

জন্মগত ভাবে আমাদের একটি প্রকৃতি থাকে। এটি আমাদের মধ্যে রোগাক্রান্ত পিত্তথলীর মতো কোনো "সামগ্রী" নয়, যেটিকে কেটে বার করে দিতে হবে। এটি হল অহংকার ও আত্ম-কেন্দ্রিক হওয়ার প্রতি আমাদের মনোভাব। এটি হল হিংস্র হওয়া, অহংকার করা, আত্ম-তুষ্ট হওয়া এবং আত্ম-সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের জন্মগত প্রবণতা। এটি হল স্পষ্ট রূপে অতি প্রবল আত্মমগ্নতা - যার অর্থ হয় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পাপ থাকা, যেটি খারাপ কোনো মুহূর্তে আমাদের করা কয়েকটি অবিবেচনার কাজ অপেক্ষা আরও অধিক কিছু; এটি হয় প্রথম আজ্ঞার উলঙ্ঘন করা (যাত্রাপুস্তক ২০.২), এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করতে অক্ষম হওয়া। এন টি রাইট আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঠিক কতটা গভীরে আমরা ডুবে আছি:

> মানবজাতি ঈশ্বরের নৈতিক ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছে, সৃষ্টিকর্তাকে অসন্তুষ্ট করেছে এবং তাঁকে অসম্মান করেছে, এগুলি যদিও সত্য কিন্তু তবুও মানুষের দুর্দশা চিহ্নিত করা এতটা সহজ নয়। এই ব্যবস্থা ভঙ্গ করা হল আরও ভয়ংকর ব্যাধির লক্ষণ। নৈতিকতা হল গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটিই সম্পূর্ণ কাহিনী নয়। যে মানবজাতিকে সৃষ্টির মধ্যে এবং সৃষ্টির উপরে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, তারা তাদের বৃত্তি সম্পূর্ণ রূপে উল্টে দিয়েছে, তারা সৃষ্টির অন্তর্বর্তী শক্তি ও ক্ষমতার উপাসনা করেছে এবং সেগুলির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছে। এরই নাম হয় প্রতিমাপূজা করা। এর পরিণাম হয় দাসত্ব এবং অবশেষে মৃত্যু।[4]

---

3. Greathouse and Dunning, An Introduction to Wesleyan Theology (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1982), 52. They go on to detail the historical meaning of original sin (Romans 5.12–21) and the existential meaning of original sin (Romans 7.14–25), 53–54. The Wesleyan perspective of original sin is different from the Calvinist doctrine of total depravity.

4. N. T. Wright, The Day the Revolution Began: Reconsidering the Meaning of Jesus's Crucifixion (New York: HarperCollins Publishers, 2016), 76–77.

আমাদের সম্পর্কে কুখ্যাতি অপেক্ষা আরও বহু কিছু আছে। আমাদের স্বভাব হল পতিত হওয়ার। পাপের পরিস্থিতি থেকে - আমাদের মৌলিক পাপ এবং আমাদের দ্বারা করা পাপ থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ আবশ্যক। এই জন্য আমাদের ধার্মিক গণিত হওয়া এবং পবিত্রীকৃত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের এক জন ব্যক্তি রূপে পুনরায় গঠিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং আমাদের হৃদয়ের সম্পূর্ণ সংস্কার গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এই কারণে ওয়েসলি আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ পবিত্রতার উপরে সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের পাপের ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া, খ্রীষ্টে জীবিত হওয়া, এবং বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের হৃদয়কে শুচি করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এর পরিণাম হবে ঈশ্বরের যে প্রতিমূর্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি, সেটি পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া।

বিশ্বাসের কার্য্য

যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নূতন নিয়মের লেখাগুলি – বিশেষত প্রেরিত পৌলের লেখাগুলি – প্রায়ই মৌলিক পাপে বিপর্যয়কর পতনকে “মাংসের কার্য্য” রূপে উল্লেখ করে। এখানে “মাংস” কথাটি এসেছে একটি গ্রীক শব্দ *সারক্স* থেকে।[5] এটিকে আমরা যেন দেহ রূপে ভুল না বুঝি, যে মাংসকে আত্মিক অর্থে ব্যবহৃত হয় আত্ম–কেন্দ্রিক মনোভাব উল্লেখ করার জন্য, যেটি অসম্ভব আত্ম–প্রেমের “আমিত্বকে” তৃপ্ত করতে চায়, যে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ না করে নিজের জন্য জীবন যাপন করে।[6] মার্টিন লুথার – এবং তাঁর পূর্বে আগস্তিন – এটিকে চিত্র রূপে বর্ণনা করেছেন “নিজের মধ্যে ক্ষোদিত”

5. খ্রীষ্টিয়ান জীবনের একটি দুই–প্রকৃতির মতবাদের ভূমিকা করা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্য্যন্ত একটি বহু জনপ্রিয় বিধান সংক্রান্ত ধারণা দিয়ে, যেটির সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল, সুসমাচারের অসংখ্য উল্লেখযোগ্য প্রচারক ও শিক্ষক সহ, সুসমাচারের বহু প্রচারকদের উপরে। এটি নূতন নিয়মের প্রথম অনুবাদ সমিতিকে (১৯৭৫) পরিচালিত করেছিল নিউ ইনটারন্যাসনাল ভার্সন যেন “মাংস” (সারক্স) কথাটিকে “পাপময় প্রকৃতি” বলে অনুবাদ করে। ডানিং উল্লেখ করেছেন, গ্রেটহাউস পরে প্রস্তাব করেছিলেন যে, “মূল গ্রীক শব্দের বিশ্বস্ত ব্যাখ্যার ভিত্তি রূপে [অনুবাদের এই সংস্করণকে” ব্যবহার করা বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব ছিল।” এন আই ভি এর ২০১১ খৃষ্টাব্দের অনুবাদ সমিতি এই অনুবাদকে “মাংস” রূপে সংশোধিত করেছে। Dunning, Pursuing the Divine Image: An Exegetically Based Theology of Holiness (Marrickville, New South Wales: Southwood Press, 2016), Kindle Location 786.

6. Greathouse and Dunning define the flesh as "'I' living for myself." Greathouse and Dunning, An Introduction to Wesleyan Theology, 53.

(*ইনকারভাতুস ইন সে*) বলে। নিজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা সম্পর্কে লুথার যে মানসিক চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেটি গভীর ভাবে ধ্যান করুন : "প্রথম পাপের দ্বারা ভ্রষ্ট হওয়া আমাদের প্রকৃতি, নিজেরই উপরে এতটাই গভীর ভাবে ক্ষোদিত হয়েছে যে, (ধার্মিক ও কপটীদের মধ্যে যেমন প্রতিপন্ন হয়ে থাকে), এটি কেবল ঈশ্বরের সর্বোত্তম দানগুলিকে নিজের দিকে টেনে নেয় ও সেগুলিকে নিজেই উপভোগ করে, অথবা বরং এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরকে ব্যবহার করে থাকে এই সকল অনুগ্রহ দানের জন্য এমন নয়, কিন্তু এ ছাড়াও এটি অনুভব করতে অক্ষম হয় যে, এটি এমন দুষ্টতার সঙ্গে, বাঁকা পথে, এবং হিংস্র হয়ে সকল কিছুই, এমন কি ঈশ্বরকেও চায়, তার নিজের স্বার্থে।"[7]

পৌল কি বললেন, "আমার ইচ্ছা উপস্থিত বটে, কিন্তু উত্তম ক্রিয়া সাধন উপস্থিত নয়" (রোমীয় ৭.১৮) সমস্ত হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরকে প্রেম করা ও তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য তিনি তাঁর মাংসে দুর্বলতার উল্লেখ করলেন। এই "আমিত্বের" দাসত্ব তিনি করছিলেন এবং আমরাও করি, যেটি চায় যেন আমরা তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করি। গালাতীয়দের প্রতি তাঁর পত্রে পৌল এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত করেছেন যে, আত্মার বিরুদ্ধে মাংস অভিলাষ করতে থাকে : "কেননা মাংস আত্মার বিরুদ্ধে, এবং আত্মা মাংসের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে, কারণ এই দুইয়ের একটী অন্যটীর বিপরীত, তাই তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহা সাধন কর না।" (গালাতীয় ৫.১৭)। এরপর তিনি স্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করার জন্য, আত্মার ফলগুলির বিপরীতে (১৯-২৩ পদ), মাংসের কাজগুলি ও যে মনোভাব মাংসের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেগুলির দৃষ্টান্ত দিলেন। তারপর সেটি স্পষ্ট রূপে বোঝানোর জন্য, পৌল এই প্রবল ধাক্কাটি দিলেন : "কারণ মাংসের ভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি" (রোমীয় ৮.৬)। আমার দ্বারা করা ভাষান্তর এই প্রকার: *হয় আমরা মাংসের কুকাজগুলি ধ্বংস করবো, অথবা সেগুলি আমাদের ধ্বংস করবে। এই হল মাংসের অনিয়ন্ত্রিত বল।*

বাইবেল অনুসারে মাংসের ধারণাকে সাধারণত বহু বৎসর যাবৎ ভুল বোঝা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, কেউ কেউ মনে করে যে, মাংস ও আত্মা, দেহ ও প্রাণের সঙ্গে সমন্বয়যুক্ত এবং "মাংস" উল্লেখ করে আমাদের

7. Martin Luther, Lectures on Romans, WA 56.304.

দেহের চামড়াকে।[৪] এর ফলে, কেউ কেউ চালিত হয়েছে এই বিশ্বাস করার দিকে যে, মাংস যদি পাপ ও মন্দের উৎস হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পার্থিব দেহগুলি অবশ্যই গঠনমূলক ভাবে মন্দ হবে। অতএব, এই ধারণা যেদিকে পরিচালিত করে সেটি হল, আমাদের জীবনের শারীরিক বিষয়গুলিকে রোধ করতে হবে, সমর্পণ করার জন্য আমাদের দেহকে প্রহার করতে হবে, এবং আমাদের দেহকে যেন কোনো আনন্দ অথবা তৃপ্তি না দেওয়া হয়।[৭] যদিও এটিকে কিছুটা চরম বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যখন পাপের শ্রেণীবিন্যাস সৃষ্টি করা হয়, যেমন দেহের পাপ এবং আত্মার পাপ, এবং যখন আমরা এই ধারণাটি এগিয়ে নিয়ে যাই যে, একটি পাপ অপর পাপ থেকে অধিক মন্দ হয় (উদাহরণ স্বরূপ, পরচর্চা করা অথবা তিক্ততা পোষণ করা অপেক্ষা যৌন পাপ অবশ্যই অধিক মন্দ; আবার মত্ততা নিশ্চয়ই অহংকার অথবা জাতিবিদ্বেষ অপেক্ষা অধিক মন্দ), তখন এটি কিছুটা কার্য্যকর হয়। তাহলে, যদি কেউ দেহ সংক্রান্ত কোনো পাপ করে – যেটিকে "নশ্বর" পাপ বলে বিবেচনা করা হয় – তখন এটি প্রায় ক্ষমাহীন হয়ে থাকে, কিন্তু আত্মা সংক্রান্ত পাপগুলিকে ঝেড়ে ফেলা হয় এই যুক্তি দেখিয়ে যে, "কেউই সঠিক নয়।" আমরা যদি একথা ছেড়েও দিই যে, পৌল সকল পাপকে সম্মিলিত ভাবে একটিই শ্রেণীতে রাখেন (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন গালাতীয় ৫.১৬–২১ : প্রতিমাপুজা এবং বিবাদ এই উভয়কেই "মাংসের কার্য্য" রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে), তবুও এই ভাবে পাপকে পৃথক করা ও পাপের শ্রেণীবিন্যাস করা হল শাস্ত্রের পবিত্রতাকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুল বোঝা।

স্পষ্টত, মানব দেহ কোনো মন্দ বস্তু নয়। যতই হোক, মানব দেহ সৃষ্টি করেছিলেন ঈশ্বর এবং তারপর তিনি যীশুতে মানব দেহ ধারণও করেছিলেন। পৌল যখন মানব দেহের উল্লেখ করতে চেয়েছেন, তখন

---

৪. "মাংস" এবং "দেহ" নূতন নিয়মে এই দুইটি হল ভিন্ন শব্দ : সারক্স ও সোমা।

৭. জ্ঞানবাদীদের অধিকাংশ ধর্মবিরোধীতা হয়ে থাকে দেহের পরিপ্রেক্ষিতে মাংসের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার উপরে ভিত্তি করে। বিমূর্ত চরম প্রাণ সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ধারণা আজকের দিনেও কোনো কোনো মানুষকে পরিচালিত করে দেহকে ঘৃণার সঙ্গে দেখতে এবং দেহবিহীন অনন্তকালীন প্রাণের মরণশীলতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে। অবশ্য এই ভ্রান্তি, শারীরিক ভাবে পুনরুত্থিত হওয়ার বিষয়ে বাইবেলের মতবাদের বিপরীত। প্রচলিত এই ভ্রান্ত ধারণার সমাধান করার জন্য প্রাচীনতম খ্রীষ্টিয়ান ধর্মমতগুলি শারীরিক পুনরুত্থানের উপরে কম গুরুত্ব দিত (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "আমরা দেহের পুনরুত্থানে, এবং অনন্তজীবনে বিশ্বাস করি" প্রেরিতদের ধর্মমত)।

যেমন তিনি কেবল মাত্র রোমীয়দের প্রতি পত্রেই তেরো বার করেছেন, তেমনি ভাবে তিনি সাধারণত গ্রীক শব্দ *সোমা* ব্যবহার করেছেন, *সারক্স* ব্যবহার করেন নি। *সোমা* কথাটির অর্থ হতে পারে হয় মানুষের পার্থিব দেহ অথবা একজন মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যেমন আছে রোমীয় ১২.১ পদে: "তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর," যেটি আমাদের দেহ সহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে পবিত্র করার জন্য একটি আহ্বান।

তাহলে মাংস মানে কি, আর কেনই বা পবিত্রীকরণের অনুগ্রহ আবশ্যক হয়? মাংস হল, যীশুর নেতৃত্বের অধীনে না নিয়ে এসে, আমাদের নিজস্ব দেবতা হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের (দেহ, মন, এবং আত্মার) আকার। এটি হল আমাদের ব্যক্তিত্বের পাপময় দিক, যেটি চায় যেন যীশুর উপরে নির্ভর না করে আমরা – আমাদের নিজস্ব রাজা ও মুক্তিদাতা হওয়ার জন্য, ঈশ্বরের থেকে স্বাধীন রূপে জীবন যাপন করি। পরিত্রাণকারী অনুগ্রহের পূর্বে, আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সম্পূর্ণ রূপে মাংসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকি। আমাদের থাকে একটি পাপময় প্রকৃতি – একটি মনোবাসনা, যেটি বিশ্বাস করে যে আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিত্রাণ করতে পারি, আর যেটি মাংসিক মনের অধীন থাকে। কিন্তু আমাদের ধার্মিক গণিত হওয়ার (পাপের ক্ষমা হওয়ার) এবং পুনর্জন্ম (নূতন জন্ম) হওয়ার মুহূর্তে, আমাদের দেওয়া হয় পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দান।[10] ওয়েসলি পন্থী পবিত্রতার মানুষগণও এটিকে "প্রাথমিক পবিত্রীকরণ" বলে উল্লেখ করে থাকে, কারণ আমাদের সেটি দেওয়া যায় না যেটি হল পবিত্র – অর্থাৎ যীশুর আত্মা – এবং আমরা স্বয়ং পবিত্র যাত্রাটি শুরু করি না।[11]

এখানেই শুরু হয় সার্বভৌমত্বের সংগ্রাম। আমার জীবনের রাজা কে হবে? আমাদের খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার পূর্বে কোনো সংগ্রাম ছিল না –

10. যখন "পুনর্জন্ম" একটি বাইবেলের নিজস্ব শব্দ নয়, তখন ধর্মতত্ত্ববিদগণ এই শব্দটিকে সৃষ্টি করেছেন সেই নূতন জন্মকে বর্ণনা করার জন্য, যেটি এক ব্যক্তিকে অনুগ্রহে দেওয়া হয়ে থাকে খ্রীষ্টে তাঁর নূতন জন্মের পরিণাম স্বরূপ। অতি বাস্তব একটি অর্থে একজন নূতন জীবনে উত্থাপিত হয়, একটি আত্মিক পুনরুত্থান ঘটে, এবং স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে প্রকৃত পরিবর্তন নিশ্চিত করে।

11. "প্রকৃত পক্ষে ওয়েসলি কখনোই এই উক্তিটি [প্রাথমিক পবিত্রীকরণ] ব্যবহার করেন নি, কিন্তু এটি তাঁর এই বিশ্বাসকে দেখায় যে, পরিত্রাণের মুহূর্তটি ধার্মিক হওয়ার পদ্ধতির শুরু করে।" LeClerc, Discovering Christian Holiness, 318.

এমন কি কদাচিৎ কোনো সংঘাত পর্য্যন্ত ছিল না। যে মাংস আমাদের আত্ম–সার্বভৌমত্বের এবং স্বার্থপর অভিলাষের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, সেটি আমাদের অধীনস্থ করে রেখেছিল। যখন পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে আসলেন, তখন এক নূতন আকাঙ্খা, অনুপ্রেরণা এবং খ্রীষ্টের মন আমাদের দেওয়া হল (রোমীয় ১২.২; ১ করিন্থীয় ২.১৬; ফিলিপীয় ২.৫)। মাংস ও আত্মা, এই দুইটি শক্তি পরস্পর বিরোধী এবং এখন শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সংঘর্ষ করে। পবিত্রতা শুরু করা হয় বটে, কিন্তু সেটিকে বৃদ্ধি পেতে ও পরিপক্ক হতে হবে।

পৌল যখন করিন্থীয়দের প্রতি পত্র লিখেছিলেন, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন, "আমি তোমাদিগকে আত্মিক লোকদের ন্যায় সম্ভাষণ করিতে পারি নাই" (১ করিন্থীয় ৩.১)। এর অর্থ কি এই হয় যে, তারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল না? না, তারা ছিল পুনর্জন্ম প্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই পত্রটি শুরু করেছেন তাদের "খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের সমীপে" বলে (১.২)। পুনর্জন্ম প্রাপ্তি, ধার্মিক গণিত হওয়া এবং মুক্তি লাভ করা, এই সকল কিছুই ঘটে গিয়েছিল। তাদের দ্বারা অনুগ্রহের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাদের সমস্যা ছিল এই যে, মাংসের সঙ্গে তাদের সংগ্রাম নিরন্তর চলছিল। তাদের হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অহংকার, এবং দলভেদ তখনও পূর্ণ মাত্রায় দৃশ্যমান ছিল। তারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল বটে, কিন্তু তখন তারা ছিল "মাংসময়" (৩.১) – যেটিকে পৌল অপরিপক্ক বিশ্বাসের সমতুল্য করেছেন। তারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল বটে, কিন্তু তখনও তারা ছিল "খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশু" (৩.১)। তাদের বেড়ে ওঠার ছিল। এটিকে অন্য ভাবে বলা যায়, তাদের মধ্যে তখনও কিছুটা প্রতিরোধ ছিল যার জন্য তারা তখনও তাদের ইচ্ছা ও হৃদয় সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে নি।[12]

জন ওয়েসলি পুনরায় পৌলের উক্তির সম্পর্কে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। করিন্থীয়রা তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল কি না একথা

12. "যে গ্রীক শব্দকে "মন" বলে অনুবাদ করা হয়েছে, সেটি হল পৌলের দ্বারা ব্যবহৃত সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ নৃতাত্ত্বিক শব্দগুলির মধ্যে একটি। এটি একজন ব্যক্তির যুক্তির বিষয়টি উল্লেখ করে যখন বিচারের শক্তি প্রয়োগ করা হয়।" Dunning, Pursuing the Divine Image, Kindle Location 814. । প্রতিটি ব্যক্তিকে ভেবে দেখার জন্য এবং বুঝতে পারার জন্য ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করা হল "যুক্তি" রূপে পরিচিত তথাকথিত ওয়েসলি পন্থী চতুর্ভুজের একটি বিষয়।

জিজ্ঞাসা করে, ওয়েসলি জোর দিয়ে বললেন যে, "না, তিনি [পৌল] প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তারা বিশ্বাস হারায় নি; কারণ তাহলে তারা আর 'খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশু' থাকতো না। আর তিনি 'মাংসময়' ও 'খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশু' এই দুইটিকেই একই হিসাবে বলেছেন, এটি দেখানোর জন্য যে, প্রত্যেক বিশ্বাসী (কিছুটা) 'মাংসময়' হয় যখন সে কেবল মাত্র 'খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশু' থাকে।[13] ওয়েসলি এর জন্য মাংসময় হওয়া হল "অপরিপক্ক মাংসে" থাকার সমতুল্য এবং এটি অপরিপক্ক বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে, যেটিকে অবশ্যই খ্রীষ্টের সদৃশতায়, এবং ক্রুশে আত্ম বলিদানে বৃদ্ধি পেতে হবে।[14] প্রত্যেক বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে এটি সত্য। প্রশ্নটি পরিত্রাণ নয় – প্রশ্নটি হল প্রভুত্ব। পবিত্রীকরণকে বৃদ্ধি পেতে হবে যীশুর সদৃশে। এটি এমন কিছু নয় যেটিকে তাদের মধ্যে মরতে হতে হবে– তাদেরকে মরতে হবে, কিছুটা সত্য তথাপি রূপক অর্থে, সেই সকলের প্রতি যা তাদের জীবনগুলোকে পূর্বে চালিত করত।[15] ধর্মীয় শংসাপত্র পর্যাপ্ত হবে না; নৈতিক মানগুলো যথেষ্ট হবে না। মাংসে তার প্রত্যয়ের প্রতি একজনকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

সরলতার অত্যাশ্চর্য দুর্বল এক মুহূর্তে, পৌল এই স্বীকারোক্তি করেছিলেন, "যদি অন্য কেহ বোধ করে যে, সে মাংসে প্রত্যয় করিতে পারে, আমি অধিক করিতে পারি। আমি অষ্টম দিনে ত্বকছেদ প্রাপ্ত, ইস্রায়েলের–জাতীয় বিন্যামীন বংশীয়, ইব্রিকুলজাত ইব্রীয়, ব্যবস্থার সম্বন্ধে ফরীশী, উদ্যোগ সম্বন্ধে মণ্ডলীর তাড়নাকারী, ব্যবস্থাগত ধার্মিকতা সম্বন্ধে অনিন্দনীয় গণ্য ছিলাম" (ফিলিপীয় ৩.৪–৬)। ধার্মিক রূপে বিবেচিত

---

13. Wesley, Sermon 13: "On Sin in Believers," in The Complete Works of John Wesley: Vol. 1, Sermons 1–53 (Fort Collins, CO: Delmarva Publications, 2014), 3.2.

14. ডানিং এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, "ইন্দ্রিয়পরায়ণতা" হল একটি ভ্রান্তিজনক শব্দ যেটি এক বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে শাস্ত্রে সর্বদাই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা [মাংসিক] শব্দটিকে এক বিশেষণের ন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে।" Dunning, Pursuing the Divine Image, Kindle Location 2076. এটি আরও এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে যে, "মাংস" হল এক প্রকারের বহিরাগত বিষয়, "আমাদের মধ্যে জীবিত থাকা একটি ক্যানসারের স্ফোটকের ন্যায়," যেটিকে অবশ্যই অস্ত্রপাচার দ্বারা অপসারিত করতে হবে। Ibid., Kindle Location 801. কোনো কিছু অপসারিত করতে হবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন পবিত্রতার প্রচারক সহ, এই ধারণার প্রবক্তাগণ এটিকে উচ্ছেদ বলে উল্লেখ করেন।

15. William H. Greathouse with George Lyons, New Beacon Bible Commentary, Romans 1–8: A Commentary in the Wesleyan Tradition (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 2008), 182.

হওয়ার জন্য তাঁর কাছে সকল ধর্মীয় যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তাহলে তার প্রত্যয় হতো তার মাংসের উপরে। পৌল ক্রমশ বললেন, "কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল, সে সমস্ত খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিলাম" (৩.৭)। তিনি নিয়ম মেনে চলতেন ও আজ্ঞা সকল পালন করতেন, কিন্তু যতক্ষণ তিনি নিজের ধার্মিকতায় বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর পরিত্রাণের জন্য অথবা তাঁকে পবিত্র করার জন্য সেটির উপরে নির্ভর করতেন, ততক্ষণ তিনি মাংস অনুসারে জীবন যাপন করছিলেন। সেগুলি উত্তম বিষয় ছিল যেগুলিকে তাঁর জীবনের কেন্দ্রস্থলে উত্তোলিত করা হয়েছিল – আর এই ভাবে সেগুলির প্রতি তাঁর মৃত্যু হওয়ার ছিল যেন তিনি খ্রীষ্টকে জানতে পারেন। এ ছাড়াও, খ্রীষ্টকে অধিক পূর্ণ রূপে এবং ক্রমাগত ভাবে অধিক রূপে জানতে পেরে, খ্রীষ্টের পরিচর্যা করার জন্য এবং পবিত্র করার ধার্মিকতার জন্য পৌল তাঁর কষ্টে উপার্জিত নৈতিক প্রচেষ্টাগুলি ত্যাগ করেছিলেন। "যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, এবং তাঁহাতেই যেন আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়; আমার নিজের ধার্মিকতা, যাহা ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্য, তাহা যেন আমার না হয়, কিন্তু যে ধার্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা হয় বিশ্বাসমূলক যে ধার্মিকতা ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাই যেন আমার হয়" (৩.৯)

বহু মানুষ স্বাভাবিক, এমন কি ধর্মীয় হয়, কিন্তু মুরুব্বীয়ানা, দৃঢ়তা, কুসংস্কার, কঠোরতা, এবং আত্মিক শীতল ভাব, এইগুলি স্পষ্ট চিহ্ন যে, মাংস ধর্মের স্থান নিয়েছে এবং সেটিকে এক রণকৌশল রূপে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন নিজের পবিত্রতার জন্য যীশুর উপরে নির্ভর করতে না হয়। যেমন ভাবে একজন লোভী ব্যবসায়ী যে লাভ করার জন্য দরিদ্র মানুষদের শোষণ করে এবং তার ফলে সে মাংসের দাসত্ব করে, তেমনি হয় ফরীশী। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, তারা একই হয়। তারা উভয়ই হয় সেই মানুষ, যারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের থেকে দূরে জালিয়াতি করে নিজের পথে চলার জন্য রণকৌশল গ্রহণ করে।

কঠিন সত্য হল এটি : এমন কি খ্রীষ্টিয়ানগণও ক্রমাগত ভাবে মাংসের বশেই জীবন যাপন করতে পারে। পরিত্রাণকারী অনুগ্রহের পূর্বে, মাংস আত্মার সঙ্গে সংঘর্ষ করে না, কারণ তখন আমরা আমাদের পাপে মৃত থাকি। কিন্তু তবুও, যখন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে জীবিত থাকেন তখনও আমরা মাংসের বশে জীবন যাপন করতে পারি।

তখনও আমরা উত্তম বিষয় নিতে পারি এবং সেগুলিকে চরম বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে পরিণত করতে পারি। তখনও আমরা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর না করে, আমাদের নিজেদের বল ও শক্তির উপরে নির্ভর করে জীবন যাপন করতে পারি। এই জন্যই আমাদের অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়। যীশুর পবিত্র আত্মা যেন আমাদের উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করে, তার জন্য যে মাংসিক অংশ আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে চায় – অর্থাৎ আমাদের উপরে যে মাংস নির্ভর করতে চায়, সেই মাংসকে ক্রুশে বিদ্ধ করার জন্য আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়।[16]

স্কটল্যান্ড নিবাসী প্রশংসিত শিক্ষক ও ধর্মীয় লেখক ওসওয়ার্লড চেমবার্স, খ্রীষ্টকে জানার জন্য নিজের প্রতি মৃত্যুবরণ করার বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করেছিলেন:

> আমাকে অবশ্যই আমার আবেগের মতবাদ ও বুদ্ধিমত্তার বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলিকে পাপের স্বভাবের অর্থাৎ আমার নিজের উপরে আমার দাবীর বিরুদ্ধে নৈতিক আদেশে পরিণত করার জন্য ইচ্ছুক হতে হবে ... । একবার যখন আমি এই নৈতিক নির্ণয় নিই আর সেই অনুসারে কাজ করি, তখন আমার *জন্য* খ্রীষ্ট ক্রুশে যা কিছু সম্পন্ন করেছেন, সেই সকল কিছুই আমার *মধ্যে* সম্পন্ন হয়ে যায়। নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার জন্য আমার অপরিমিত অঙ্গীকার, যীশু খ্রীষ্টের পবিত্রতা আমাকে দেওয়ার জন্য পবিত্র আত্মাকে সুযোগ করে দেয়। তখন আমার ব্যক্তিত্ব থাকে বটে, কিন্তু জীবন যাপন করার জন্য আমার মূল অনুপ্রেরণা, এবং যে স্বভাব আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলি সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়।[17]

মাংস আমাদের জীবনকে পরিচালনা না করুক। সম্পূর্ণ জীবনের জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। পবিত্রীকরণের অনুগ্রহ হল সেই উপায় ও প্রতিষেধক। তাহলে অনুগ্রহের যাত্রায় পবিত্রীকরণের অনুগ্রহ বাস্তবে কেমন

---

16. ওসওয়াল্ড চেম্বার্স নিজের প্রতি মৃত্যুবরণ করার ধারণাকে উল্লেখ করেছেন যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে সনাক্তকরণ রূপে এবং একটি স্বেচ্ছায় "ক্রুশেবিদ্ধ" হওয়া রূপে। এই একই ভাবে একজন খ্রীষ্টিয়ান, যীশুর সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানে সম্মিলিত হতে পারে এবং নূতন জীবনে একটি "সহ-পুনরুত্থানে" সহভাগী হতে পারে। যীশুর পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা এখন লাভ করা যায় পবিত্রতার জীবনে। Chambers, My Utmost for His Highest (Uhrichsville, OH: Barbour and Company, 1935), 73.

17. Chambers, My Utmost for His Highest, 58.

ভাবে কাজ করে? সেই উদ্দেশ্যে আমরা অধ্যায়টির স্মারক উপস্থাপন করি।

যীশুর ন্যায় হওয়া

আমি আপনাকে একজনের কাহিনী শুনাতে চাই, আমি যার নাম দেব জর্জ, যদিও সেটি তার প্রকৃত নাম নয়। জর্জ ছিল আমার মণ্ডলীর এক সদস্য, আর সে ছিল খুবই দুঃখী ব্যক্তি। সে সর্বদাই কোনো না কোনো বিষয়ে উৎকন্ঠিত থাকতো। সে সংগীত অথবা আমার প্রচার কোনোটিই পছন্দ করতো না। সে বললো যে আমি পবিত্রতা তেমন ভাবে প্রচার করি না, যেমন ভাবে সে শিশু বয়সে শুনেছিল। এ ছাড়াও, বিশেষ ভাবে মানুষদের – বিশেষত নূতন মানুষদের সে পছন্দ করতো না। জর্জ আমাকে সাত পৃষ্ঠার একটি পত্র লিখেছিল, যার মধ্যে ছিল কিছু অতি নোংরা মন্তব্য যা আপনি কল্পনা করতে পারেন, কেবল এই নয় যে পালকের কাজে আমার প্রতিটি পদক্ষেপকে সে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু এমন দেখিয়েছিল যেন সে আমার সব মতলব জানতো।

কিছু সময়ের জন্য তার নালিশ ছিল এই যে, এই মণ্ডলী বহির্মুখী নয় কিন্তু অন্তর্মুখী। তারপর মণ্ডলীতে যখন নূতন মানুষ আসতে শুরু করলো, তখন সেটিও তার পছন্দ হল না, কারণ এখন সে বললো, এতদিন যাবৎ যারা মণ্ডলীর মধ্যে আছে, এবং মণ্ডলীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা মূল্য দিয়েছিল, আমরা তাদের যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছি না। সে বললো যে, আমরা বৃদ্ধি পাচ্ছি কেবল মাত্র অন্য মণ্ডলী থেকে আমরা মেষদের চুরি করছি বলে (যেটি সত্য ছিল না)। মূল বিষয় হল এই যে, জর্জ চায় নি কোনো কিছুর পরিবর্তন হোক।

পালক রূপে আমার আবেগের শক্তির অনেকটাই ব্যয় হতো জর্জের জন্য। সে বারংবার মণ্ডলী ত্যাগ করার হুমকি দিত। আমার মনে হয়, তার গভীরে সে জানতো যে আমরা সকলে কি জানি – অন্য কোনো মণ্ডলী তাকে সহ্য করবে না। অবশেষে একদিন আমি তাকে ডেকে বললাম, "জর্জ, তুমি জান আমি তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু আর কোনো পত্র অথবা ই–মেল আমাকে পাঠাবে না, আর তুমি আমার থেকেও কোনো কিছু পাবে না। এখন থেকে তোমার যদি আর কোনো বক্তব্য অথবা নালিশ থাকে, তাহলে সেটি তোমাকে আমার মুখের উপরে বলতে হবে।"

মনে হল সকল কিছু ঠিক হয়েছে – অন্তত কিছু সময়ের জন্য। সে আর কখনো একটিও পত্র লেখে নি, কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে সে নেতিবাচক কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। এমন এক পরিস্থিতি আসলো যখন জর্জ এক আক্রমণকারী কুকুর নয়, কিন্তু একটি মশার মতো হয়ে গেল – বিপজ্জনক নয় বটে, কিন্তু বিরক্তিকর।

আমার জন্য সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় ছিল এই যে, জর্জের কোনো পরিবর্তন আসে নি। আর মানুষ তাকে যতদিন জানতো, ততদিন সে এক খামখেয়ালী ব্যক্তি ছিল। সে কেবল মাত্র মণ্ডলীতে এমনটি ছিল তা নয়। তার স্ত্রীর জন্যও সে এক ভাল স্বামী ছিল না; তার সন্তানরা তার কাছে থাকতে চাইতো না; আর তার জীবনে কোনো আনন্দও ছিল না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হওয়ার বিষয় এই যে, তার ষাটের অধিক বয়স ব্যাপী সে মণ্ডলীতে যোগদান করে চলেছিল। হয়তো সর্বাপেক্ষা খারাপ বিষয়টি ছিল এই যে, সে যে পরিবর্তিত হচ্ছিল না তাতে কেউই আশ্চর্য হয়ে যায় নি, আর তাই নিয়ে কেউ চিন্তাও করে নি। তারা এটিকে মেনে নিয়েছিল। তারা বলতো "আরে, জর্জ অমনটিই।" সে আরও যীশুর মতো হবে, এমন আশা কেউ করে নি।

জর্জের বিষয়ে ভাবতে গিয়ে আমি এই বিশ্বাস করেছি যে, মণ্ডলীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ভুল প্রশ্ন টি হল "কত জন ব্যক্তি মণ্ডলীতে যোগদান করছে?" অধিক শ্রেয় প্রশ্নটি, অথবা অন্তত জিজ্ঞাসা করার জন্য সেই অভিমুখী সঠিক প্রশ্নটি হবে, "এই মানুষগুলি কেমন?"[18] একজন ব্যক্তি যখন খ্রীষ্টিয়ান হয়ে যায়, তখন কিভাবে খ্রীষ্টের অনুসরণ করতে হয় সেটি জানাই উদ্দেশ্য হয় না, কিন্তু আরও প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় খ্রীষ্টের ন্যায় জীবন যাপন করা। অনুগ্রহের যাত্রায়, এটিই হয় সকল শিষ্যত্বের লক্ষ্য।

শিষ্যত্বের লক্ষ্য

পৌল যখন পরিচর্যার অনুগ্রহ দানগুলি উপস্থাপন করলেন, তখন তিনি বললেন যে, সেখানে থাকবেন প্রেরিতগণ, ভাববাদীগণ, সুসমাচার প্রচারকগণ, পালকগণ, এবং শিক্ষকগণ, কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত উদ্দেশ্য

18. Bill Hull, The Disciple-Making Pastor (Old Tappan, NJ: Revell, 1988), 13.

হবে “পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্য্যা কার্য্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়” (ইফিষীয় ৪.১২)। শিষ্যত্ব সম্পর্কে বহু কিছু এই শব্দগুলি থেকে নিষ্কাশিত করার আছে, কিন্তু আসুন আমরা “দেহের” ধারণাটির সঙ্গে আরম্ভ করি।

দেহ হল একটি জটিল উপমা, কারণ যখনই আত্মিক বৃদ্ধির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়, তখনই এমন ধরে নেওয়া হয় যে, সেখানে সজীব কিছু একটা আছে। সজীব সকল কিছুই বৃদ্ধি লাভ করে। মৃত বস্তুগুলি হয় একই প্রকারের থাকে অথবা ক্ষয় পেতে থাকে। কেবল মাত্র যেগুলি সজীব সেগুলি বৃদ্ধি পায়। আসবাব পত্রের একটি অংশ বৃদ্ধি পায় না। একটি পাথর বৃদ্ধি পায় না। কেবল মাত্র যেগুলি জৈবদেহ জীবন্ত সেগুলি বৃদ্ধি পায়।

একটি জৈবদেহ হতে পারে (১) সজীব কোনো কিছু, যেমন একটি গাছ, পশু, ব্যক্তি, অথবা (২) এক সজীব প্রাণী অথবা বস্তু সমন্বিত পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল অংশগুলির মধ্যে একটি কার্য্যকর পদ্ধতি। সূর্যের আলো, জল, এবং পোষণ ব্যতীত গাছের বৃদ্ধি হতে পারে না। সেগুলির বৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য সঠিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন হয়, তা না হলে সেগুলির মৃত্যু হবে। আমাদের মানব দেহগুলিও হল জৈবদেহ। মানব দেহের দেহতত্ব হল পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল অংশগুলির মধ্যে একটি কার্য্যকর পদ্ধতি – একটি প্রয়োগ সংক্রান্ত পদ্ধতি, যেটি পরিকল্পিত হয়েছে সম্মিলিত রূপে কাজ করার জন্য। “দেহ এক, আর তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক” (১ করিন্থীয় ১২.১২)। আমাদের দেহের একটি অংশ যখন সঠিক ভাবে কাজ না করে, সেটিকে যতই গুরুত্বহীন বলে মনে হোক না কেন, তখন সেটি সমগ্র দেহকে অকেজো করে দিতে পারে এবং আমাদের অসুস্থ করে দিতে পারে।

যখন পৌল বললেন যে, আমরাই হলাম খ্রীষ্টের দেহ, তখন তিনি দেখালেন যে, মণ্ডলী হল একটি জৈবদেহ, যেটি গঠিত হয় প্রগতিশীল, সজীব ব্যক্তিদের সমন্বয়ে, যারা সকল অংশগুলির সঠিক ভাবে কাজ করার উপরে নির্ভরশীল থাকে এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রাণবন্ত ও সাস্থবান থাকার জন্য যারা পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল থাকে। “আর বাস্তবিক দেহ একটি অঙ্গ নয়, অনেক” (১ করিন্থীয় ১২.১৪)। যখন সকল অংশগুলি সম্মিলিত রূপে একত্রে কাজ না করে, তখন দেহ অসুস্থ

আর দুর্বল হয়ে যায়। এর বিপরীতে, সকল অংশগুলি যখন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং পৌষ্টিক ভাবে একত্রে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন পরিণাম স্বরূপ একজন প্রাণবন্ত ও সাস্থবান হয়, একটি আকৃতি গঠন হয়, এবং একটি চরম উদ্দেশ্য (*তেলোস*) সফল হয়। আমরা দেহ গেঁথে তুলি, "যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্য্যন্ত, *সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা* পর্য্যন্ত, *খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ* পর্য্যন্ত অগ্রসর না হই" (ইফিষীয় ৪.১৩; গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)। খ্রীষ্টিয়ান সিদ্ধ পুরুষের অবস্থার লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ – খ্রীষ্টের ন্যায় হওয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া। আর কোন উদ্দেশ্যই নেই। অতএব, এটি হয় কেবল মাত্র মণ্ডলীর জন্য। যখন আমাদের এক একজন সদস্য সম্মিলিত হয়, তখন এটি খ্রীষ্টের দেহের রূপ ধারণ করে। এ ছাড়াও, যদি কোন কারণে আমরা এটি আগে বুঝতে না পেরে থাকি, তাই পৌল পুনরায় জোর দিলেন যে, যেন "প্রেমে সত্যনিষ্ঠ হইয়া সর্ববিষয়ে তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট, তাহা হইতে সমস্ত দেহ" সেই দিকে বৃদ্ধি লাভ করে, যে উদ্দেশ্যে সেটি গঠিত হয়েছে (পদ ১৫)।

সকল আত্মিক বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হল, একক ভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে, ব্যক্তিগত ভাবে ও সমবেত ভাবে, অধিকতর রূপে যীশুর মতো হওয়া। যীশুর মতো হওয়ার কাজ অথবা পদ্ধতি হল পবিত্রীকরণ, এবং এটি করা হয়ে থাকে পবিত্রীকরণের অনুগ্রহের দ্বারা।

পবিত্রতা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়

গ্রীক ভাষায়, পবিত্রীকরণ কথাটি "পবিত্র" (*হ্যাগিয়োস*) শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। ওয়েসলি পন্থী পবিত্রতা ধর্মতত্ত্ব এই কথা বলে যে, সুসমাচারের মঙ্গলকারী সমাচার কেবল মাত্র এই নয় যে, একদিন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবো যখন আমাদের মৃত্যু হবে, কিন্তু এ ছাড়াও এখন, যেখানে আমরা আছি সেখানে, এটি ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের জীবনের উপচয় দেয়। ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল এই যে, পতনের কারণে আমাদের মধ্যে তাঁর যে প্রতিমূর্তি মলিন হয়ে গিয়েছিল, সেটিকে তার সকল সৌন্দর্যে ও গৌরবে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেন আমরা তাঁর উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য হই, যেটি আমরা যা ভাবি, বলি, এবং করি সেগুলির মাধ্যমে খ্রীষ্টের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করবে। এটিকে বলা হয় পবিত্রীকরণ, এবং

আমরা তাই হচ্ছি। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ানের জন্য এটি কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়।

যখন কেউ একটি ব্যক্তিগত গাড়ি কেনে তখন বিক্রেতা জানিয়ে দেয় যে, যথাযথ মানের উপকরণ ও উপযুক্ত আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র সেটির মধ্যে লাগানো আছে। প্রত্যেকটি গাড়ি একটি স্টিয়ারিং উইল, সিট বেল্ট, আয়না, মোটর, এবং আরো অনেক কিছুর সঙ্গে আসে। এগুলো হল স্ট্যান্ডার্ড যন্ত্রাদি–প্রত্যেক গাড়িতেই এগুলো থাকে। কিন্তু যদি আমরা চাই স্বয়ংক্রিয় জানলা (অটোমেটিক উইন্ডো), বিশেষ উইল চাকা, ও একটি স্যাটেলাইট স্টেরিও সিস্টেম, তাহলে সেগুলির জন্য অতিরিক্ত দাম দিতে হবে, ঙ্গিক সরঞ্জাম, যার অর্থ সকল গাড়িতে সেইগুলি থাকে না। যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রে পবিত্রীকরণ কোনো ঐচ্ছিক বিষয় হয় না। এটি হয় প্রতিটি সদস্যের জন্য যথাযথ মানের উপকরণ। যীশুর মতো হওয়া প্রত্যাশিত হয়, কারণ বৃদ্ধি কোনো ঐচ্ছিক বিষয় হয় না। আমরা সর্বদাই কোনো না কোনো কিছুর দিকে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছি – সর্বদাই আছি আত্মিক গঠনের পদ্ধতির মধ্যে।

রোমীয় ১২ অধ্যায়ে পৌল এটিকে পুনরায় নিশ্চিত করেছেন যখন তিনি বললেন, "আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ" (১২.২)

আমাদের কাছে দুইটিই বিকল্প আছে – অনুরূপ হওয়া অথবা রূপান্তরিত হওয়া। আমরা যদি ঈশ্বরের নবায়ন শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত (অর্থাৎ আমরা যদি ভিতর থেকে বাইরে পর্য্যন্ত পরিবর্তিত না হই), তার মানে আমরা এই জগতে বিচরণ করতে থাকা ঈশ্বরের বিরোধী শক্তির অনুরূপ হয়েছি (অর্থাৎ আমাদের ঢেলে তার আকার দেওয়া হয়েছে)। প্রশ্ন এই নয় যে আপনি আত্মিক ভাবে গঠিত হয়েছেন কি না, প্রশ্ন হল কোনটি আপনাকে গঠন করবে? ঈশ্বর যদি আমাদের গঠন করছেন না, তাহলে আছে এক আত্মিক শত্রু – এক প্রতিপক্ষ, শয়তান – যে আমাদের জীবনকে তার মতো করে সাজিয়ে নিতে পারলে খুব খুশি হবে।

সরল ভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বর ব্যতিরেকে, এই জগৎ মানুষকে *বিকৃত* এবং *কদাকার* করে দেবে। ঈশ্বর *পরিবর্তন* ও *রূপান্তর* করেন। এই জন্য

পবিত্রীকরণ – যীশুর ন্যায় হয়ে যাওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়। শাস্ত্রের এই কথাগুলি এত সুন্দর ভাবে মানব জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার সারসংক্ষেপ করে যে, খুব কম আর কোনো শব্দ আছে যেগুলি তেমনটি করে: "ফলতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমাদের পবিত্রতা" (১ থিষলনীকীয় ৪.৩); এবং "সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না" (ইব্রীয় ১২.১৪)। শান্তি ও পবিত্রতার অনুধাবন করার জন্য আদেশের মধ্যে অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে নিষ্ক্রিয় না থেকে কাজ করা। একজন ব্যক্তির আত্মিক বৃদ্ধিকে বলা হয় পবিত্রীকরণ, অথবা পবিত্রতা। প্রাথমিক পবিত্রীকরণ এবং পূর্ণ পবিত্রীকরণ একই বিষয় নয়, কিন্তু সকল পবিত্রীকরণের উদ্দেশ্য হয় যীশুর ন্যায় হয়ে যাওয়া। প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের জীবনের জন্য এটিই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, কারণ যদি না আমরা "সর্ববিষয়ে তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট" তাহলে পবিত্র প্রেম ব্যতীত অন্য আর কিছু আমাদের গড়ে তুলছে (ইফিষীয় ৪.১৫)।

আত্মিক বৃদ্ধির জন্য একটি সমীকরণ

শিষ্যত্ব কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়। অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ান এই নিয়ে তর্ক করবে না। প্রকৃত প্রশ্ন হল এই বৃদ্ধি ঘটে কি ভাবে? তাঁর *রি থিঙ্কিং দা চর্চ* (মণ্ডলীর পুনর্বিবেচনা করা) নামক পুস্তকে, জেমস এমারি হোয়াইট সেটিকে ব্যাখ্যা করেছেন, যেটি বহু মানুষ শিষ্যত্বের পদ্ধতি রূপে বিশ্বাস করে। যে সূত্র তিনি দিয়েছেন, সেটিকে এক গণিতের সমীকরণ রূপে দেখানো হয়েছে:

পরিত্রাণ + সময় + ব্যক্তিগত প্রয়োগ = জীবনের পরিবর্তন

সূত্রটি গঠিত করা হয়েছে চারটি ধারণার উপরে ভিত্তি করে: (১) জীবনের পরিবর্তন ঘটে পরিত্রাণের সময়ে; (২) যেমন যেমন সময় যেতে থাকে তেমন তেমন ভাবে এটি ক্রমাগত ঘটতে থাকে; (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি পাওয়া যায় ইচ্ছাকৃত কোন কাজের মাধ্যমে; এবং (৪) একাকী এটিকে সর্বোত্তম ভাবে পাওয়া যায়।[19] আসুন আমরা প্রস্তাবিত অনুমানটি যত্ন সহকারে বিবেচনা করে দেখি।

---

19. James Emery White, Rethinking the Church: A Challenge to Creative Redesign in an Age of Transition (Grand Rapids: Baker Books, 1997), 55.

প্রথম, “পরিত্রাণ।” পরিত্রাণ হল আমাদের সত্ত্বার এমন একটি আমূল রুপান্তরণ “পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হওয়া,” যাতে হৃদয়ের এক তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটে, যেটি আকাঙ্খার, অভ্যাসের, মনোভাবের, এবং চরিত্রের এক অলৌকিক পরিবর্তন এনে দেয়। খ্রীষ্টিয়ানগণ জন্ম গ্রহণ করে, তাদের নির্মাণ করা হয় *না।* যেহেতু পরিত্রাণ, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়, আমাদের অনন্তকালীন গন্তব্যকে পরিবর্তন করে দেয়, এবং আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার পরাক্রম ও কাজ আরম্ভ করে, তাই সেখানে তাৎক্ষণিক ও যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রত্যাশিত হয়। এই হল পরিত্রাণের ধারণা।

দ্বিতীয়, “সময়।” যদিও রুপান্তরণ ঘটে মন পরিবর্তনের সময়ে, কিন্তু তবুও এটি স্পষ্ট যে, একজন ব্যক্তি যখন খ্রীষ্টিয়ান হয়, তখনই সে সম্পূর্ণ রুপে বৃদ্ধি লাভ করে না। তখনও কিছু কিছু প্রতিরোধ ও স্বার্থপরতার জায়গা থেকে যায়, যেগুলি সামলানো আবশ্যক হয়। হোয়াইট বলেছেন যে, সময় অনুসারে সেগুলির উপরে কাজ করা হয়ে থাকে।[20] সুতরাং, সূত্র অনুসারে পাঁচ বছরের একজন খ্রীষ্টিয়ানের থাকবে পাঁচ বছরের পরিপক্কতা, আবার দশ বছরের একজন খ্রীষ্টিয়ানের থাকবে দশ বছরের পরিপক্কতা, আর ক্রমশ এটি এই ভাবে চলতে থাকবে। বিশ্বাসের বৃদ্ধি হবে কেবল সময় অনুসারেই, তাই আমাদের যা কিছু করতে হবে তা হল, বাইবেল পাঠ করা এবং যথাসম্ভব মণ্ডলীতে যোগদান করা, আর তখন আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার ফল বৃদ্ধি পাবে, এবং আমরা আরও অধিক যীশুর মতো হবো। এটিই হল সময়ের ধারণা।

তৃতীয়, “ব্যক্তিগত প্রয়োগ।” এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপরে নির্ভরশীল। ধারণা হল এই যে, সময় অনুসারে যা কিছু সঠিক ভাবে ঘটে না, সেগুলি প্রতিস্থাপিত করা হবে সংকল্পের ও মানব প্রচেষ্টার মাধ্যমে। একজন মানুষকে যা কিছু করতে হবে, সেটি হল, এক নির্দিষ্ট পথে জীবন যাপন করা ও কাজ করার নির্ণয় নেওয়া (এবং কিছুটা সহনশীল হওয়া) – কারণ খ্রীষ্টিয়ান জীবন সংরক্ষিত থাকে ইচ্ছাকৃত কাজের মাধ্যমে। যথেষ্ট সময় ও আমাদের ইচ্ছাশক্তি পবিত্র আত্মার ফল উৎপন্ন করবে। এই হল ব্যক্তিগত প্রয়োগের ধারণা।

20. White, Rethinking the Church, 56.

সবশেষে, "একাই সর্বাপেক্ষা উত্তম রূপে সম্পন্ন করা যায়।" শিষ্যত্বের সমীকরণ সম্পর্কে চরম ধারণা হল নিজস্ব বিষয়, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক হল এক ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমতুল্য।[21]

সমীকরণ এই ভাবে চলতে থাকে, কিন্তু সচরাচর আমরা এমন প্রশ্ন করি না যে, এই ধারণাগুলি বৈধ কি না। শিষ্যত্ব কি এমন ভাবেই ঘটে? পরিত্রাণের পর আমরা কি আমাদের আত্মিক জীবনে নিজের থেকেই বৃদ্ধি পেতে থাকি? যখন কোনো একজন খ্রীষ্টিয়ান হয়ে যায়, তখন তার অভ্যাস, মনোভাব, চরিত্র রূপান্তরণের জন্য কি তৎক্ষণাৎ, গভীর কোনো পরিবর্তন আসে? খ্রীষ্টিয়ানগণ কি কেবল মাত্র সময় অনুসারেই বৃদ্ধি লাভ করে? যেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ব্যক্তিগত হয়ে থাকে, তাহলে যীশুর শিষ্যদের কি একক ভাবে কাজ করাই অধিক শ্রেয় হয়? এই ধারণাগুলি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে মণ্ডলীর মধ্যে এর যথেষ্ট নিদর্শন থাকা উচিৎ। হোয়াইট উল্লেখ করেছেন যে, যদি সেগুলি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কেবল মাত্র এই সমীকরণ অনুসারে কাজ করলেই একক ভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের এবং খ্রীষ্টের দেহের সকলের চিন্তায়, কথায় এবং কাজে, ক্রমাগত ভাবে অধিক থেকে অধিকতর রূপে যীশুর মতো হয়ে যাওয়া উচিৎ।[22] কিন্তু এই সমীকরণ কেন সম্পূর্ণ নয়, তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে।

নূতনদের ক্ষেত্রে, যীশুর শিষ্যগণ জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের নির্মাণ করা হয়ে থাকে। পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের স্থিতিকে, আমাদের অনন্তকালীন গন্তব্যকে পরিবর্তন করে দেয়, এবং আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার পরাক্রম ও কাজের আরম্ভ করে দেয়। অবশ্য, নূতন নিয়মের শিক্ষা থেকে আমরা যেমন দেখতে পাই, নূতন খ্রীষ্টিয়ানগণ তাদের চরিত্রের দিক থেকে তখনও পরিপক্ক হয় না। খ্রীষ্টিয়ান *হওয়া* স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাউকে খ্রীষ্টের *ন্যায়* করে দেয় না। উন্নতি করার প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট অভ্যাসের দ্বারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

21. খ্রীষ্টের সঙ্গে একটি ব্যতিগত সম্পর্কের ধারণা, যীশুর সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমতুল্য হওয়ার কারণে এটি জগতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা পশ্চিমের সমাজে আরও অধিক প্রচলিত। ব্যক্তিবাদকে অ্যামেরিকাতে একটি সংস্কৃতিগত গুণ বলে মনে করা হয়ে থাকে।

22. White, Rethinking the Church, 57.

গুণাবলীর বৃদ্ধি হতে থাকে।[23] এই বাস্তবতার আলোতে, আসুন আমরা এক অধিকতর বাইবেল সংক্রান্ত কাঠামো বিবেচনা করে দেখি যে, কিভাবে পরিত্রাণকারী অনুগ্রহের মাধ্যমে আত্মিক বৃদ্ধি লাভ ঘটে।

১. আত্মিক বৃদ্ধি শুরু হতে পারে পরিত্রাণের সময়, কিন্তু আমাদের সমগ্র জীবন ব্যাপী আমরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকি। পবিত্রীকরণ এবং সম্পূর্ণ পবিত্রীকরণের মধ্যে প্রভেদ আছে। তর্ক সর্বদা এই হতে থাকে যে, পবিত্রীকরণ কি এক মুহূর্তে হয় অথবা সেটি ক্রমশ হতে থাকে। এর জন্য কি বিশেষ কোনো মুহূর্ত থাকে, অথবা এটি কি একটি পদ্ধতি হয়? উত্তর হল উভয়ই।[24] পবিত্রীকরণের অনুগ্রহ সেই মুহূর্তে শুরু হয়ে যায়, যে মুহূর্তে আমরা পরিত্রাণকারী অনুগ্রহটিকে অনুভব করি। ঈশ্বরতত্ত্ববিদগণ এটিকে “প্রাথমিক পবিত্রীকরণ” বলে উল্লেখ করেন, যার পরে আসে অনুগ্রহে আত্মিক বৃদ্ধি, যতক্ষণ না – আমাদের দিক থেকে পূর্ণ রূপে পৃথকীকরণ ও সম্পূর্ণ সমর্পণের এক মুহূর্তে – ঈশ্বর হৃদয়কে শুচি ও নির্মল করেন। এটি এমন এক অভিজ্ঞতা, যেটিকে সম্পূর্ণ পবিত্রীকরণ,

23. এন টি রাইট গুণাবলীর খ্রীষ্টিয়ান ধারণাকে চরিত্রের রূপান্তরণ বলে উল্লেখ করেছেন। Wright, After You Believe: Why Christian Character Matters (New York: HarperCollins Publishers, 2010). Much more time will be given to an understanding of virtue in chapter 5, “Sustaining Grace.”

24. পূর্ণ পবিত্রীকরণের অভিজ্ঞতায় তাৎক্ষণিক অথবা ক্রমশ, সংকট অথবা পদ্ধতি, এই বিষয়টি ঐতিহাসিক ভাবে ওয়েসলি পন্থী পবিত্রতার মহলে একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে আছে। জন ওয়েসলি স্বয়ং ক্রমাগত ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন উভয়ের আবশ্যকতার উপরে, আর প্রাথমিক নাসরতীয় নেতাগণ সাধারণত ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতি যত্নশীল ছিলেন। জেনেরাল সুপারিন্টেনডেন্ট আর টি উইলিয়ামস নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নাসরতীয় মণ্ডলীর সাধারণ সভায় : “মণ্ডলীকে অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে ধর্মে সঙ্কটের উপরে এবং পদ্ধতির উপরে। বহু বৎসর যাবৎ পবিত্রতার মানুষগুলি অনুভব করেছিল, যে কাজের জন্য তাদের আহ্বান করা হয়েছিল, সেটি সমাপ্ত হয়েছিল বেদীতে, তখন যে জনতা এগিয়ে এসেছিল, তারা পুনর্জন্মের এবং পবিত্রীকরণের আশীর্বাদ লাভ করেছিল, কিন্তু এটি স্পষ্ট হয়েছিল যে, এই মুহূর্তে আমাদের কাজ কেবল মাত্র শুরু হয়েছিল। নাসরতীয় মণ্ডলী এই দুইটি মহান নীতি ও পদ্ধতিকে যুক্ত করছে। [মানুষদের] ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করা খ্রীষ্টের দেহকে পবিত্র করা হল প্রাথমিক পরিত্রাণ এবং খ্রীষ্টিয়ান চরিত্রের উন্নয়ন।” General Assembly Journal, 1928, referenced in Dunning, Pursuing the Divine Image, Kindle Location 2176, footnote 26.

অথবা "খ্রীষ্টিয়ান পরিপূর্ণতা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[25] অবশ্য, ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হওয়ার সেই মুহূর্তের পরেও, আমরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকি আর আমরা যতদিন জীবিত থাকি ততদিন কখনোই আমাদের বৃদ্ধি লাভ করা থেমে যায় না।

দ্য চার্চ অফ নাজারীন-এর বিশ্বাসের দফা এই উক্তি করে: "আমরা বিশ্বাস করি যে নির্মল হৃদয় এবং একটি পরিপক্ক চরিত্রের মধ্যে প্রভেদ থাকে। পূর্বোক্ত বিষয়টি, অর্থাৎ সমগ্র পরিত্রাণের পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া যায় এক মুহূর্তে; আর পরবর্তী বিষয়টি হয় অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভের পরিণাম।" পূর্ববর্তী অনুগ্রহের প্রতি যখন আমরা বিশ্বাসে সাড়া দিই, তখন আমরা পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ লাভ করে থাকি। আর তখন আমাদের প্রাথমিকতাগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়, এবং পবিত্র আত্মার পরাক্রম ও কাজগুলিকে আমাদের জীবনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সকল হানীকারক অভ্যাস, চরিত্রগত ত্রুটি, অথবা আমাদের জীবনে কখনো থেকে থাকা কোনো মন্দ স্বভাব থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি না হয়ে বরং ঈশ্বর ক্রমাগত ভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন, আমাদের তেমন ব্যক্তি রূপে গঠন করার জন্য, যেমন ব্যক্তি আমরা হই বলে তিনি চান। সকল খ্রীষ্টিয়ান শিষ্যত্বের লক্ষ্য হল অধিক থেকে অধিকতর রূপে যীশুর ন্যায় হওয়া। সেই জন্য পৌল যুক্তি দেখিয়েছেন, যেমন ভাবে আমরা এমন আশা করি না যে শিশুরা চিরকাল শিশু হয়েই থাকবে, এবং যেমন ভাবে আমরা চাই যেন তারা বড় হয় ও সম্পূর্ণ রূপে কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের উচিৎ যেন খ্রীষ্টিয়ান

---

25. "খ্রীষ্টিয়ান পরিপূর্ণতা" হল বাইবেলের একটি উক্তি এবং সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসে এটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক মণ্ডলীর মাতা পিতাগণ পরিপূর্ণতাকে সমতুল্য করতেন থেয়োসিস, অথবা দেবীকরণ ধারণার সঙ্গে : স্বর্গীয় প্রকৃতিতে অংশগ্রহণ করার সঙ্গে। কিন্তু পরিপূর্ণতা সম্পর্কে আধুনিক ধারণাকে ভিন্ন ভাবে বিবেচনা করা হয়। এটিকে কখনোই সঠিক ভাবে "নিষ্পাপ পরিপূর্ণতা" রূপে, অথবা থমাস নোবেল যেমন লিখেছেন, "এই ধারণা যে এই জীবনের মধ্যে, খ্রীষ্টিয়ানগণ পৌঁছাতে পারে পরিপূর্ণতার সেই অন্তিম, চরম পর্যায়ে, যেখানে তারা নিষ্পাপ ছিল এবং সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র ছিল" সেই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় নি। T. A. Noble, Holy Trinity, Holy People: The Historic Doctrine of Christian Perfecting (Eugene, OR: Cascade Books, 2013), 22. আধুনিক ব্যাখ্যার ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবং অনুগ্রহে বৃদ্ধি প্রাপ্তির প্রাণবন্ত বিষয়গুলির উপরে আলোকপাত করার জন্য, নোবেল বলেছেন, "যেহেতু দেওয়া হয়েছে যে, পরিপূর্ণতার প্রাণবন্ত ধারণা হল পৌঁছানর নয় বরং গতির, তাই অধিক অভিপ্রেত হবে গ্রীক শব্দের এই অর্থটির জন্য "পরিপূর্ণতা" শব্দটি ব্যবহার না করে, এটিকে "পরিপূর্ণ হওয়া" বলে অনুবাদ করা। Ibid., 24.

রূপে আমরা আশা করি যে, চিরকাল আমরা আত্মিক শিশু রূপেই থাকবো না, কিন্তু আমাদের সমগ্র জীবন ব্যাপী আমরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করবো। আজকের দিনে আমরা যেমন দেখতে, যেমন আমাদের কাজ, ও চিন্তাধারা, তার থেকে আগামী বৎসর যেন আমরা অধিকতর রূপে খ্রীষ্টের ন্যায় হয়ে যাই, যেন আমরা পবিত্রীকরণের অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করি।

২. আত্মিক বৃদ্ধির মধ্যে কেবল মাত্র সময় নয় কিন্তু আরও বহু কিছু থাকে। হয় আমার সকল বন্ধুরা জানে না, অথবা তারা ভুলে গিয়েছে যে, আমি পিয়ানো বাজাতে পারি। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক সময় ব্যাপী আমি পিয়ানো বাজিয়েছি। আমার বয়স যখন দশ বৎসর ছিল, তখন আমি প্রায় প্রতিদিন বাজানো অভ্যাস করতাম (আমার মায়ের প্রখর তদারকির মধ্যে, যিনি ফুটবল খেলা অপেক্ষা পিয়ানো বাজানোকে অধিক প্রাথমিকতা দিতেন)। এখন আমি কখনো কখনো বাজিয়ে থাকি – হয়তো বৎসরে একবার। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি কত দিন যাবৎ বাজিয়েছি, তাহলে সত্যি কথা বলতে গেলে আমি বলতে পারি কয়েক দশক ধরে, কিন্তু কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ হল এই যে, এই সকল দশকগুলি ব্যাপী আমি যে ইচ্ছাকৃত ভাবে অভ্যাস করে চলেছিলাম এমন নয়। মণ্ডলীতে এমন ছোট বাচ্চারা থাকে যারা হয়তো কেবল মাত্র কয়েক বৎসর পিয়ানো বাজিয়েছে, আর তারা আমার থেকে ভাল বাজাতে পারে, যদিও সঠিক অর্থে আমি তাদের থেকে অনেক বেশি দিন ধরে বাজিয়েছি।

আমাদের আত্মিক জীবনের থেকে এটি ভিন্ন কোনো কিছু নয়। সুসমাচার পাওয়ার কেবল মাত্র এই অর্থ হয় না যে, মানুষ সেই সুসমাচার দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে, গ্রহণ করেছে, এবং সেই অনুসারে জীবন যাপন করেছে। যদিও এটি সত্য যে আত্মিক বৃদ্ধি লাভের জন্য সময় লাগে, কিন্তু তবু এটিও সত্য যে, অনুগ্রহ হয়ে থাকে সময়ের এক সহজাত উৎপাদন, অথবা এমন কি খ্রীষ্টিয়ান সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার একটি উপজাত দ্রব্য।[26] মণ্ডলী সেই সকল মানুষে পূর্ণ থাকে যারা খ্রীষ্টিয়ান রূপে বহু বৎসর কাটিয়েছে – আর তা সত্ত্বেও, যীশুর আত্মাকে তারা অতি সামান্যই প্রতিফলিত করে। তারা হয় জটিল, খামখেয়ালী, বিদ্রুপকারী, নেতিবাচক, এবং স্বার্থপর। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার

26. White, Rethinking the Church, 59.

পূর্বতন মণ্ডলীর সদস্য জর্জের মতো হয়: প্রতি বৎসর তারা অধিকতর রূপে যীশুর ন্যায় হয় না। তাদের যুক্তি খুব সোজা।

৩. আত্মিক বৃদ্ধি ততটা সময়ের বিষয় হয় না, যতটা সেটি ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা ও ইচ্ছাকৃত প্রশিক্ষণের বিষয় হয়ে থাকে। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেছেন, "বস্তুতঃ এতকালের মধ্যে শিক্ষক হওয়া তোমাদের উচিৎ ছিল, কিন্তু কেহ যে তোমাদিগকে ঈশ্বরীয় বচনকলাপের আদিম কথায় অক্ষরমালা শিক্ষা দেয়, ইহা তোমাদের পক্ষে পুনর্বার আবশ্যক হইয়াছে; এবং তোমরা এমন লোক হইয়া পড়িয়াছ, যাহাদের দুগ্ধে প্রয়োজন, কঠিন খাদ্যে নয়। কেননা যে দুগ্ধপোষ্য, সে ত ধার্মিকতার বাক্যে অভ্যস্ত নয়; কারণ সে শিশু। কিন্তু কঠিন খাদ্য সেই সিদ্ধ বয়স্কদেরই জন্য, যাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল *অভ্যাসপ্রযুক্ত* সদসৎ বিষয়ের বিচারনে পটু হইয়াছে। অতএব আইস, আমরা খ্রীষ্ট বিষয়ক আদিম কথা পশ্চাৎ ফেলিয়া সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই" (ইব্রীয় ৫.১২–৬.১ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)।[27] "এতকালের মধ্যে" উক্তির উপরে ভিত্তি করে আমরা ধরে নিতে পারি যে, শাস্ত্রের এই অংশটি সেই সকল বিশ্বাসীদের প্রতি লেখা হয়েছিল, যারা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সময় যাবৎ খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল। অনুগ্রহে যাত্রার শিক্ষক হওয়ার পরিবর্তে তাদের কথা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, তারা তখনও শিশুদের খাদ্য ভোজন করছিল। প্রাপ্ত বয়স্কদের খাদ্য ভোজন করার পথ এবং পরিপক্ক খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার পথ হল ধার্মিকতায় নিজেদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে – যে প্রশিক্ষণ তাদের সাহায্য করবে সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ করতে এবং উত্তম ও শ্রেয়র মধ্যে প্রভেদ করতে। এই হল খ্রীষ্টিয়ান সিদ্ধতার, অথবা খ্রীষ্টে পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হওয়া, যেটি অনুতাপি বিশ্বাসীকে সক্ষম করবে

---

27. ওয়েসলি পছন্দ করতেন পবিত্রীকরণকে খ্রীষ্টিয়ান পরিপূর্ণতা রূপে বর্ণনা করতে, এমন কি তিনি তাঁর বিখাত ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরমালার শীর্ষক দিয়েছেন A Plain Account of Christian Perfection (খ্রীষ্টিয়ান পরিপূর্ণতার একটি পরিকল্পিত বিবরণ)। পরিপূর্ণ প্রেম, অথবা "ঈশ্বর পরিপূর্ণ করেন প্রেমে," এই অনুভব এই জীবনে পাওয়া যেতে পারে, এই যুক্তি দেখাতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন : (১) পরিপূর্ণতার মতো এমন কিছু আছে; কারণ শাস্ত্রে বারংবার এটির উল্লেখ আছে। (২) এটি ধার্মিক গণিত হওয়ার মতো এত তাড়াতাড়ি হয় না, কারণ ধার্মিক গণিত ব্যক্তিদের 'সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর' হতে হয় (ইব্রীয় ৬.১)। (৩) এটি মৃত্যুর মতো এত দেরিতেও হয় না, কারণ সাধু পৌল বলেছেন জীবিত ব্যক্তিদের বিষয়ে, যারা ছিল পরিপূর্ণ। (ফিলিপীয় ৩.১৫)।" Wesley, A Plain Account of Christian Perfection, Annotated, eds. Randy L. Maddox and Paul W. Chilcote (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 2015).

সেই সকল মাংসের বিষয়গুলি থেকে সরে আসতে, যেগুলি তার হৃদয়ে এখনও অবশিষ্ট ছিল।[28]

ইব্রীয় শাস্ত্রে "অভ্যাসপ্রযুক্ত" কথাটি জটিল। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হয় ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা, এবং এটি এই অন্তর্নিহিত অর্থ করে যে, আমরা খ্রীষ্টিয়ানগণ, খ্রীষ্টে আমাদের নিজেদের আত্মিক বৃদ্ধিতে যোগদান করি। প্রচুর অন্যান্য দৃষ্টান্তও আছে : "নিজেকে সজ্জিত কর! বিশ্বাস গাঁথিয়া তুল! প্রতিযোগিতায় দৌড়াও! হৃদয়কে সুরক্ষিত রাখ!" এই সকল কিছুই বাইবেলের প্রত্যাদেশ যেন আমরা জগতে সেই কাজ করি, যে কাজ ঈশ্বর আমাদের মধ্যে করেন। এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় নির্দিষ্ট অভ্যাসের মাধ্যমে – অথবা অনুগ্রহের পথ দ্বারা – যেটিকে জন ওয়েসলি পবিত্রতার কার্যাবলী ও দয়ার কার্যাবলী বলে অবিহিত করেছেন।[29] পবিত্রতার কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত থাকে অনুগ্রহের প্রতিষ্ঠিত উপায়, যেমন প্রার্থনা করা, বাইবেল পাঠ করা, উপবাস করা, প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা, এবং অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করা। দয়ার কাজগুলিও হয় অনুগ্রহের উপায় যখন অন্যদের পরিচর্যা করা হয় যেমন, "ক্ষুধার্তকে খেতে দেওয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা, অতিথিদের সেবা করা, যারা কারাগারে আছে অথবা যারা অসুস্থ তাদের সঙ্গে

---

28. জন ওয়েসলি তাঁর "The Repentance of Believers," (বিশ্বাসীদের অনুতাপ) শীর্ষকের উপদেশে সেই সকল খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা ক্রমাগত ভাবে অনুতাপ করার উপরে জোর দিয়েছেন, যারা পবিত্র জীবন যাপন করবে। পবিত্রতার একটি সভায় দেওয়া একটি পত্রে, ধর্মীয় শিক্ষাস্থান থেকে আমার ধর্মতত্ত্ব শিক্ষকদের মধ্যে একজন, রব এল স্ট্যাপেল বলেছেন, "সমগ্র পবিত্রীকরণ বোঝা যেতে পারে আমাদের গন্তব্য থিয়োসিস [ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নবায়নের] অঙ্গীকার রূপে, সেই সঙ্গে ক্রমাগত অনুতাপ থাকবে সেই সকল কিছুর জন্য, এবং পরিণাম স্বরূপ শুচিকরণ হবে সেই সকল কিছু থেকে, যেগুলি সেই অঙ্গীকারকে বাধা দেয় অথবা তার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়, তার প্রতি একটি পূর্ণ অঙ্গীকার রূপে, অথবা যেটিকে ওয়েসলি বলেছেন 'বিশ্বাসীদের অনুতাপ' যেটিকে তিনি বলেছেন 'আমাদের খ্রীষ্টিয়ান পথের পরবর্তী প্রতিটি স্তরের জন্য আবশ্যক।'" Staples, "Things Shakable and Things Unshakable in Holiness Theology," Revisioning Holiness Conference, Northwest Nazarene University, February 9, 2007.

29. "'অনুগ্রহের পথ' কথাটি থেকে আমি বুঝতে পারি একটি বাইরের চিহ্ন, বাক্য, অথবা কাজ, যেটি ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত এবং যেটি এই উদ্দেশ্যে নিরূপিত করা হয়েছে যেন সেটি সাধারণ পথ হয়, যার দ্বারা তিনি মানুষকে জ্ঞাত করতে, আটকাতে, ধার্মিক গণিত করতে, পবিত্রীকরণের অনুগ্রহ দিতে পারবেন।" Wesley, "Sermon 16: The Means of Grace," II.1, http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-16-the-means-of-grace/. অনুগ্রহের পথকে কখনো কখনো আত্মিক অনুশাসন বলা হয়েছে।

সাক্ষাৎ করা, এবং অজ্ঞদের শিক্ষা প্রদান করা।”[30] আমরা অনুগ্রহের কাজগুলি করে থাকি এমন কি তখনও, যখন আমরা সেগুলি দান রূপে পেয়ে থাকি, কারণ আমাদের অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়।”[31]

যাইহোক, আমাদের যত্নশীল হতে হবে যেন আমরা অংশগ্রহণ করাকে নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে মিলিয়ে না ফেলি। আমরা আমাদের আত্মিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করি না – অথবা এমন কি সেটিকে আমরা ঘটাই না। কিছু কিছু বিষয় আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। আমরা একটি টেক্সট মেসেজ করতে পারি, বাসে চড়তে পারি, অথবা মুদিখানার পণ্য কিনতে পারি। এ ছাড়া আরও বহু কিছু আছে যেগুলি সম্পর্কে আমরা কোনো কিছুই করতে পারি না। আমরা আবহাওয়ার পরিবর্তন করতে পারি না। আমাদের জিন আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। এমন কিছু আছে যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আবার এমন কিছু আছে যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না – উভয়ই আছে।

অবশ্য আরও একটি তৃতীয় শ্রেণী আছে: সেই বিষয়গুলি, যেগুলি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না কিন্তু সেগুলিতে আমরা সহযোগিতা করতে পারি। ঘুমানোর বিষয়টি ভেবে দেখুন। আপনার যদি কখনো সন্তান থেকে থাকে, তাহলে তাদের ঘুমোতে যেতে বলার বিষয়ে আপনি সুপরিচিত হবেন। কখনো কখনো তারা বলবে “আমার ঘুম আসছে না!” আংশিক ভাবে তারা সঠিক থাকে। তারা সেই ভাবে নিজেরা ঘুমিয়ে যেতে পারে না, যেভাবে আপনি ফোন করতে পারেন। মাতা পিতা হিসাবে আমরা আমাদের সন্তানদের আশ্বস্ত করি যে, ঘুমিয়ে পড়ার জন্য তারা কিছু করতে পারে। তারা বিছানায় শুয়ে পড়তে পারে, আলো নিভিয়ে দিতে পারে, তাদের চোখ বন্ধ করতে পারে, লঘু সংগীত শুনতে পারে, আর তখন ঘুম এসে যাবে। ঘুম তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কিন্তু তারা অসহায় নয়। তারা নিজেদেরকে ঘুমের কাছে সমর্পণ করতে পারে এবং সেটিকে তাদের মধ্যে আসতে দিতে পারে। আত্মিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সেটিই সত্য হয়। আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করতে পারি না

---

30. Joel B. Green and William H. Willimon, eds., Wesley Study Bible New Revised Standard Version (Nashville: Abingdon Press, 2009), 1488, footnote “Going on to Perfection.”

31. অনুগ্রহের পথ সম্পর্কে আরও অধিক কিছুর জন্য দেখুন ৫ অধ্যায় “স্থিরকারী অনুগ্রহ।”

অথবা আমরা নিজেদেরকে যীশুর ন্যায় করে তুলতে পারি না। পবিত্র ব্যক্তি আমাদের পবিত্র করতে পারেন। ঈশ্বর হলেন আমাদের পবিত্রকারী। অবশ্য, আমাদের পরিত্রাণের ক্ষেত্রে যেমন হয়, সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা নিজেদের পরিত্রাণ করি না, কিন্তু পরিত্রাণকারী অনুগ্রহকে আমাদের হাঁ বলতে হবে।

বিখ্যাত শিষ্যত্বের শিক্ষক ডালাস উইলার্ড প্রসিদ্ধ রূপে বলেছিলেন, "অনুগ্রহ কোনো প্রচেষ্টার বিরোধী নয়; এটি উপার্জনের বিরোধী।"[32] অনুগ্রহ হল পুনর্জন্ম, ধার্মিক গণিত হওয়া, এবং ক্ষমার থেকে অনেক বেশি।" শিষ্যত্বের সম্পূর্ণ যাত্রায় অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়। তা সত্ত্বেও, হয়তো আমাদের সময়ের বড় বিপদ এই নয় যে আমাদের শিষ্যত্বের যাত্রায় আমরা অনেক কিছু করছি বলে মনে করছি, কিন্তু আমরা মনে করছি আমাদের কিছুই করার নেই। নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘটতে থাকা ঘটনাকে মেনে নেওয়া আইনসর্বস্বতা হওয়া অপেক্ষা বিপজ্জণক। পৌল যখন বললেন পুরাতন ব্যক্তিকে খুলে ফেলতে এবং নূতন ব্যক্তিকে পরিধান করতে হবে, তখন তিনি অবশ্যই এই অর্থ করলেন যে, ঈশ্বরের সাহায্য নিয়ে এটি আমাদেরকেই করতে হবে। এই বিষয়ে পৌল আপোষহীন : "আর ভক্তিতে দক্ষ হইতে অভ্যাস কর" (১ তীমথিয় ৪.৭)। এবং পুনরায় তিনি বললেন, "তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের স্থলে যাহারা দৌড়ে, তাহারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল এক জন পুরস্কার পায়? তোমরা এরূপে দৌড়, যেন পুরস্কার পাও" (১ করিন্থীয় ৯.২৪)।

অনুগ্রহের অর্থ হয় ঈশ্বর সেই সকল কিছু করেছেন যেগুলি আমরা আমাদের জন্য করতে পারতাম না, কিন্তু এর অর্থ এই হয় না যে, আমরা এখন এমন প্রাপক হয়ে গিয়েছি, যারা সেই সম্পর্কে কোনো যোগদান দেয় না। এই ভ্রান্ত ধারণা বহু খ্রীষ্টিয়ানদের হাত তুলে দেওয়া শিষ্যত্বের মনোভাবের জন্য দায়ী হয়, যার ফলে আত্মিক বৃদ্ধির ও পরিপক্কতার অভাব হয়। আর তাই, ডালাস উইলার্ড বলেছেন, "যেমন যীশু বলেছেন তেমন আমরাও জানি, "আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না" (যোহন ১৫.৫)।

---

32. Dallas Willard, The Great Omission: Reclaiming Jesus's Essential Teachings on Discipleship (New York: HarperCollins, 2006), 61.

কিন্তু ভাল হবে যদি এই পদটিকে আমরা পিছনের দিক থেকে পাঠ করি, 'তোমরা যদি কিছুই না কর, তাহলে সেটি হবে আমা ভিন্ন।' আর এটিই হল সেই অংশ, যেটি শুনতে আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়।"[33] ঈশ্বরের কার্য্যকারী অনুগ্রহের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করি সেই সকল কাজের, অনুশাসনের এবং অভ্যাসের চারিদিকে আমাদের জীবনকে পুনর্বিন্যাস করে, যেগুলি যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আদর্শ রূপে দেখানো হয়েছিল। এ ছাড়াও, সেগুলিতে আমরা যোগদান করি আমাদের নিজেদের পবিত্রীকরণ অর্জন করার জন্য নয়, কিন্তু প্রশিক্ষণের দ্বারা সেটি সম্পন্ন করার জন্য, যেটি আমরা "অধিকতর প্রয়াস" করেও করতে পারি না।

৪. আত্মিক বৃদ্ধি হল এক সাম্প্রদায়িক প্রয়াস। অনুগ্রহের যাত্রার বিষয়ে পৌলের দ্বারা সাম্প্রদায়িক গুরুত্ব দেওয়াতে পশ্চিমের পাঠকগণ সাধারণত কিছুটা আশ্চর্য হয়ে যায়, যদিও পশ্চিমের নয় এমন সংস্কৃতির মানুষরা ইতিমধ্যেই জানে যে, এই পথে আমরা একাকী চলতে পারি না। মণ্ডলীর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্বের গ্রন্থ থেকে পুনরায় পাঠ করলে আমরা পাই, "যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট, তাহা হইতে সমস্ত দেহ, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার যোগায় তদ্বারা যথাযথ সংলগ্ন ও সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগের স্ব স্ব পরিমাণানুযায়ী কার্য্য অনুসারে দেহের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, আপনাকেই প্রেমে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য করিতেছে" (ইফিষীয় ৪.১৬; গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)। যে সংস্কৃতি ব্যক্তিগত ভাবে আত্মিক হওয়া সহ, ব্যক্তিবাদের বেদির সামনে মাথা নত করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তার কাছে এই সকল পদ যতই অদ্ভুত বলে মনে হোক না কেন, পৌলের বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, আমাদের শিষ্যত্ব কখনোই একক ব্যক্তির হোক এমন উদ্দেশ্য ছিল না। দেহের প্রতিটি "অংশ" (ব্যক্তি) হয় গুরুত্বপূর্ণ, আর করার জন্য তাদের নিজস্ব কাজ থাকে, কিন্তু সকলের একক কাজগুলির একটি সাধারণ প্রকাশ্য উদ্দেশ্য থাকে; যেন অন্যান্য অংশগুলির বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করা হয়।

এটি হল পবিত্র সমন্বয়। "সমন্বয়" কথাটি আসে গ্রীক শব্দ সিনারগোস থেকে, যার অর্থ হয় "একত্রে কাজ করা।" এমন বলা হয়েছে যে,

---

33. Willard, "Spiritual Formation: What It Is, and How It Is Done," n.d., http://www.dwillard.org/articles/individual/spiritual-formation-what-it-is-and-how-it-is-done.

সকলের সম্মিলিত ভাবে করা সম্পূর্ণ কাজটি একক অংশগুলির কাজের যোগফল অপেক্ষা অধিক হয়, অথবা একটি অংশ একক ভাবে যে প্রভাব ফেলবে, সেটি অপেক্ষা সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সম্মিলিত ভাবে বৃহত্তর প্রভাব ফেলবে। সমন্বয় পাওয়া যায় প্রকৃতির মধ্যে, ব্যবসায়ে, ক্রীড়ায়, এবং পারিবারিক সম্পর্কে। এই হল পারস্পরিক অধীনতার, পারস্পরিক প্রতিফলনের এবং পারস্পরিক বোঝাবুঝির শক্তি।[34]

পারস্পরিক বোঝাবুঝির একটি জনপ্রিয় দৃষ্টান্ত হল জেব্রা ও অক্সপেকার নামক আফ্রিকার ছোট্ট পাখিরা। এই অক্সপেকার পাখিরা জেব্রাদের পিঠ থেকে এঁটেল পোকা খেয়ে নেয়, যে কাজটি এক প্রকারের কীট নাশকের কাজ করে, আর কোনো শিকারিকে কাছে আসতে দেখলে এই অক্সপেকার পাখিরা ভয় পেয়ে একটি হিস হিস শব্দও করতে থাকে, যেটি জেব্রাদের সাবধান করে দেয়। জেব্রাগুলি এই পাখিদের প্রচুর আহার যোগায়, আবার এই পাখিরা জেব্রাদের দেয় পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্য। বিভিন্ন দিক থেকে এই দুইটি প্রাণী সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন বটে, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য তাদের উভয়কেই উভয়ের প্রয়োজন হয়।

সমন্বয় হল স্বাস্থ্যবান মণ্ডলীর জন্য আরও একটি উপায়, যেটি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যেটি আছে প্রেমে পূর্ণ (গ্রীক ভাষায় যে প্রেমকে আগাপে বলা হয়)। দায়িত্ব পালন করা, উৎসাহ প্রদান করা, উপদেশ দেওয়া, অনুরোধের প্রার্থনা করা, এবং সমর্থন করা অসম্ভব হয়ে যায় যদি অন্যান্য ব্যক্তিরা না থাকে। আমরা পবিত্র প্রজা হয়ে যাই সম্মিলিত ভাবে। সমাজের মধ্যে আমরা স্পষ্ট রূপে ঈশ্বরের রব শুনি। প্রেম অগভীর হয়ে যায় যতক্ষণ না প্রকৃত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমে জীবন যাপন করা হয়। অনুগ্রহের যাত্রা হল একটি দলগত ঘটনা।[35]

তাই সেগুলি এখানে পাশাপাশি আছে। শিষ্যত্বে বৃদ্ধি লাভের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র সমীকরণ।

জনপ্রিয় সমীকরণ:

---

34. পারস্পরিক অধীনতার সম্পর্কে বাইবেলের ধারণা আরও ভাল করে বোঝার জন্য নূতন নিয়মে মানব দেহকে রূপক রূপে ব্যবহৃত পৌলের শিক্ষাগুলি দেখুন (১ করিন্থীয় ১২, ইফিষীয় ৪)। পারস্পরিক বোঝাবুঝি সম্পর্কে খ্রীষ্টিয়ান বিবাহের উপরে শিক্ষা দেখুন (ইফিষীয় ৫)।

35. White, Rethinking the Church, 61. আরও দেখুন ৫ অধ্যায় ও খ্রীষ্টিয়ান দায়িত্বের উপরে গুরুত্ব এবং স্থিরকারী অনুগ্রহ।

পরিত্রাণ + সময় + ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি = আত্মিক বৃদ্ধি

পবিত্রতার সমীকরণ:

অনুগ্রহ + ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা + খ্রীষ্টিয়ান সমাজ = খ্রীষ্টের ন্যায় হওয়া

খ্রীষ্টিয়ানদের বলা হয়ে থাকে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে, যেটি এই কথা বলার আর একটি উপায় যে, আমরা যেন যীশুর সদৃশে বৃদ্ধি পাই। আমরা নূতন জীবন লাভ করি খ্রীষ্টের থেকে যেন আমরা খ্রীষ্টে বৃদ্ধি লাভ করি। ঈশ্বর পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ করেন। এটি হল পবিত্রীকরণের অনুগ্রহ। আমি এমন কাউকে জানি না যিনি এটিকে সি এস লুইস অপেক্ষা অধিক খামখেয়ালী রূপে বলেছিলেন:

> আপনি নিজেকে একটি বাসগৃহ রূপে কল্পনা করুন। ঈশ্বর আসলেন সেটি পুনর্নির্মাণ করার জন্য। প্রথমে হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন যে তিনি কি করছেন। তিনি নালীগুলি মেরামত করছেন, ছাদের ছেঁদাগুলি বন্ধ করে দিচ্ছেন ইত্যাদি, আপনি জানেন যে এই কাজগুলি করা প্রয়োজন আর তাই আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন না। কিন্তু তারপর তিনি গৃহটিকে এমন ভাবে আঘাত করতে থাকলেন যেটি ভীষণ ভাবে বেদনাদায়ক হয় আর যেটি অর্থহীন বলে মনে হয়। তাহলে তিনি কি করতে চলেছেন? ব্যাখ্যা হল এই যে, আপনি যেমন ভেবেছিলেন তার থেকে ভিন্ন একটি গৃহ তিনি নির্মাণ করতে চলেছেন – এখানে তিনি একটি নূতন চালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন, সেখানে একটি অতিরিক্ত মেঝে তৈরি করলেন, উঁচু মিনার তৈরি করলেন, উঠোন তৈরি করলেন। আপনি ভাবলেন যে আপনাকে একটি সুন্দর ছোট্ট কুটীরে পরিণত করা হচ্ছে: কিন্তু তিনি নির্মাণ করলেন একটি বিশাল প্রাসাদ। তাঁর ইচ্ছা এই যে তিনি স্বয়ং এসে সেই প্রাসাদে বাস করবেন।[36]

ঈশ্বর না কেবল আমাদের রক্ষা করেন, কিন্তু তিনি আমাদের রূপান্তরিতও করেন। আমরা যেখানে থাকি, সেখানেই তিনি আমাদের গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি আমাদের এতটাই প্রেম করেন যেন তিনি আমাদের সেখানেই ছেড়ে দেন না। যখন আমরা সম্পূর্ণ পবিত্রীকরণের জন্য নিজেদেরকে সমর্পণ করি এবং পূর্ণ রূপে পিতা ঈশ্বরের বশীভূত হই, তখন পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদের শুচি করেন ও আমাদের হৃদয়কে নির্মল করেন, ঈশ্বরের পুত্রের প্রতিমূর্তিতে আমাদের পুনর্গঠন করেন।

---

36. C. S. Lewis, *Mere Christianity* (New York: Touchstone, 1996), 175–76.

আমাদের চিন্তায়, কথায় ও কাজে তখন আমরা খ্রীষ্টের সদৃশ হয়ে যাই। আমাদের গৃহ নূতন মালিকের অধীনে থাকে।

"পবিত্রতার অর্থ হয় এই যে, আমাদের জীবনের কোনো একটি কোনাও যীশু খ্রীষ্টের নিয়ন্ত্রণ থেকে যেন রুদ্ধ করা না থাকে।"[37] নিয়ন্ত্রণ চাকা থেকে আমরা আমাদের হাত সরিয়ে নিই এবং সকল কর্তৃত্ব করার জন্য ও আদেশ দেওয়ার জন্য আমরা যীশুকে অধিকার দিয়ে দিই। আমরা বলি, "তুমি আমার পরিত্রাতা (পরিত্রাণ) হয়েছ, এখন আমি হাঁটুপাত করি আর তোমাকে আমার প্রভু (পবিত্রীকরণ) করি।" এক পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের পৃথক করে রাখা হয়, আর ঈশ্বরের নিষ্কপট প্রেম আমাদের মধ্যে দিয়ে বইতে থাকে। আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, প্রাণ, ও শক্তি দিয়ে আমরা সত্যে ঈশ্বরকে প্রেম করতে শুরু করি, এবং আমাদের প্রতিবাসীদের আমরা নিজের মতো প্রেম করি।

সমগ্র পবিত্রীকরণের সংজ্ঞা করা হয়েছে

সমগ্র পবিত্রীকরণ সম্পর্কে অন্তিম কয়েকটি শব্দ। "সমগ্র" কথাটি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ সমাপ্ত করাকে উল্লেখ করে না, কিন্তু এটির অত্যন্ত সঠিক অর্থ হয় পূর্ণতা। আমাদের মধ্যে এবং আমাদের উপরে ঈশ্বর ক্রমাগত ভাবে কাজ করে চলেন, সুতরাং সেই অর্থে, আমাদের জীবনের সেরা শিল্পকর্ম ক্রমাগত ভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না আমাদের গৌরবান্বিত হওয়া সহ, সকল কিছুর চরম পুনরুত্থান হয়।[38] সেই মুহূর্তে আমরা সম্পূর্ণ হই, পবিত্রীকরণের অনুগ্রহ দ্বারা যতটা সম্ভব আমরা

---

37. এই উক্তিটি আমি প্রথম বার ডেনিস কিনল এর দ্বারা ব্যবহৃত হতে শুনেছিলাম ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে মণ্ডলীর শিক্ষাস্থানের উপদেশে। এ ছাড়াও, যেমন আমার মনে পড়ে এটিই ছিল প্রথম বার, যখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার জীবনের উপরে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ, ঈশ্বরের দিক থেকে তাঁর হাতের কৌশলের অভিপ্রায়ে ছিল না কিন্তু এটি ছিল ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য একটি আকাঙ্খার কারণে। আমার অনুমান অনুসারে, কিনল ছিলেন ২০১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকের পবিত্রতা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম।

38. "গৌরবান্বিত হওয়া" কথাটি উল্লেখ করে মৃত্যুর পরে বিশ্বাসীদের অবস্থাকে এবং সকল কিছুর অন্তিম পুনরুত্থানের স্থিতিকে। "ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবশেষে আমরা গৌরবান্বিত হবো – খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হবো যখন তিনি পুনরায় আসবেন, আর তাঁর পূর্ণ সদৃশে রূপান্তরিত হবো, অনন্তকাল যাবৎ তাঁর গৌরবে সহভাগিতা করার জন্য।" Greathouse and Dunning, An Introduction to Wesleyan Theology, 54. এ ছাড়াও, ডাইয়ানা লেক্লার্ক গৌরবান্বিত হওয়াকে উল্লেখ করেছেন চরম পবিত্রীকরণ রূপে "যার মাধ্যমে মানুষকে পাপের উপস্থিতি থেকেই সরিয়ে নেওয়া হয়।" LeClerc, Discovering Christian Holiness, 318.

"পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণ" হই। আমাদের জীবন চিহ্নিত করা হয় *শালোম এর* নিদারুণ জাঁকজমকের দ্বারা। আমাদের জীবন সৃষ্টি ও পরিকল্পনা করার বিষয়ে ঈশ্বর যে ধারণা করেছেন, সেটিই হল *শালোম* । অবশ্যই *শালোমি* কথাটির অর্থ হয় শান্তি, কিন্তু এটির আরও অর্থ হয় পূর্ণতা, সম্পূর্ণতা, ঐক্য, এবং যার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সেই লক্ষ্য (*তেলোস*) নিয়ে সকল অংশের দ্বারা সমন্বয়যুক্ত রূপে কাজ করা।

যেমন আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি, সমগ্র পবিত্রীকরণ হল সারা জীবনের জন্য একটি নিরন্তর চলতে থাকা আত্ম-কেন্দ্রিক (মাংসিক) জীবন যাপন পদ্ধতি ত্যাগ করা এবং ঈশ্বরের পথ ও তাঁর ইচ্ছার প্রতি নিরন্তর প্রতিরোধহীন আজ্ঞাবহতায় নিজেকে সমর্পণ করা। যেমন যীশু অত্যন্ত সঠিক ভাবে বলেছেন: "কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাৎগামী হউক" (লুক ৯.২৩)।[39] ক্রুশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক জীবনের পরিণাম হয়, ঈশ্বরের ও প্রতিবাসীর প্রতি নিষ্কপট প্রেম প্রদর্শন করে খ্রীষ্টের সদৃশ হওয়া।

দ্য চার্চ অফ দ্য নাজারীন-এর দশম বিশ্বাসের নিবন্ধটি শুদ্ধিকরণটিকে এইভাবে বর্ণনা দেয়:

> আমরা বিশ্বাস করি যে সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণের কার্যটি হল ঈশ্বরের, পুনর্যোজনের ক্ষেত্রে পরবর্তী, যার দ্বারা বিশ্বাসীদেরকে আদি পাপ বা ভ্রষ্টাচার থেকে মুক্ত করা হয়েছে, এবং ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ উন্নতির একটি স্থিতিতে আনা হয়েছে, এবং প্রেমের পবিত্র আজ্ঞাবহতাটি নিখুঁত করেছে।
>
> এটিকে পবিত্র আত্মায় বা তাঁর পরিপূর্ণতার সাথে বাপ্তিস্ম দেওয়ার দ্বারা নির্মিত হয়েছে, পাপ থেকে হৃদয়ের শুদ্ধতার একটি অভিজ্ঞতার

---

39. সম্পূর্ণ পবিত্রীকরণের অন্তর্ভুক্ত থাকে সারা জীবন ব্যাপী নিজেকে (মাংসকে) অস্বীকার করা এবং নিজের ক্রুশ বহন করা। "প্রাথমিক পবিত্রতা আন্দোলনের দক্ষিণ শাখাগুলির নেতাদের মধ্যে অন্যতম, জে ও মেকক্লার্ককান, পবিত্রীকৃত জীবনের এই পরবর্তী অংশটিকে 'নিজের প্রতি এক গভীরতর মৃত্যু' রূপে উল্লেখ করেছেন, বাস্তবে যেটি সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান জীবন ব্যাপী ঘটা উচিৎ। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সম্পূর্ণ জীবনকে একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতার মধ্যে সংকুচিত করা যেতে পারে না।" Dunning, Pursuing the Divine Image, Kindle Location 853. এই বিষয়ে অধিক আলোচনার জন্য দেখুন William J. Strickland and H. Ray Dunning, J. O. McClurkan: His Life, His Theology, and Selections from His Writings (Nashville: Trevecca Press, 1998).

দ্বারা এবং পবিত্র আত্মার উপস্থিতিতে নিবাস করার, টিকে থাকার দ্বারা উপলব্ধ হয়, যা জীবন ও সেবার জন্য বিশ্বাসীকে সুসজ্জিত করে। সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণটিকে প্রভু যীশুর রক্তের দ্বারা প্রদান করা হয়েছে, যেটিকে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ পবিত্রকরণের দিকে অগ্রসর হয়; এবং এই কার্যটি এবং অনুগ্রহের স্থিতিটির বিষয়ে পবিত্র আত্মা সাক্ষ্য বহন করেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণের অনুগ্রহটি একজন খ্রীষ্টস্বরূপ শিষ্য রূপে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে দৈবিক প্ররোচনাটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যাইহোক, এই প্ররোচনাটি সচেতনভাবে করতে হবে এবং আত্মিক বিকাশটিকে ও খ্রীষ্টস্বরূপ চরিত্রের উন্নতি ও ব্যক্তিত্বটির বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে যত্নশীল ধ্যান দিতে হবে। তেমন উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া, একজনের সাক্ষ্যটি পঙ্গু হতে পারে এবং অনুগ্রহটি বিরক্তকর হতে পারে ও অন্তিমে হারিয়ে যেতে পারে।

অনুগ্রহের মাধ্যমগুলোতে অংশ নেওয়ায়, বিশেষ করে সহকারিতায়, শিষ্যত্বে, এবং চার্চের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে, বিশ্বাসীরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি পায় এবং সম্পূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীদেরকে ভালো বসতে পারে।[40]

আমাদেরকে একটি সহজ প্রশ্নের সাথে শুদ্ধিকরণের অনুগ্রহটির বিষয়ে আমাদের আলোচনাটিকে সমাপ্ত করতে হবে: কোন উদ্দেশ্যের জন্য? কেন এই বাঞ্ছিত পবিত্রতাটি প্রয়োজনীয়? তেমন খ্রীষ্টস্বরূপ হওয়ার সাথে চিহ্নিত একটি জীবন কেমন দেখাবে?

আমরা ফিরে যাই পরিপূর্ণ প্রেমে। সমগ্র পবিত্রীকরণ নৈতিকতার চূড়া নয়। এটি হল আত্ম-ত্যাগের চরম প্রকার। সমগ্র পবিত্রীকরণ হল পবিত্র প্রেম, যেটি আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। ওয়েসলি যে সমগ্র পবিত্রীকরণকে পরিপূর্ণ প্রেম বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এটি যথেষ্ট অবিদিত বিষয়। পবিত্রতা সম্পর্কে তাঁর শিক্ষায় এটি ছিল একমাত্র বিষয়বস্তু। মিলড্রেড ব্যাংস উইনকুপ এই বিষয়টিকে দেখিয়েছেন এমন দাবী করে যে:

40. Church of the Nazarene, Manual: 2017–2021, “X. Christian Holiness and Entire Sanctification” (Kansas City, MO: Nazarene Publishing House, 2017), 31–32.

খ্রীষ্টিয়ান সত্যের যে কোনো অংশ সম্পর্কে ওয়েসলি এর আলোচনা, তাঁকে দ্রুত পরিচালনা করতো প্রেমের মধ্যে। 'ঈশ্বর প্রেম।' প্রায়শ্চিত্তের প্রতিটি বিষয় হল প্রেমের একটি অভিব্যক্তি, প্রেমে পবিত্রতা, 'ধর্মের' অর্থ হল প্রেম। খ্রীষ্টিয়ান পরিপূর্ণতা হল প্রেমের পরিপূর্ণতা। মানুষের দিকে ঈশ্বরের প্রতিটি পদক্ষেপ, এবং ধাপে ধাপে মানুষের সাড়া দেওয়া, এইগুলি হল প্রেমের কিছু বিষয়।"[41] এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য, উইনকুপ যুক্ত করেছেন, "একথা বলা যে খ্রীষ্টিয়ান পবিত্রতা আমাদের *রাইজন দিত্রে* [অস্তিত্বে থাকার কারণ] হল এমন কথা বলা যে, যা কিছুই প্রেম সেই সকল কিছুর প্রতি আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ এবং বাস্তবিক সেটি এক বিরাট ক্রম।"[42]

সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রেম হল এই বিষয়ের কেন্দ্র বিন্দু। প্রেমের থেকে কম কোনো কিছুই পবিত্র জীবনে "অস্তিত্বে থাকার কারণ" নিরূপিত উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। প্রেম ব্যতিরেকে সমগ্র পবিত্রীকরণ সম্পর্কে যে কোনো ধারণাই হল কঠোর, আইন সংক্রান্ত, বিচারমূলক, এবং অপবিত্র। *আগাপে* (খ্রীষ্টিয়ান প্রেম) হল সেই প্রেম, যেটি আর সকল প্রাকৃতিক প্রেমকে সেগুলির সঠিক ক্রম অনুসারে ধরে রাখে।[43] *আগাপে*, অপর সকল ইচ্ছাকে পথ প্রদর্শন করে, ব্যাখ্যা করে, এবং নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু আমাদের উৎসাহিত করা হয়েছে আগাপেতে বৃদ্ধি পেতে, তাই আমরা বুঝতে পারি যে এটি দেওয়া হয়েছে এবং বর্ধিত করা হয়েছে; আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার নিবাস করার দ্বারা, এটি এক অনুগ্রহ দান

---

41. Mildred Bangs Wynkoop, A Theology of Love: The Dynamic of Wesleyanism (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1972), 36.

42. Wynkoop, A Theology of Love, 36.

43. এরোস, স্তোরগে, ফিলিয়ো, এবং আগাপে, প্রেম সম্পর্কে এই চারটি গ্রীক শব্দের অর্থপূর্ণ সারসংক্ষেপের জন্য আমি সুপারিশ করি উইনকুপের "প্রেম ও সহভাগিতা" নামক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আগাপে ব্যতীত অন্য শব্দগুলি হল প্রাকৃতিক প্রেম, যেখানে সামান্য প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। আগাপে না কেবল একটি ভিন্ন মাত্রার প্রেম, কিন্তু এটি হল একটি গুণ যার মাধ্যমে মানুষ জীবনকে সমন্বয়ে রাখে, এটি সম্ভবপর হয় কেবল মাত্র খ্রীষ্টের পূর্ণতায়। "যে প্রেমকে আমরা খ্রীষ্টিয়ান প্রেম বলে থাকি, সেটি অন্য প্রেমগুলির বিকল্প হয় না, আর না এটি অন্যান্য প্রেমগুলির অতিরিক্ত হয়, কিন্তু এটি হল সমগ্র ব্যক্তিত্বের গুণ, কারণ এটি খ্রীষ্টে কেন্দ্রিত হয়। যে বিকৃত আত্ম-অভিমুখীকরণ অন্যান্য সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে দেয় কারণ সেটি সেগুলিকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য (প্রায়ই অতি সামান্য ও বিভ্রান্তকর উপায়ে), সেটিকে পূর্ণতায় নিয়ে আসা হয় পবিত্র আত্মার সহবর্তী উপস্থিতির মাধ্যমে। এই সম্পর্কে, জীবনের অন্যান্য সকল সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, সুন্দর হয় এবং পবিত্র করা হয়।" Wynkoop, A Theology of Love, 38.

রূপে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের মধ্যে বৃদ্ধিও পাচ্ছে, উভয়ই। চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে, যদিও অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে প্রেমের দ্বারা অন্বেষণকারী (পূর্ব) অনুগ্রহের মাধ্যমে। আমাদের বন্দি করা হয়েছে পবিত্র প্রেমের দ্বারা পরিত্রাণকারী অনুগ্রহের মাধ্যমে। আমাদের শুচি করা হয় এবং আপাদের পৃথক করা হয় পবিত্র প্রেমে পবিত্রীকরণের অনুগ্রের মাধ্যমে। আমরা যখন পবিত্র প্রেমে উপচে পড়ি, তখন আমরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করি। এই ভাবে আমরা খ্রীষ্টে জীবনের পূর্ণতা উপলব্ধি করি।

৫

ধারণকারী অনুগ্রহ

আর যিনি তোমাদিগকে উছোট খাওয়া হইতে রক্ষা করিতে, এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করিতে পারেন, যিনি একমাত্র ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা তাঁহারই প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্তৃত্ব হউক, সকল যুগের পূর্বাবধি, আর এখন, এবং সমস্ত যুগ পর্য্যায়ে হউক। আমেন।

– যিহূদা ১.২৪–২৫

প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন কোনো একটি ভোর আসে। কোনো কোনো সময়ে এটি ঘটে তৎক্ষণাৎ আর কোনো কোনো সময়ে এটি ঘটে অনুগ্রহের যাত্রায় এগিয়ে গেলে: *খ্রীষ্টের প্রভুত্বের কাছে আমার জীবনের বিষয়গুলি অসমর্পিত থাকে।* (সি এস লুইস এর দৃষ্টান্তে ফিরে গেলে) *নূতন গৃহ রূপে আমার গড়ে ওঠার জন্য এখনো সুযোগ আছে, যে গৃহটি ঈশ্বরের কাজের জন্য বন্ধ ছিল।*

যেহেতু ঈশ্বর নিরলস ভাবে আমাদের পবিত্রতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ, আমাদের অধিক থেকে অধিকতর রূপে যীশুর ন্যায় করছেন, তাই পবিত্র আত্মা পরীক্ষা করে দেখতে চান, "সকল কিছু কি আমার? তোমার সকল কিছু কি আমার অধিকারে? তুমি কি কোনো কিছু আটকে রেখেছ?"

প্রথমে আমরা হয়তো এমন উত্তর দিতে পারি, "তুমি সকল কিছুই নিতে পার, কিন্তু (শূন্য স্থান পূর্ণ করুন)। আমি তোমাকে আমার ৯৯

শতাংশ দিয়ে দিয়েছি। আমি কি কোনো কিছুই নিজের জন্য রাখতে পারি না? তুমি কি *সকল কিছুই* নিতে চাও?”[1]

আমাদের শিষ্যত্বের চরম অন্তিম লক্ষ্য (তেলোস) পূর্ণ করার জন্য ধৈর্যশীল প্রেম ও অবিচল নিষ্ঠার দ্বারা যীশুর আত্মা আমাদের কানে কানে বলেন, “হ্যাঁ, তোমরা সকলে। এক শত শতাংশ। কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখবে না।”

সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের হওয়ার অর্থ হয় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত জীবনে সকল কিছুর ভাগীদার হওয়া। যেমন যেমন ভাবে আমাদের অধিকতর বিষয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ত্যাগ করি, তেমন তেমন ভাবে আমরা অধিকতর শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করি। ওসওয়ার্লড চেম্বার্স বিশ্বাস করেন যে, অনন্তজীবন ঈশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহ দান নয়। এ ছাড়াও যীশুর পুনরুত্থানের পরে এবং পঞ্চাশত্তমীর অনুমান করে, যে আত্মিক শক্তি তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেটি পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দান নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মাই হলেন সেই শক্তি (প্রেরিত ১.৮)। পরিণাম হল জীবনের প্রাচুর্যের এক অন্তহীন সরাবরাহ, যেটি বৃদ্ধি পেতে থাকে ঈশ্বরের জন্য প্রতিটি ত্যাগের সঙ্গে। “এমন কি সর্বাপেক্ষা দুর্বল পবিত্র ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রের ঈশ্বরত্বের শক্তি অনুভব করতে পারে, যখন সে ‘ত্যাগ স্বীকার করতে’ ইচ্ছুক হবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের ক্ষমতার সামান্য কিছুও ‘ধরে রাখার’ চেষ্টা আমাদের মধ্যে যীশুর জীবনকে কেবল মাত্র হ্রাস করে দেবে। আমাদের ক্রমাগত ভাবে ত্যাগ করতে হবে, ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত রূপে, তখন ঈশ্বরের মহান পূর্ণ জীবন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, প্রতিটি অংশের মধ্যে প্রবেশ করবে।”[2]

মানব হৃদয় হল পাপের ও অবাধ্যতার স্থান, কিন্তু এটি আরও হল অনুগ্রহ ও পবিত্রতার স্থান। অন্বেষণকারী অনুগ্রহে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে আকর্ষিত করেন, পরিত্রাণ করার অনুগ্রহে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে গ্রহণ করেন; পবিত্রীকরণের অনুগ্রহে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে শুচি করেন।

---

1. “কখনো এমন চিন্তা করা থেকে সাবধান থাকবেন যে, ‘ওহ এটা আমার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।’ এটা যে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই বিষয়টি ঈশ্বরের কাছে একটি অত্যন্ত বড় বিষয় হতে পারে। ঈশ্বরের সন্তানদের দ্বারা কোনো কিছুই ছোট বলে মনে করা উচিৎ নয়। আমাদের জীবনের কোনো কিছুই ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বহীন বিষয় হয় না।” Chambers, My Utmost for His Highest, 76–77.

2. Chambers, My Utmost for His Highest, 74–75.

আমাদের প্রবণতা দাসের হৃদয় থেকে চলে যায় সন্তানের হৃদয়ে। আমরা আবিষ্কার করি, আমরা এই ভয়ে ঈশ্বরের পরিচর্যা করি না যে যদি আমরা আজ্ঞা পালন না করি তাহলে কি হবে; এর পরিবর্তে আমাদের দেওয়া হয়েছে প্রেমের হৃদয়, যেটি আমাদের দেয় আজ্ঞা পালন করার ইচ্ছা। অবশ্য, ভ্রান্ত হবেন না, অনুগ্রহের সমগ্র যাত্রাতে খ্রীষ্টের দাবী হলাম আমরা সকলে – সমগ্র, সম্পূর্ণ, পুরোপুরি – এর থেকে কম কিছু নয়।

পবিত্রতার উদ্দেশ্য হয় পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য পৃথক করে রাখা এবং যীশুর আত্মাতে পূর্ণ হওয়া, যেন আমাদের মানসিকতা, লক্ষ্য, এবং মনোভাব হয় খ্রীষ্টের ন্যায়। আমরা নিজেদেরকে অস্বীকার করি, যার অর্থ হয় "আমার" উপরে আমরা আমাদের অধিকার ত্যাগ করি। আমরা আমাদের ক্রুশ তুলে নিই, যার অর্থ হয় আমরা আমাদের অধিকার যীশুকে হস্তান্তর করে দিই, আর আমরা জীবন লাভ করি। যখন খ্রীষ্টে আমরা আমাদের জীবন হারাই, তখন আমরা সেটি পাই। যেটি ঈশ্বরকে দেওয়া হয় না, অবশেষে সেটি হারিয়ে যায়; ঈশ্বরের জন্য যেটি মুক্ত করা হয়, সেটিকে কেউ নিতে পারে না। "কেননা তোমরা মরিয়াছ, এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত হইয়াছে" (কলসীয় ৩.৩)। পবিত্রীকরণ হয় সম্পূর্ণ।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের পবিত্র হওয়া আমাদের পবিত্রীকরণের উৎস হয় না। আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করতে পারি না; আমরা নিজেদের পবিত্র করি না। যীশুর আত্মা এটি করেন। যীশুর ন্যায় হওয়ার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। আকাঙ্খা যথেষ্ট নয়, আর আরম্ভ কেবল মাত্র ততটা দূরই যাবে। আমাদের মধ্যে অবশ্যই যীশুর আত্মাকে থাকতে হবে, অথবা পৌল যেমনটি বলেছেন, আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টকে মূর্তিমান হতে হবে (গালাতীয় ৪.১৯)।

বিভিন্ন বিষয়ে, যীশুর দিনগুলিতে ফরীশীগণ ছিল সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। তারা ছিল নৈতিক, তারা ছিল শুচি, আর তারা ছিল উত্তম। তা সত্ত্বেও, তাদের উত্তমতা ছিল ব্যবহার পরিবর্তন করার মাধ্যমে এবং পাপ নিয়ন্ত্রণ করার একটি পদ্ধতির মাধ্যমে পবিত্র থাকার জন্য তাদের প্রচেষ্টা, যেখানে তাদের হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন হতো না। তারা চেয়েছিল ঐশ্বরিক হতে ও পবিত্র জীবন যাপন করতে, কিন্তু তাদের নিজেকে অস্বীকার করা পরিণত হয়েছিল তাদের আত্ম পরিচর্যায় আর তাদের ক্রুশ বহন করা

তাদের প্রেমী হওয়া কম করে দিয়েছিল। একজন তার বাইরের দিকটা ততক্ষণই ঠিক রাখতে পারে, যতক্ষণ না তার ভিতরটা বাইরে চলে আসে। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যা কিছু আপনার হৃদয়ে আছে, সেটি বেরিয়ে আসবেই। ফরীশী খ্রীষ্টিয়ানগণ – যারা নিজেদের পরিচালিত প্রয়াস এবং মাংসের দ্বারা পবিত্র জীবন যাপন করার চেষ্টা করে – তারা সর্বদাই পূর্ণ জীবন যাপন করতে অক্ষম হবে, কারণ যীশুর মতো হতে চাওয়াই যথেষ্ট নয়। যীশুর আত্মাকে আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। এই হল হৃদয়ে পবিত্রতার ক্রুশ। শক্তিশালী, সক্ষম হওয়ার জন্য এবং পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য অনুগ্রহের আবশ্যকতা হয়।

ডালাস উইলিয়াম ব্যাখ্যা করেছেন যে, পবিত্র জীবনের জন্য প্রকৃত পক্ষে যীশুর অনুকরণ করতে নিজের মনগড়া পথে যে কোনো প্রকার চেষ্টা করা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন হয় অনুগ্রহের। “যদি আপনি সত্যিই আগ্রাসী অনুগ্রহের মধ্যে থাকতে চান, তাহলে আপনি কেবল মাত্র পবিত্র জীবন যাপন করুন। একজন প্রকৃত পবিত্র ব্যক্তি অনুগ্রহ জ্বালাতে থাকে ঠিক যেভাবে বিমান ৭৪৭ উড়ে যাওয়ার সময় ইন্ধন জ্বালাতে থাকে। সেই প্রকারের ব্যক্তি হয়ে যান, যিনি নিয়মিত ভাবে তাই করেন, যা যীশু করেছিলেন এবং বলেছিলেন। আপনি পাপ করে যত না অনুগ্রহ পেয়েছেন, তার থেকে অধিক অনুগ্রহ আপনি পাবেন পবিত্র জীবন যাপন করে, কারণ আপনি যে প্রতিটি পবিত্র কাজ করবেন সেগুলিকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা সফল করতে হবে। আর সেই সফল করা হল সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের কার্য্যকর অনুগ্রহ, যেটি আপনি উপার্জন করেন নি।[3] আমাদের অবশ্যই অবিরত ভাবে পেতে হবে ঈশ্বরের কার্য্যকর অনুগ্রহ – সেই অনুগ্রহ, যেটি পতন থেকে আমাদের রক্ষা করে (যিহূদা ১.২৪)।

একথা বলা সত্ত্বেও, রক্ষা করতে থাকা অনুগ্রহ, আমাদের অংশগ্রহণ করার প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না। ৪ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, অনুগ্রহের অর্থ হয় ঈশ্বর সেই সকল কিছুই করে দিয়েছেন যা আমরা আমাদের জন্য করতে পারতাম না, কিন্তু এর অর্থ এই হয় না যে, এখন আমরা এমনই “অনুগ্রহের দাবীদার” হয়ে গিয়েছি, যারা সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কোনো কিছুই করবে না। ঈশ্বরের কার্য্যকর

3. Willard, The Great Omission, 62.

অনুগ্রহের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করি আমাদের জীবনকে সেই সকল কার্য্যকলাপের, অনুশাসনের, এবং অভ্যাসের প্রতি সমর্পণ করে, যীশু যেগুলির পরিকাঠামো নির্মাণ করেছিলেন। আমরা সেগুলিতে অংশগ্রহণ করি আমাদের পবিত্রীকরণ অর্জন করার জন্য নয়, কিন্তু কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা যা আমরা করতে পারতাম না, সেটিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব করতে।

দান করা ধার্মিকতা

হয়তো আরোপিত ধার্মিকতা এবং দান করা ধার্মিকতার মধ্যে প্রভেদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা সহায়ক হতে পারে। ডিয়ানে লিকোরে এর অনুসারে, আরোপিত ধার্মিকতা হল "যীশুর ধার্মিকতা, যেটি খ্রীষ্টিয়ানদের উপরে দেওয়া হয়ে থাকে, যেটি খ্রীষ্টিয়ানকে ধার্মিক গণিত হতে সক্ষম করে। ঈশ্বর তখন সেই ব্যক্তিকে দেখেন খ্রীষ্টের ধার্মিকতার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু সেটি আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও ঈশ্বরের দ্বারা একক ব্যক্তির শুচিকরণের জন্য কিছু বলে না।" অপর দিকে দান করা ধার্মিকতা হল "একজন ব্যক্তির নূতন জন্মের ঠিক সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের একটি অনুগ্রহ দান। আমাদের পবিত্র করার পদ্ধতিটি ঈশ্বর শুরু করেন।"[4]

এই দুইটির মধ্যে প্রভেদ এত সূক্ষ্ম নয় যেমন আপনি মনে করছেন। একটি হল আমানত দেওয়া ধার্মিকতা – অর্থাৎ যেটি প্রয়োগ করা হয়, অপরটি হল দান করা ধার্মিকতা যেটি অভ্যন্তরে বাস করে। দান করা ধার্মিকতাকে বোঝা যেতে পারে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান রূপে, যেটি খ্রীষ্টের শিষ্যদের সক্ষম ও সমর্থ করে পবিত্রতা, পবিত্রীকরণ ও সম্পূর্ণ প্রেমের জন্য প্রয়াস করতে। তীমথি টেনেন্ট এই প্রভেদকে খুব সুন্দর রূপে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: "খ্রীষ্টিয়ান রূপে, আমরা জানি যে, ঈশ্বর পাপীদের গ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টের ধার্মিকতা তাদের পরিধান করান (আরোপিত করেন)।" তারপর ঈশ্বর সাহায্য করেন সকল উত্তম কাজে, যেন যে ধার্মিকতা এক সময়ে আমাদের মধ্যে কেবল মাত্র আরোপিত

4. LeClerc, Discovering Christian Holiness, 312. এই জন্য জন ওয়েসলি নূতন জন্মকে প্রাথমিক পবিত্রীকরণ রূপে উল্লেখ করেছেন। সংস্কারকৃত পরম্পরা যদিও আর সকল বিষয় অস্বীকার করে না, কিন্তু তবুও জোর দিতে চায় আরোপিত ধার্মিকতার উপরে, যেখানে ওয়েসলি পন্থী পবিত্রতার ধর্মতত্ত্ব প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করে দান করা ধার্মিকতার উপরে।

ছিল, সঠিক সময়ে সেটি যেন আমাদের জন্য, ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকা দান করা ধার্মিকতায় পরিণত হয়।”[5]

আশাবাদের অনুগ্রহ

দান করা ধার্মিকতা হল যেটি রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জন ওয়েসলিকে সম্পূর্ণ রূপে আশাবাদী করে দিয়েছে। মৌলিক পাপের কারণে ধ্বংসকে সম্পূর্ণ রূপে চিনতে পেরে, ওয়েসলি মানব চরিত্র সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন না। কিন্তু তিনি পূর্ণ রূপে নিশ্চিত ছিলেন যে, আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের অনুগ্রহ জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে।

আমি একবার শুনেছিলাম, আমার বন্ধু ওয়েসলি ট্রেসি এটিকে “অনুগ্রহে পূর্ণ আশাবাদ” বলে উল্লেখ করেছিলেন। দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে একটি কাহিনী বলেছিলেন : কল্পনা করুন একটি ছোট্ট মেয়ে মন্ডলীগৃহের পিছনের দিকে গেল। তার বয়স এগার অথবা বারো। তার কাপড় নোংরা আর কুঁচকানো, তার চুল পাতলা আর জট পাকানো। তার গায়ে দুর্গন্ধ, এমন মনে হয় যেন বেশ কিছু দিন যাবৎ সে ঠিক মতো স্নান করে নি। আপনি তার সম্পর্কে সামান্য কিছু জানেন। পড়াশোনা ঠিক মতো চলছে না। সে তার শ্রেণীতে পড়া ঠিক মতো করে না আর উত্তীর্ণ হয় না। আপনি প্রায় নিশ্চিত যে সমস্যা তার বুদ্ধিমত্তা নয়, কিন্তু খুব সম্ভবত সমস্যা হল তার ঘরের পরিস্থিতি। সে তার জন্মদাতা পিতাকে জানে না, আর তার মা বেশ কিছু পুরুষের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। এমন শোনা যায় যে, বন্ধ দরজার পিছনে শিশুর উপরে অত্যাচার করা হয়, আর তার হাতের উপরে দাগগুলি হয়তো সেটিই প্রমাণ করে।

এরপর ট্রেসি বললেন, “একজন ব্যবহার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ এই ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে বলবেন, ‘মেয়েটি সারা জীবনের জন্য খুবই আঘাত পেয়েছে, তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। কিছু কিছু এমন জিনিষ হয়

---

5. Timothy Tennent, “Living in a Righteousness Orientation: Psalm 26” Seedbed Daily Text, September 1, 2019, https://www.seedbed.com/living-in-a-righteousness-orientation-psalm-26/. টেনেন্ট যুক্ত করেছেন; “কেবল মাত্র নূতন সৃষ্টিতে এটিকে একেবারে সম্পূর্ণ করা হয়েছে, কিন্তু পবিত্রীকরণ হল প্রত্যেক বিশ্বাসীর আহ্বান – পবিত্র রূপে পৃথকীকৃত হওয়া – যেন সম্পূর্ণ হৃদয় নিয়ে, আমরা ‘মণ্ডলীর মধ্যে’ প্রভুর প্রশংসা করতে পারি” (গীতসংহিতা ২৬.১২)।

যেগুলিকে উদ্ধার করা সম্ভব, কিন্তু এই মেয়েটি সারা জীবন ধুঁকতে ধুঁকতে বাঁচবে, আর যদি তার পরিস্থিতি সঠিক থাকতো তাহলে সে যেমনটি হতে পারতো, তেমনটি সে আর কখনোই হতে পারবে না।' একজন ব্যবহার বিশেষজ্ঞ এমন কথাই বলবেন।" ট্রেসি ক্রমশ বলতে থাকলেন, "কিন্তু, এমন একজন ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণ রূপে অনুগ্রহে আশাবাদী তিনি কি বলবেন? 'তার প্রতি যাই করা হয়ে থাকুক না কেন, অথবা সে নিজের প্রতি যাই করে থাকুক না কেন, সুসমাচারে এই ছোট্ট মেয়েটির জন্য প্রত্যাশা আছে। সে যেখানে আছে সেখান থেকেই ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করতে পারেন আর সে যা হতে চায় ঈশ্বর তাকে তাই করতে পারেন।'" অথবা যেমন হয়তো ওয়েসলি এটিকে বলবেন, "আমাকে লন্ডনের সর্বাপেক্ষা জঘন্য নষ্ট ব্যক্তিকে দেখান, আর আমি আপনাকে এমন একজনকে দেখাব যার কাছে প্রেরিতদের মতো সকল অনুগ্রহ আছে।"

এই আশাবাদ আমাদের পাপময় অবস্থাকে গম্ভীর ভাবে নেয়, কিন্তু এটি তার থেকে আরও গম্ভীর ভাবে নেয় অনুগ্রহের শক্তিকে, যে কোনো ব্যক্তিকে, যে কোনো স্থান থেকে, যে কোনো কিছু থেকে গ্রহণ করার জন্য, এবং ঈশ্বর তাকে যেমন করতে চান তেমন ভাবে তাকে তৈরি করার জন্য।[6] কোনো ব্যাথাই এতটা বেদনাদায়ক হয় না, কোনো আঘাতই এতটা কষ্টদায়ক হয় না, কোনো ঘা এমন গভীর হয় না, কোনো পাপ এতটা ভয়াবহ হয় না যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ সেটিকে রূপান্তরিত করতে, আরোগ্য করতে এবং পুনরায় সুস্থ করতে পারবে না।

ক্ষমা ও শক্তি

অনুগ্রহের যাত্রা হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের রূপান্তরণ। ধার্মিকতা দান করা হয়; পবিত্রতা দেওয়া হয়। এটি "অধিক প্রয়াস করা" অথবা "নিজেকে গঠন করার" বিষয় হয় না, কিন্তু একটি সত্য পরিবর্তন আসে, যার পরিণাম হয় শক্তিশালী হয়ে জীবন যাপন করা। অন্য ভাবে বলতে গেলে, ক্ষমা ও শক্তির জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়। আমাদের জন্য প্রয়োজন আমাদের পাপের ক্ষমা (মাফ), আর আমাদের জন্য প্রয়োজন

---

6. "ওয়েসলি যেমন বলেন, এই প্রকারের আশাবাদ অস্বীকার করা অনুগ্রহের শক্তি থেকে পাপের শক্তিকে বড় করে দেবে – ওয়েসলি পবিত্রতার ধর্মতত্ত্বে এমন একটি ইচ্ছা অভাবনীয় হবে।" LeClerc, Discovering Christian Holiness, 27.

শক্তি (ক্ষমতা) যেন আমরা এমন জীবন যাপন করি, যেটি ঈশ্বরকে সম্মানিত করবে। একটি ব্যতীত অপরটি বিপজ্জনক চরম পথে পরিচালিত করে। যদি আমরা বলি, "ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন, কিন্তু তিনি ভাববেন না যে আমরা কেমন বেঠিক ভাবে জীবন যাপন করি, কারণ যতই হোক, আমরা অনুগ্রহের দ্বারা ঢাকা আছি," তাহলে আমরা মোশির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার বিপদের মধ্যে থাকি। এর বিপরীত দিকে, আমরা যদি মনে করি যে, কেবল মাত্র আমাদের পাপের ক্ষমার জন্যই অনুগ্রহের প্রয়োজন, তাহলে সেখান থেকে এটি নেওয়া আমাদের উপরে নির্ভর করবে, তখন আমরা ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিপদে থাকি। উভয়ই বিপজ্জনক চরম পথ, যেগুলি অনুগ্রহে যাত্রার ক্ষেত্রে বাধাজনক। এই দুইটি চরম পথের বিষয়ে প্রেরিত পৌল বলেছেন, যখন তিনি বললেন, "এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী" (ফিলিপীয় ২.১২-১৩)। আমাদের আত্মিক বৃদ্ধির জন্য কে দায়ী? এটি কি আমাদের করণীয় অথবা ঈশ্বরের করণীয়? উভয়ের জন্যই পৌলের উত্তর হল হ্যাঁ, আর এর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই।

ব্যবস্থার চরম দিকটি বিবেচনা করে দেখুন। চরম ধর্মতত্ত্বের সংজ্ঞা অনুসারে ব্যবস্থার বিষয়টি হল অধিক গুরুত্ব আরোপিত এই মনোভাব যে, ব্যবস্থা, নিয়ম, ও নির্দিষ্ট আচার ব্যবহার নিয়মাবলী পালন করা পরিত্রাণের জন্য আবশ্যক হয়। বাস্তবিক ভাবে বলতে গেলে, ব্যবস্থার বিষয়টি বলে, আমরা জানি যে যীশুর ক্রুশের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ যুগিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের জীবনে সেটি বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, সেটি নির্ভর করে আমরা কি যথেষ্ট প্রার্থনা করি, প্রতিদিন বাইবেল পাঠ করি, এবং কিছু ব্যক্তি ও স্থান এড়িয়ে চলার জন্য কি চেষ্টা করি, তার উপরে। ব্যবস্থা মূলত আমাদের জন্য সেটি করতে চেষ্টা করে, যেটি কেবল মাত্র ঈশ্বর করতে পারেন। একজন ব্যক্তি যে ব্যবস্থা পালন করতে বদ্ধপরিকর, তার পরিণাম হয় প্রচণ্ড রকমের অপরাধী মনোভাব পোষণ করা, ভীত হওয়া, হতাশ হওয়া, ও নিরাপত্তাহীন অনুভব করা, সেই সঙ্গে অতি সামান্য অনুগ্রহ, শান্তি, ও আশ্বাস থাকা। এটি হল অনুগ্রহবিহীন শিষ্যত্ব, আর চরম ভাবে, এটি হয়ে যায় মানুষের

স্বয়ং-ধার্মিকতার ও আত্ম-গরিমার চরম রূপ। ব্যবস্থাবাদীদের প্রচুর প্রত্যাশা থাকে নিজেদের জন্য, কিন্তু আরও উচ্চতর মান দেখতে চায় অন্যদের ক্ষেত্রে, যেটি আকর্ষণহীন হয় এবং তাদের দূরে ঠেলে দেয়, যারা মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাগত হওয়ার বিপরীত হল মোশির ব্যবস্থা পালন না করার চরম পন্থা। মোশির আজ্ঞা পালন না করা হল একটি প্রযুক্তিগত কথা, যেটি আসে গ্রীক দুইটি শব্দ থেকে: *অ্যান্টি*, যার অর্থ হয় "বিপরীত" এবং *নোমস*, যার অর্থ "ব্যবস্থা।" সংযুক্ত রূপে, এটি ব্যবস্থাবিহীন হওয়া ব্যক্ত করে। যদিও এটি সত্য হয় – আর আমরা বহু সময় ব্যয় করেছি এই বিষয়ে বিতর্ক করার জন্য যে, একজন খ্রীষ্টিয়ান কেবল মাত্র অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে, ভাল কাজের দ্বারা নয়, অথবা আমাদের কোনো কাজের দ্বারা নয়, কিন্তু তবুও এই সত্য, নৈতিক ও আত্মিক দায়িত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করে দেয় না। বাস্তবিক রূপে বলতে গেলে, মোশির আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বলে, "যেহেতু অনুগ্রহের বাহুল্য হয়, তাহলে কেন আমি আরও অধিক পাপ করবো না, যেন আমি আরও অধিক অনুগ্রহ লাভ করি? যেহেতু আমি অনুগ্রহে আচ্ছাদিত, তাই আমি কোনো নীতিশাস্ত্র অথবা নৈতিক মানের অধীন নই। দায়িত্বের বোঝা থেকে আমাকে মুক্ত করা হয়েছে। প্রেম সকল কিছুই ঢেকে দেয়।" এটি যতই অযৌক্তিক (ও অবাস্তব) শোনাক না কেন, এটিই হল কোনো কোনো খ্রীষ্টিয়ানের ধারণা। "কোনো দৃঢ় অঙ্গীকার অথবা আত্ম-ত্যাগের কথা আমাকে বলবেন না। আমি ভারী আত্মিক বোঝা নামিয়ে দিয়েছি আর কারও কাঁধের উপরে কারণ সেটি কেবল পরিচালিত করে পুরাতন ধরণের অপরাধ ও ব্যবস্থাগত হওয়ার দিকে। আমি আছি অনুগ্রহে।"[7] উল্লেখযোগ্য রূপে, যদিও জন ওয়েসলি কোনো ব্যবস্থাবিদ ছিলেন না, কিন্তু তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন মোশির ব্যবস্থা পালন না করার ধারণা, পূর্ণ প্রেমের অবমূল্যায়ন করার কারণে ব্যবস্থাগত হওয়া এবং

7. ওয়েসলি পন্থী পণ্ডিত ক্লিফ স্যান্ডার্স এর সঙ্গে ব্যবস্থা পালন করা এবং মোশির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করা সম্পর্কে একটি আলোচনাতে স্যান্ডার্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছিলেন : "পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় ছিল সুসমাচার প্রচার করতে থাকা মণ্ডলীগুলির জন্য বৃহত্তম সমস্যা। আজকের দিনে মোশির ব্যবস্থা পালন না করা খুবই সম্ভব, যেহেতু এখন বিশেষ সমস্যা হল বহু যুবা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা মণ্ডলীতে বড় হয়েছে আর প্রেমের কারণে তারা পবিত্রকে ত্যাগ করতে চায়।"

মোশির ব্যবস্থা পালন না করাকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধর্মবিরোধীতা বলে মনে করার থেকে আরও অধিক বিপজ্জনক হয়। পবিত্রতা ব্যতীত প্রেম অনুমোদিত বটে, কিন্তু প্রেম বিনা পবিত্রতা হয় কঠোর।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে জন ওয়েসলি তাঁর বন্ধুর কাছে একটি পত্র লিখেছিলেন, এই দোষারোপের উত্তর দিয়ে যে, তাঁর প্রচার ছিল হয় ব্যবস্থাগত অথবা অত্যন্ত অনুমতিপূর্ণ (মোশির ব্যবস্থা পালন না করার জন্য)। তাঁর জবাব ছিল নির্দেশপূর্ণ : "সুসমাচার ব্যতীত ব্যবস্থা প্রচার করার কথা আমি বলি না, যেমন আমি বলি না ব্যবস্থা ব্যতীত সুসমাচার প্রকার করার কথা। নিঃসন্দেহে, উভয়ই প্রচার করতে হবে সেগুলির ক্রমানুসারে, হাঁ, উভয়ই প্রচার করতে হবে একই সঙ্গে, অথবা একত্রে প্রচার করতে হবে উভয়ই।" ওয়েসলি যা বলতে চেয়েছিলেন সেটির সারসংক্ষেপ তিনি করেছেন এই বলে "উভয়ই একত্রে" টানটান অবস্থায়: "ঈশ্বর আপনাকে প্রেম করেন, সুতরাং তাঁকে আপনি প্রেম করুন ও তাঁর আজ্ঞা পালন করুন। খ্রীষ্ট আপনার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, সুতরাং পাপের প্রতি আপনি মৃত্যুবরণ করুন। খ্রীষ্ট উত্থাপিত হয়েছেন, সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে উত্থাপিত হন। খ্রীষ্ট সর্বদাই জীবিত আছেন, সুতরাং আপনি ঈশ্বরের জন্য জীবিত থাকুন, যতক্ষণ না আপনি তাঁর সঙ্গে গৌরবে জীবন যাপন করছেন...। এই হল শাস্ত্র সম্মত পথ, মেথডিষ্ট মণ্ডলীর পথ, সত্য পথ। ঈশ্বর অনুগ্রহ করুন যেন আমরা কখনো এইগুলি থেকে ডান দিকে অথবা বাম দিকে সরে না যাই।"[৪]

তাহলে এটি কি? আমাদের পরিত্রাণ ও আত্মিক বৃদ্ধি কি ঈশ্বরের করণীয় অথবা আমাদের করণীয়? পৌল এটিকে স্পষ্ট করেছেন : এটি "একটি / অথবা অপরটি" নয়, এটি হল "উভয়ই / এবং।" সম্পূর্ণ পরিত্রাণ হল শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কাজ। আমাদের অন্বেষণ করা হয়, পরিত্রাণ করা হয়, পবিত্রীকৃত করা হয়, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে সংরক্ষণ করা হয়। তা সত্ত্বেও, আমাদেরও বারংবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজে সহযোগিতা

৪. John Wesley, "Letter on Preaching Christ," The Works of the Rev. John Wesley, Volume 6."

করি (লুক ১৩.২৪; ফিলিপীয় ২.১২-১৩; ২ তীমথিয় ২.১৫; ইব্রীয় ১২.১৪; ২ পিতর ১.৫-৭; ৩.১৩-৩৪)।[9]

অনুগ্রহ হল ক্ষমা ও শক্তি উভয়ের জন্যই। এই ভাবে রক্ষা করতে থাকা অনুগ্রহ আমাদের শিষ্যত্বের ঈশ্বর-মানব অংশীদারিতে যোগদান করে। ঈশ্বর শুরু করেন, আমরা সাড়া দিই। ঈশ্বর আহ্বান করেন, আমরা শুনি। ঈশ্বর পথ দেখান, আমরা সেই পথে চলি। ঈশ্বর শক্তি দেন, আমরা কাজ করি। "প্রথমটির জন্য ঈশ্বর কাজ করেন, তাই আপনি কাজ করতে পারেন।" ওয়েসলি বলেছেন, "দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর কাজ করেন, সুতরাং আপনাকেও কাজ করতে হবে।"[10]

স্বাধীন ইচ্ছার আবশ্যকতা

এই অধ্যায়ের বিষয় হল স্থিরকারী অনুগ্রহ, এটি হল সেই অনুগ্রহ, যেটি আমাদের সক্ষম করে সেই কাজ করতে, যে কাজ করার জন্য ঈশ্বর আমদের আহ্বান করেন এবং পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য। নূতন নিয়মের যিহূদা পুস্তক, আশীর্বচনে এই অনুগ্রহের উল্লেখ করে, ঈশ্বরের পরাক্রম রূপে, যেটি পতন থেকে আমাদের রক্ষা করে এবং শেষ বিচারের দিনে তাঁর সামনে আমাদের অনিন্দনীয় রূপে দাঁড় করিয়ে রাখে। এই প্রকারের ঘোষণা আমাদের শিষ্যত্ব সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ব্যক্ত করে: অনুগ্রহ থেকে আমরা পতিত হতে পারি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের রক্ষা করতে থাকা অনুগ্রহ সম্ভবপর করে, যেন এমনটি না হয়।

একবার এমন একটি সময় ছিল, যখন পবিত্রতা সম্পর্কে কয়েকজন সৎ উদ্দেশ্যের প্রচারকগণ বলেছিলেন যে, কোন ব্যক্তিদের যখন একবার পবিত্রীকরণ করা হয়, তখন তারা আর পাপ করবে না। এই ঘোষণাটি, সেই সকল নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝির ও বিহ্বলতার সৃষ্টি করেছিল, খ্রীষ্টের সঙ্গে চলার বিষয়ে যারা উদ্যোগী ছিল, কিন্তু যারা আবিষ্কার করেছিল যে, কেবল মাত্র হোঁচট খাওয়া অথবা পড়ে যাওয়াই যে সম্ভব এমন নয়, বরং সেটি ঘটতে থাকে বেশ কিছুটা

9. দেখুন ২ অধ্যায়ে এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে "ঈশ্বর আপনার মধ্যে যে কাজ করছেন, আপনি সেই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যান।"

10. John Wesley, "Sermon 85: On Working Out Our Own Salvation," 3.2, http:// wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/ sermon-85-onworking-out-our-own-salvation.

নিয়মিত ভাবে, বিশেষত সেই সকল প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে, যেগুলি বলে যে, সমগ্র পবিত্রীকরণ এই সমস্যার সমাধান করবে। ঘটনা শুধু মাত্র সেটিই নয় – কারণ হল এই যে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কখনোই সমীকরণটি থেকে নেওয়া হয় নি। স্বাধীন ইচ্ছা থাকে একজন বিশ্বাসীর সারা জীবন ভর, কারণ এর ভিত্তি হয় সম্পর্কের আবশ্যকতা। প্রেম হয় সম্পর্কের বিষয়, আর মনোনয়ন হল স্বাস্থ্যবান সম্পর্কের একটি আবশ্যক অংশ। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে এঁকে দেওয়া হয়েছে, আর যেটিকে খ্রীষ্টের *পূর্ণতায়* পুনঃস্থাপিত করা হয়, সেটি হল পবিত্র ও প্রেমময় সম্পর্কে থাকার ক্ষমতা।

আদিপুস্তকে সৃষ্টির বিবরণ খুবই আলোক প্রদানকারী। এক সার্বভৌম ঈশ্বর তাঁর বাক্য দ্বারা বিশ্বকে সৃষ্টি করলেন, উচ্চারিত বাক্য ব্যতীত আর কোনো প্রয়াসের আবশ্যকতা হল না: “__________ হউক।” ঈশ্বরের শাসন চরম আর তাঁর রাজত্ব অতুলনীয় – তবুও, আশ্চর্যজনক ভাবে, মানুষের স্বাধীনতা বুনে দেওয়া হয়েছে সৃষ্টির সুতোয়। সৃষ্টি করা ও সংরক্ষণ করার জন্য ঈশ্বরের নির্বিরোধ ক্ষমতা আছে বলে, এই স্বাধীনতা অপ্রত্যাশিত, কারণ, যেমন আমরা পরে শিক্ষা লাভ করি, মানুষের স্পষ্ট মনোনয়ন না কেবল অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু এ ছাড়াও ঈশ্বরের সমৃদ্ধশালী জগৎকে সাহায্য করার অথবা সেটির হানী করার ক্ষমতা তাদের আছে। যিনি সর্বশক্তিমান, অনেক ঝুঁকি নিয়ে, আমাদের মনোনয়নের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রথম স্বর্গে ঈশ্বর এই মানুষটিকে আদেশ দিয়েছিলেন, “তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ–জ্ঞান–দায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে” (আদিপুস্তক ২.১৭)। এই আদেশের মধ্যে মনোনয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে হয়তো এটিকে কেউ ঈশ্বরের একটি অন্যায় বলে মনে করতে পারে। কেন ঈশ্বর এমন কিছু আদেশ করবেন যখন তিনি জানেন, যে মুহূর্তে আপনি কাউকে বলবেন যে সে কি করতে পারে না, সেই মুহূর্তে তারা সেটির বিষয়েই ভাবতে থাকবে? প্রলোভন দেখানোর জন্যই কি এমনটি করা হয়েছিল? না। ঈশ্বর তাঁদের প্রলোভন দেখান নি। তাঁদের মনোনয়ন করতে দেওয়া হয়েছিল। দুটো একই বিষয় নয়। আদেশের মধ্যে আছে

স্বাধীন ইচ্ছার (অথবা স্বাধীন করে দেওয়া ইচ্ছার) স্বীকৃতি।[11] একটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেমের জন্য স্বাধীন করে দেওয়া ইচ্ছার আবশ্যক হয়।

আমাকে প্রেম করার জন্য যদি আমার স্ত্রীকে *বাধ্য করা হয়*, আর এই বিষয়ে তাঁর যদি কোনো স্বাধীন ইচ্ছা না থাকে, তাহলেও আমাদের মধ্যে কিছুটা সম্পর্ক থাকবে বটে, কিন্তু সেটি কোন বিবাহ হবে না। কেন? এই জন্য যে, যদি আমিই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকি, তাহলে সেটি প্রেম হবে না, অন্য কিছু হবে। তাহলে তিনি হয়ে যাবেন এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, একটি যন্ত্র মানব, যিনি স্ব–ইচ্ছায় অন্য আর কোনো ভাবে কাজ করতে পারবেন না। একমাত্র যেভাবে আমরা একটি স্বাস্থ্যবান বিবাহে থাকতে পারি, সেটি হল যদি পরস্পরকে প্রেম করার জন্য আমাদের উভয়কেই স্বাধীন ইচ্ছা দেওয়া হয়। তার মধ্যে থাকবে প্রেমের ঝুঁকি; তিনি আমাকে প্রেম না করাও মনোনীত করতে পারেন।

ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের রেখেছিলেন জীবনে ও উত্তমতায় ভরা একটি সুন্দর উদ্যানে। এটি ছিল সম্পূর্ণ অনুগ্রহ, যেটি ঈশ্বরের দ্বারা শুরু করা ও দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে মানুষের কোনো অবদান ছিল না। অথচ, ঈশ্বর তাঁদের যন্ত্র মানব করে রাখেন নি, যারা তাঁর ইচ্ছা পালন করতে বাধ্য থাকবে। তাঁরা সৎ ও অসতের মধ্যে বেছে নেওয়ার জন্য স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা বেছে নিতে পারতেন ঈশ্বরকে প্রেম করা অথবা না করা। এটি ছিল প্রায় যেমন ঈশ্বর বলছিলেন, "এমনটি কর কারণ আমি ঈশ্বর। বাধ্য থাকা অথবা না থাকা তোমার ইচ্ছা। আমি চাই এই সম্পর্কটি প্রেমের উপরে ভিত্তি করে হোক, নিয়ন্ত্রণের উপরে ভিত্তি করে নয়।" ঈশ্বর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দেন, এই জন্য নয় যে তিনি আমাদের প্রলোভন দেখাতে চান, কিন্তু এই জন্য যে, তিনি চান যেন আমরা তাঁকেই বেছে নিই। কেবল মাত্র তখনই সেটি প্রেমের উপরে ভিত্তি করে স্বেচ্ছাসেবার সম্পর্ক হবে।

---

11. মিলড্রেড ব্যাংস উইনকুপ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জন ওয়েসলি এর প্রাথমিক গুরুত্ব ছিল স্বাধীন ইচ্ছার থেকে অধিক রূপে মুক্ত অনুগ্রহের উপরে। সুতরাং ওয়েসলি পন্থী পরম্পরার ব্যক্তিরা অধিক সঠিক ভাবে "স্বাধীন ইচ্ছার" বিষয়ে বলেন, যেটি পবিত্র আত্মার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত ও মুক্ত করা হয়, যেটি কোনো ব্যক্তিকে যীশু খ্রীষ্টে তার বিশ্বাস স্বীকার করতে সমর্থ করে। সমগ্র পথে পরিত্রাণ হয় ঈশ্বর থেকে, কেবল মাত্র অনুগ্রহের দ্বারা। Wynkoop, Foundations of Wesleyan-Arminian Theology, 69.

সোরেন কিয়েরকেগার্ড বিশ্বাস করতেন এক সমর্পিত ইচ্ছা হয় পবিত্র করা একটি হৃদয়ের চিহ্ন: "হৃদয়ের শুচিতা হল একটি মাত্র ইচ্ছা পোষণ করা।" শুচি হৃদয়ের বিপরীত হল দ্বিমনা লোক হওয়া, ইচ্ছার মধ্যেও যেটি প্রতিফলিত হয়। সম্পূর্ণ রূপে পবিত্রীকৃত ব্যক্তি পুনরায় কখনো পাপ করতে পারে কি না সেই প্রশ্নের উত্তর হল, হ্যাঁ। অনুগ্রহ থেকে পতিত হওয়া সম্ভব, কারণ ঈশ্বরের প্রতি সাড়া দেবে কি সামনে প্রলোভনের প্রতি সাড়া দেবে তার জন্য মানুষ সর্বদাই স্বাধীন থাকে। প্রেমের কারণে, মনোনীত করবো সর্বদা আমরাই। তবুও, এখানে অনুগ্রহের দ্বারা সংরক্ষিত জীবনের একটি বড় প্রভেদ আছে: এখন পাপ না করার ক্ষমতা আমাদের আছে। রক্ষা করতে থাকা অনুগ্রহের শক্তির মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে হ্যাঁ বলতে পারি আর প্রলোভনকে না বলতে পারি। আমাদের বিশ্বাস সংরক্ষিত থাকে ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা, যেটির ঢাল হয়ে থাকে মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থাপিত জীবিত প্রত্যাশার মাধ্যমে (১ পিতর ১.৩–৪)।

একটি সরাসরি স্বীকারোক্তিতে, পৌল স্বীকার করলেন যে, পবিত্র আত্মার পূর্বে পাপ তাঁর জীবনকে এত প্রবল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল যে সেটি ছিল যেন দাসের প্রতি এক কড়া তত্ত্বাবধায়ক। "কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি, সেই উত্তম ক্রিয়া করি না; কিন্তু মন্দ, যাহা ইচ্ছা করি না, কাজে তাহাই করি" (রোমীয় ৭.১৯)। তিনি ভয়ংকর চক্রে আবদ্ধ ছিলেন, এমন কিছু ছিল যা তিনি করতে চাইতেন না, অথচ তিনি নিজেকে সামলাতে পারতেন না, আবার তিনি কিছু করতে চাইতেন, অথচ সেটি করতে পারতেন না। "এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে?" (৭.২৪)। পৌল ক্রমশ বললেন, এখন যেহেতু তিনি পবিত্র আত্মার শক্তির অধীন হলেন, তাই তিনি ঈশ্বরের প্রতি হ্যাঁ বলতে পারলেন আর প্রলোভনের প্রতি না বললেন। "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মায় যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে" (৭.২৫; ৮.২)। পবিত্র আত্মা ব্যতীত, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য আমাদের মানব ইচ্ছা দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে থাকে; পবিত্র আত্মা সহ, আমরা আজ্ঞা পালন করার জন্য শক্তিশালী হয়ে থাকি। এমন নয় যে, যাদের পবিত্রীকরণ করা হয়েছে তারা আর কখনো পাপ করতে পারে

না, কিন্তু এখন তাদের শক্তি থাকে, পাপ না করার জন্য। তফাৎ হল ঈশ্বরের স্থিরকারী অনুগ্রহ, যেটি পতন থেকে আমাদের রক্ষা করে।

বিশ্বস্ততা হল বিশ্বাস ও পূর্ণতার উপরে ভিত্তিযুক্ত। ওয়েসলি যেমন দ্রুত যুক্ত করেছেন, পবিত্র আত্মা আমাদের ইচ্ছাকে শক্তিশালী করেন, যেন আমরা উৎপন্ন করি "প্রতিটি শুভ আকাঙ্খা, সেটি আমাদের মেজাজ, কথা অথবা কাজ যে কোনো বিষয়েই হোক না কেন।"[12]

চরিত্র রূপান্তর করণে ধারণকারী অনুগ্রহ

শিষ্যত্ব সম্পর্কে *আফটার ইউ বিলিভ* (আপনার বিশ্বাস করার পর) নামক তাঁর অত্যন্ত সহায়ক ও বিস্তীর্ণ পুস্তকে, এন টি রাইট উপস্থাপন করেছেন যে, কিভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে এবং মণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্টের ন্যায় চরিত্র গঠিত হয়। তিনি এই ভাবে এটিকে উল্লেখ করেছেন যে, এটি আসে মানুষের জীবনে আত্মিক কার্য্যকলাপ ও অভ্যাসের কারণে, যেটি যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে তাদের অধিক থেকে অধিকতর রূপে রূপান্তরিত করে দেয়। এই প্রকার চরিত্র গঠনকে প্রাচীন লেখকগণ "গুণাবলী" বলে আখ্যাত করতেন।

রাইট তাঁর পুস্তকটি শুরু করেছেন চেসলী সালেন বারগার, যিনি "শালী" নামে অধিক পরিচিত ছিলেন, তাঁর সত্য ঘটনাটি পুনরায় বলে। সেটি ছিল ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি, এক বৃহস্পতিবারের বিকাল, আর এটি ছিল নিউ ইয়র্ক শহরে অন্য যে কোনো একটি দিনের মতোই। বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী বিমান চারলোটের উদ্দেশ্যে উড়ে গিয়েছিল বিকাল ৩.২৬ মিনিটে। শালী ছিলেন বিমানের অধিনায়ক। নিয়মানুসারে তিনি সকল কিছু পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছিলেন, উড়ে যাওয়ার ঠিক দুই মিনিট পরে, বিমানটি ধাক্কা খেল একটি উড়ন্ত রাজহাঁসের সঙ্গে। উভয় ইঞ্জিন ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, আর বিদ্যুৎ চলে গেল। বিমানটি শহরের সর্বাপেক্ষা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা ব্রংক্সের উপর দিয়ে উত্তর দিকে চলেছিল। শালী ও তাঁর সহ-চালককে দ্রুত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণয় নিতে হয়েছিল। ১৫০ জনের উপরে যাত্রীদের জীবন, এবং নিচে আরও হাজার হাজার মানুষের জীবন বিপদে ছিল।

12. Wesley, "Sermon 85: On Working Out Our Own Salvation," III.2.

নিকটতম ক্ষুদ্র বিমান বন্দরগুলি ছিল যথেষ্ট দূরে, আর নিউ জার্সি টার্নপাইক এ অবতরণ করা ভয়ানক বিপজ্জনক হবে। এর কারণে তাঁদের হাতে একটি মাত্র বিকল্প ছিল, হাডসন নদীর উপরে অবতরণ করা। বিমানটি যাতে ধ্বংস না হয় তার জন্য, অবতরণ করার মাত্র তিন মিনিট পূর্বে শালী ও তাঁর সহ–চালকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ছিল। (রাইট ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রযুক্তিগত নয়টি কাজের উল্লেখ করেছেন)। লক্ষণীয় ভাবে তাঁরা সেটি করেছিলেন; তাঁরা বিমানটিকে হাডসন নদীতে অবতরণ করিয়েছিলেন। সকলে সুরক্ষিত ভাবে নেমে গিয়েছিল, আর শালী নিজে নেমে যাওয়ার পূর্বে বিমানের ভীতরে একদিক থেকে অপরদিকে বহুবার হেঁটে গিয়ে দেখছিলেন যে সকলে রক্ষা পেয়েছে কি না।[13]

অনেকেই বলেছেন যে এটি ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা, আর কিছুটা ছিল সত্যিই তাই। তবুও, অলৌকিক ঘটনা ছিল কোন খানে? কারণ অলৌকিক ঘটনা ঘটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। অলৌকিক ঘটনা কি ছিল ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃতিক সুরক্ষা ও পরিচালনার হাত? নিশ্চিত রূপে এটি সম্ভব। কিন্তু ঘটনাটি দেখার জন্য আর একটি দিক আছে। হয়তো এই অলৌকিক কাজটি ছিল শালী এর গুণ, যেটি তাঁকে সক্ষম করেছিল প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও প্রযুক্তিগত ভাবে এত দ্রুত নির্ণয় নিতে। যদি এই ভাবে "গুণ" কথাটির ব্যবহার করা অদ্ভুত বলে মনে হয়, তাহলে সেটি এই কারণে যে, গুণ কেবল মাত্র "উত্তম" অথবা "নৈতিক" বলার আর একটি পথ নয়। রাইট যুক্তি দেখিয়েছেন যে, গুণ হল, শব্দটির সঠিক অর্থে, "যে ঘটনা ঘটে, যখন একজন হাজারটি ছোট ছোট বিষয়ে মনোনয়ন করে যেখানে চেষ্টা ও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হয় এমন একটা কিছু করার জন্য, যেটি উত্তম ও সঠিক হয়, অথচ সেটি 'স্বাভাবিক ভাবে' ঘটে না – আর তখন এক হাজার এবং একবার, যখন সেটি সত্যিই অতি আবশ্যক হয়, তখন তারা দেখে যে, যা আবশ্যক, তারা সেটি করেছে, এবং যেমন আমরা বলে থাকি, 'স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।'[14]

13. Wright, After You Believe: Why Christian Character Matters (New York: HarperCollins, 2010), 18–20.

14. Wright, After You Believe, 20.

অন্য ভাবে বলতে গেলে, যেটি "এমনিতেই ঘটেছে" বলে মনে হয়, আমরা বুঝতে পারি যে সেটি "এমনিতেই ঘটে নি।" যেমন রাইট উল্লেখ করেছেন, যদি আমাদের মধ্যে কেউ বিমান উড়িয়ে থাকে, আর কেবল মাত্র সেটিই করে থাকে যেটি স্বভাবতই এসে যায়, তাহলে আমরা কোন ভবনের সঙ্গে ধাক্কা মারতাম। গুণ হল চরিত্র গঠন – অথবা আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য, শিষ্যত্ব – যেটি যীশুর ন্যায় অনুগ্রহে অধিক থেকে অধিকতর বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেটি সেই একই নয় যেটি স্বভাবতই ঘটে, এ ছাড়াও এটি ঘটে যখন জ্ঞান ও বিবেচনার মনোনয়ন দ্বিতীয় স্বভাব হয়। শালী একটি বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী বিমান উড়ানোর যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি, আর না তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মেলে ধরা হয়েছিল – যেমন সাহস, শক্ত হাত, দ্রুত নির্ণয় নেওয়া, এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যান্যদের জন্য চিন্তা করা। এইগুলি হল রপ্ত করা দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য সমূহ, যার জন্য অধ্যাবসায় ও বারংবার অভ্যাসের প্রয়োজন হয় – যতক্ষণ না অদ্ভুত মনে হওয়া কাজগুলি স্বাভাবিক মনে হতে শুরু করে, আর তখন যেটিকে স্বাভাবিক মনে হয় সেটি আমাদের মনের মধ্যে ও স্মৃতির পেশীর মধ্যে গেঁথে যায়, যার জন্য আমরা চিন্তা না করে প্রতিক্রিয়া করি। এটিই হল দ্বিতীয় স্বভাব।

কোনো পাঠক, যিনি বিমান চালক, তাঁকে অসন্তুষ্ট করার জন্য বলছি না, কিন্তু, আমি যদি সেই দ্রুত অবতরণ করতে থাকা বিমানের যাত্রী হতাম, তাহলে আমি এমন কোনো নূতন ভর্তি হওয়া বিমান চালক চাইতাম না, যে কেবল মাত্র স্বাভাবিক কাজগুলিই করতে পারে। যদি তখন তাঁদের ইঞ্জিনের পুস্তক খুলে পড়তে হতো, ইন্টারনেট খুলে দেখতে হতো, অথবা মনে করে দেখতে হতো যে এই প্রকার জরুরী অবতরণের জন্য তাঁরা কি শিখেছেন, তাহলে যে বিপদের মুকাবিলা তাঁরা কখনোই করেন নি, সেই বিপদে তাঁদের প্রতিক্রিয়া করার পূর্বেই ভিন্ন কোনো পরিণতির সৃষ্টি হতে পারতো। জ্ঞান যথেষ্ট নয়, আর না চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংকল্প যথেষ্ট হয়। না, রাইট দৃঢ় রূপে জোর দিয়েছেন যে, সঙ্কটের এই মুহূর্তে যেটির আবশ্যকতা ছিল, সেটি হল কোনো অভ্যাসগত গুণ, যেটি দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে গিয়েছিল – চরিত্রের একটি রূপান্তরণ, "নির্দিষ্ট এমন শক্তির অর্থাৎ জ্ঞানের 'গুণাবলী' দ্বারা গঠিত যে, ঠিক কিভাবে

বিমান উড়াতে হয়।”[15]এর সঙ্গে আমি যুক্ত করতে চাই যে, এটি কেবল মাত্র কোনো খেলা ছিল না, কিন্তু এটি ছিল সেই নির্দিষ্ট বিমানটি – যে বিমানে প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয় সূক্ষ্ম ভাবে জানার জন্য শালী প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন।

“দ্বিতীয় স্বভাবের” ধারণাটি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে, বিশেষত শিষ্যত্ব, পবিত্রতা, এবং অনুগ্রহের যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে। অল্প কিছু ব্যক্তি এই বিষয়ে একমত হবে না যে, সাহস, সহনশীলতা, সংযত থাকা, প্রজ্ঞা, সঠিক বিবেচনা করা, এবং ধৈর্য, এই প্রকারের গুণাবলী আমাদের মধ্যে স্বভাবতই আসে না। সেগুলিকে আমাদের রপ্ত করতে হয়, এবং আমাদের চরিত্রের মধ্যে সেগুলিকে আরোপিত করতে হয়, এবং কখনো কখনো কষ্টকর ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে, কিন্তু সর্বদাই প্রশিক্ষিত ব্যবহারের মাধ্যমে। নূতন নিয়ম অনুসারে – এবং যেমন ভাবে রাইট সংজ্ঞায়িত করেছেন – একটি সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্র হল “চিন্তা করার ও কাজ করার ধরণ, যেটি কারও মধ্যে ক্রমাগত ভাবে চলতে থাকে, যেন যখনই আপনি সেটি চিরে দেখবেন (যেমন বলা হয়) তখনই আপনি সেই ব্যক্তির গভীর পর্য্যন্ত দেখতে পাবেন।”[16]

অবশ্যই একটি সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্রের বিপরীত হল, অগভীর হওয়া। অনেকেই শুরুতে সৎ, দয়ালু, ইতিবাচক এবং এই প্রকারের ব্যক্তি রূপে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে পারে বটে, কিন্তু যত আপনি তাদের বিষয়ে জানতে পারবেন তত বেশি আপনি তাদের আসল রূপ দেখতে পাবেন। এই প্রকারের মানুষ কেবল মাত্র সামনের দিক থেকে নিজেদের সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে। “যখন সমস্যার সম্মুখীন হয়, অথবা যখন তাদের আসল চেহারা খুলে যায়, তখন দেখা যায় যে তারা আর যে কোনো মানুষের মতোই অসৎ, লোভী, এবং অধৈর্য।”[17] সমস্যা তাহলে কি? তারা সেটিই করে যেটি স্বাভাবিক ভাবে আসে, তারা যথেষ্ট রকমের আত্ম–সচেতন একথা জানার জন্য যে, তাদের মনোভাব ভিন্ন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ কোনো সমস্যা ও হতাশাজনক পরিস্থিতির প্রতি যথাযত ভাবে প্রতিক্রিয়া করার জন্য তারা দ্বিতীয় স্বভাব রপ্ত করতে পারে নি।

15. Wright, *After You Believe*, 21.
16. Wright, *After You Believe*, 27.
17. Wright, *After You Believe*, 27.

সমস্যার সময়ে একজনের চরিত্র *গঠন* হয় না, তার চরিত্র *প্রকাশ পেয়ে যায়।* যখন আমাদের চিন্তা করার সময় থাকে না যে আমরা কারা, তখন সেই প্রতিটি সময়ে প্রকাশ পেয়ে যায় যে, আমরা কারা।

এইচ রে ডানিং দেখিয়েছেন যে কিভাবে ওয়েসলি এর অষ্টাদশ শতাব্দীর কথাগুলি আজকের দিনের প্রয়োগের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যেমন আছে, এখানে স্বাধীন ইচ্ছা, "স্বাধীনতা" হল সেই শব্দ যেটি তিনি ব্যবহার করেছেন মনোনয়ন করার স্বাধীনতার বিষয়ে, আবার "ইচ্ছা" হল সেই শব্দ যা তিনি ব্যবহার করেছেন যেটিকে আমরা "স্নেহ" অথবা সেই প্রবণতাকে বলে থাকি, যেটি মানুষকে কাজ করার প্রেরণা দেয়। স্নেহ কথাটি সেই অনুভূতিকে উল্লেখ করে না, যেটি আসে এবং চলে যায়, আর না সেগুলি এমন হয়, যেগুলি ব্যবহারের অস্থায়ী পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেগুলির সম্পর্ক ছিল কেন একজন ব্যক্তি বিশেষ কোনো মনোনয়ন অথবা কাজ করে সেই বিষয়ের গভীরতার সঙ্গে। ওয়েসলি এর দ্বারা "মেজাজ" কথাটির ব্যবহার ছিল স্নেহের সঙ্গে সম্পর্কিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেজাজ শব্দটির ব্যবহার এই অর্থ করা হয়নি যে, একজন ব্যক্তি সহজেই বিরক্ত হতো অথবা রেগে যেত। বরং অধিকতর রূপে এটি ছিল আজকের দিনে যেভাবে আমরা "প্রকৃতি" কথাটি ব্যবহার করে থাকি সেই প্রকারের। ওয়েসলি মেজাজ কথাটিকে ব্যবহার করেছেন "একজন ব্যক্তির টেঁকসই অথবা অভ্যাসগত মনোভাবের" অর্থে।[18] অথবা আরো সঠিক অর্থে, সেই মানবিক আবেগগুলো, যেগুলোকে একজনের চরিত্রের স্থায়ী দিকগুলোতে নিবদ্ধ এবং বিকশিত করা হয়েছে, সেগুলোকে অনুগ্রহের মাধ্যমগুলোর দ্বারা পরিমার্জিত করা হয়েছে, যতক্ষণ না সেগুলো আর ক্ষণিক উন্নতি না হয় কিন্তু দীর্ঘকালীন ও স্থায়ী গুণাবলীতে পরিণত হয় এবং যখন সেগুলোকে ধার্মিক অভিপ্রায়ের সাথে করা হয়, তখন তা "পবিত্র মেজাজে" পরিণত হয়।

ওয়েসলি এর শিষ্যত্ব সম্পর্কে শিক্ষায়, বিশেষত গালাতীয়দের প্রতি লিখিত পত্রে পবিত্র আত্মার ফল সম্পর্কে প্রতিফলনে "পবিত্র মেজাজ" ছিল প্রায়ই ব্যবহৃত একটি উক্তি। "কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন"

18. Maddox, *Responsible Grace*, 69.

(গালাতীয় ৫.২২-২৩)। এই পাঠ্যের বিভিন্ন দিকগুলির উপরে আলোকপাত করা যথার্থ হবে। ওয়েসলি দ্রুত উল্লেখ করলেন যে, ফল কথাটি আছে একবচনে; বহুবচনে ("ফলগুলি") নয়। যদি এটি বহুবচন হতো, তখন কেউ হয়তো প্রলোভিত হতে পারতো অন্য ফল অপেক্ষা একটি "ফলের" উপরে মনোযোগ দিতে, যেন বিশ্বস্ততা হতে পারতো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর উদারতাকে উপেক্ষা করা হতে পারতো। একত্রিত ভাবে ফল হল এই নিদর্শন যে, ঈশ্বরের আত্মা কাজ করছেন। আর সেই কাজগুলি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নয়। তাহলে, যেমন যেমন ভাবে আমরা বৃদ্ধি পেতে থাকবো, তেমন তেমন ভাবে সকল নয়টি প্রকারের ফল একত্রে কাজ করবে একটি নিশ্চিত চিত্র অঙ্কন করার জন্য যে, পবিত্রীকৃত একটি জীবনকে যখন পবিত্র আত্মা নিয়ন্ত্রণ করেন তখন সেটি কেমন হয়। এন টি রাইট উল্লেখ করেছেন যে, পৌল "বিশেষজ্ঞ হওয়ার উপরে জোর দিচ্ছেন না।"[19] যেভাবে একজন ফল দেখে একটি জাম গাছকে চিনতে পারে, ঠিক সেই একই ভাবে একজন খ্রীষ্টিয়ানকে জানা যাবে পবিত্র আত্মার ফলের দ্বারা – পবিত্র মেজাজের দ্বারা, যার নিদর্শন থাকবে তার জীবনে। আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে ওয়েসলি দ্রুত যুক্ত করেছেন, পবিত্র মেজাজের শুরু হয় প্রেম দিয়ে, কারণ সকল নয়টি ফল হল প্রেমের অভিব্যক্তি। তা সত্ত্বেও, অনুগ্রহের যাত্রা পথে, খ্রীষ্টের সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে আমাদের জীবনে।

হয়তো অনুগ্রহে যাত্রা সম্পর্কে বোঝার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, মুহূর্তের মধ্যে পবিত্র মেজাজ অনুভব করা যায় না। এর পরিবর্তে, যেমন ভাবে র‍্যান্ডি ম্যাডক্স ব্যাখ্যা করেছেন, "ঈশ্বরের দ্বারা পুনর্জন্ম প্রদান করা (পরিত্রাণকারী) অনুগ্রহ বিশ্বাসীদের মধ্যে এই প্রকার গুণাবলীর 'বীজ' জাগিয়ে তোলে। যখন 'আমরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করি,' এই বীজগুলি তখন শক্তিশালী করে ও আকার দেয়। স্বাধীনতা দেওয়া হলে, এই বৃদ্ধির মধ্যে থাকে দায়িত্বশীল সহযোগিতা, নতুবা আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ শক্তি প্রদান করাকে তুচ্ছ অথবা রোধ করতে পারি।"[20] ম্যাডক্স এর ব্যাখ্যা থেকে অনেক কিছুই বোঝার আছে।

---

19. Wright, *After You Believe*, 195.

20. Randy Maddox, "Reconnecting the Means to the End: A Wesleyan Prescription for the Holiness Movement," Wesleyan Theological Journal, vol. 33, No. 2 (Fall 1998), 41.

অবশ্য, মূল ধারণা আমরা যেন হারিয়ে না ফেলি, গুণের চর্চা করতে হবে যেন সেটি বৃদ্ধি পায়।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক মুহূর্তে আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি ও পবিত্রীকৃত হয়েছি এবং খ্রীষ্টের সদৃশ হওয়ার দিকে যাত্রা করতে আমাদের সক্ষম করা হয়েছে – ধার্মিকতার বীজ বপন করা হয়েছে। অনুগ্রহের একটি উত্তেজনাপূর্ণ কাজে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, পাপের এবং আত্ম–প্রেমের একটি জীবনকে ত্যাগ করতে যেন আমাদের সমস্ত হৃদয়, প্রাণ, শক্তি ও মন দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করতে পারি। তা সত্ত্বেও, বিশ্বাসের তিনটি স্থায়ী গুণাবলী, বিশ্বাস, প্রত্যাশা, ও প্রেম (১ করিন্থীয় ১৩.১৩) এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ জীবন থেকে, নয় প্রকারের ফল, উভয়ই *দান করা হয় ও বৃদ্ধি* পায়। পবিত্র আত্মার ফলের আবির্ভাব হঠাৎ হয়ে যায় না, আর রাইট যেমন সঠিক ভাবে উল্লেখ করেছেন, এইগুলি "আপনা থেকেই বৃদ্ধি লাভ" করে না। নিঃসন্দেহে, প্রাথমিক প্রতিজ্ঞার নিদর্শন থাকে যে, এই ফল আসতে চলেছে : "বহু নূতন খ্রীষ্টিয়ানগণ, তাদের আশ্চর্য হওয়ার বিষয়ে ব্যক্ত করে, যখন তাদের ভিতর থেকে উপচে পড়া প্রেম করার, ক্ষমা করার, নম্র হওয়ার, শুচি হওয়ার জন্য তাদের যে ইচ্ছা তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, বিশেষত যখন অকস্মাৎ একটি ধর্মান্তরিত হওয়ার অর্থ হয়, 'মাংসের কাজের' জীবনশৈলী থেকে নাটকীয় ভাবে সরে আসা। তারা প্রশ্ন করে, এই সকল কিছু কোথা থেকে আসলো? আমি ত এমন ছিলাম না। এটি একটি অদ্ভুত বিষয়, পবিত্র আত্মা যে কাজ করছেন সেটির এক নিশ্চিত চিহ্ন।"[21]

"স্নেহের" এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন অনুগ্রের একটি খাঁটি দানের থেকে কম কিছুই নয়। অবশ্য, নূতন খ্রীষ্টিয়ান নিষ্ক্রিয় হতে পারে না। ঈশ্বর তাদের মধ্যে যে কাজ করছেন সেই কাজটিকে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই যে অনুগ্রহ "স্নেহের" এই পরিবর্তন সম্ভবপর করেছে, সেটিকে এখন "পবিত্র মেজাজে" বৃদ্ধি পেতে হবে, নূতন স্বভাবের দ্বারা এবং রপ্ত করা অভ্যাসের দ্বারা সেটির চর্চা করতে হবে। পুনরায় রাইট শিষ্যত্বের অতি নিবিড় কল্পনা সহ অত্যন্ত সঠিক ভাবে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন: "এই সকল [নূতন ইচ্ছাগুলি] হল ফুটে ওঠা সেই ফুলগুলি, ফল প্রাপ্তির জন্য যেটি আপনাকে শিখতে হবে এক মালী হতে গেলে।

21. Wright, After You Believe, 195–196.

আপনাকে আবিষ্কার করতে হবে যে, কিভাবে গাছের যত্ন নিতে হবে ও ছাঁটাই করতে হবে, কিভাবে ক্ষেতে জল দিতে হবে, কিভাবে পাখি আর কাঠবিড়ালিদের দূর করতে হবে। আপনাকে গাছের রোগ ও গঠন সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, চিরহরিৎ লতা ও অন্যান্য পরজীবীদের কেটে পরিষ্কার করতে হবে, আর দেখতে হবে যেন ছোট ছোট কাণ্ডগুলি ঝড়ের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেবল মাত্র তখনই ফল ফলবে।"[22]

ফুল ফুটে ওঠা হল নিশ্চিত রূপে "তোমাদের মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশার" চিহ্ন (কলসীয় ১.২৭), কিন্তু খ্রীষ্টের সদৃশ চরিত্রের একটি পরিপক্ক প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, আমাদের অবশ্যই মালী হতে হবে। বীজগুলিকে এখন অবশ্যই ফল দেওয়া শুরু করতে হবে। সমর্পিত স্নেহ পবিত্র মেজাজ, একটি নূতন স্বভাব উৎপন্ন করে, যেটি দেয় খ্রীষ্টের সদৃশ চিন্তাধারা, এবং কার্য্যকলাপ, যেগুলি দ্বিতীয় স্বভাব রূপে কাজ করতে শুরু করে।[23] "ইহাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও; আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে" (যোহন ১৫.৮)। ফোটা ফুলগুলি ফলে পরিণত হয় – বীজগুলি হয়ে যায় গুণ। ঈশ্বরের শক্তি দেওয়ার পরাক্রম হয়ে যায় অনুগ্রহ, যেটি সংরক্ষণ করে।

দোষ এবং গুণ

করিন্থীয় খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি পৌল এই উপদেশ দিয়েছিলেন : "আপনাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি না; প্রমাণার্থে আপনাদেরই পরীক্ষা কর। অথবা তোমরা কি আপনাদের সম্বন্ধে জান না যে, যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে আছেন?" (২ করিন্থীয় ১৩.৫)। তাঁর গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ইউজিন পিটারসন এর শব্দান্তরণ হল প্রাসঙ্গিক: "নিজেদের পরীক্ষা করে দেখ এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, তোমরা নিজেদের বিশ্বাসে দৃঢ় আছ। সকল কিছু ঠিক আছে মনে করে যেন এদিক অদিক চালিত না হও। নিজেদেরকে নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করে দেখতে থাক। তোমাদের জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক নিদর্শন, কেবল

---

22. Wright, After You Believe, 196.

23. "পবিত্র মেজাজ থেকে "নির্গত" হওয়া পবিত্র কাজগুলি সম্পর্কে ওয়েসলি এর ভাষা প্রস্তাব করে যে, তিনি প্রশংসা করতেন সেই অনুভূতির যেখানে অভ্যাসগত স্নেহ "স্বাধীনতা" নিয়ে আসে পরে আরও কাজের জন্য – যে স্বাধীনতা আসে অনুশাসনের একটি অভ্যাসের থেকে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি বেহালা বাজানর স্বাধীনতা)।" Maddox, Responsible Grace, 69.

মাত্র জনশ্রুতি নয় যে যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে আছেন। এটি পরীক্ষা করে দেখ। যদি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হও, তাহলে সেই সম্পর্কে কিছু কর” (৫-৯ পদ)।

হৃৎপিণ্ডে অকস্মাৎ আক্রমণ অথবা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া অপেক্ষা নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অধিক শ্রেয় হয়। কোনো সমস্যা যদি প্রথমেই ধরা পড়ে, তাহলে প্রায়ই সেটির চিকিৎসা করা সম্ভবপর হয়। একই ভাবে, গাড়ির নিয়মিত ভাবে মেরামত করতে থাকা সাধারণত ইঞ্জিন ভীষণ ভাবে খারাপ হয়ে যাওয়া রোধ করতে পারে। বাইবেলের সমগ্র ইতিহাসে চল্লিশ দিনের সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রস্তুতি, শুচিকরণ, ও আত্মিক পর্যালোচনা করার জন্য।[24] একজন ভাবতে পারে যে আত্মিক জাগরণ ও পবিত্রতার পরম্পরায় জনগণের একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য হল সকলের এবং ব্যক্তিগত ভাবে এক একজনের পরীক্ষা করা। পৌল যেমন করিন্থীয়দের কাছে উল্লেখ করেছিলেন, আত্মিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন আত্মিক স্বাস্থ্য। পৌলের পরামর্শ অনুসারে, ওয়েসলি এর এই জোর দেওয়া যে, বিশ্বাসীরা যেন ছোট ছোট দায়িত্বশীল দলে মিলিত হয় (তিনি যেগুলিকে “শ্রেণীগত সভা” বলে উল্লেখ করেছেন), সেটি ছিল আত্মিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিয়ম শৃঙ্খলা অভ্যাস করা।

আত্মিক হৃদরোগের কি কি উপসর্গ হয়? ষোড়শ শতাব্দীতে মণ্ডলীর দ্বারা যেমন ভাবে শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছিল, সেই অনুসারে উপসর্গগুলিকে “ভয়ানক পাপ” অথবা “ভয়ানক দোষ” রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। হৃদরোগের ক্ষেত্রে যেমন উচ্চমাত্রার কোলেষ্ট্রল একটি চেতনা হয়ে থাকে, এবং ব্যক্তিগত গাড়িতে গিয়ার পিছলে যাওয়া যেমন খারাপ পরিচলনের চিহ্ন হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে শিষ্যত্বের ক্ষেত্রে এইগুলি স্বাস্থ্যহীন হওয়ার চিহ্ন হয়ে যাবে, আর যদি না সেগুলি ঠিক করা হয়, তাহলে সেগুলি আত্মিক মৃত্যু ঘটাতে পারে। মন্দ বিষয় সম্পর্কে মণ্ডলীর ঐতিহাসিক ধারণা – সাধারণত যেটিকে “সাতটি ভয়ানক পাপ” বলে অভিহিত করা হয় – সেটি বিস্তীর্ণ হওয়ার থেকে অধিক কিছু , এবং নিম্নলিখিতগুলি সেটির অন্তর্ভুক্ত থাকে:

24. খ্রীষ্টিয়ান পঞ্জিকায় উপবাস কালের ভিত্তি হল চল্লিশ দিন যাবৎ আত্ম-পরীক্ষা করার ধারণা।

অহংকার: জীবনের মুখ্য ও কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে নিজেকে ঈশ্বরের জায়গায় উপস্থাপন করা, সৃষ্ট রূপে, ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল রূপে নিজেকে অনুভব করতে অস্বীকার করা।

অশ্রদ্ধা করা: ঈশ্বরের উপাসনা ইচ্ছাকৃত ভাবে তুচ্ছ করা, অথবা কোনো প্রকারে একটু অংশগ্রহণ করাকে যথেষ্ট মনে করা; পবিত্র বিষয় সম্পর্কে প্রকাশ্য ভাবে কটূক্তি করা, অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য খ্রীষ্টিয়ান পথকে ব্যবহার করা।

ভাবপ্রবণতা: ব্যক্তিগত পবিত্রতার জন্য প্রয়াস না করে, পবিত্র অনুভূতি এবং সুন্দর অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত হওয়া; ক্রুশ বহন করায় অথবা ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করায় কোনো আগ্রহ না থাকা, ত্যাগ স্বীকারমূলক অঙ্গীকার না করে আবেগপ্রবণ আত্মিকতায় আকর্ষিত হওয়া।

অবিশ্বাস: ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও প্রেম চিনতে অস্বীকার করা; অযথা দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, বিভ্রান্তিকর, অথবা পরিপূর্ণতা; আত্মিকতার মাধ্যমে, অযথা বিনম্রতায়, অথবা কাপুরুষতায় নিজের জীবনকে লাভ করা অথবা রক্ষা করার চেষ্টা করা।

অবাধ্যতা: ঈশ্বরের প্রকাশ্য ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা, পবিত্র শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত ঈশ্বরের প্রকৃতি জানতে অস্বীকার করা, দায়িত্বহীন হয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, এবং বিনা প্রয়োজনে অন্যদের অসন্তুষ্ট করা, আইনত অথবা নৈতিক চুক্তি ভঙ্গ করা।

অধৈর্য: পাপের অন্বেষণ করতে এবং সেগুলির সম্মুখীন হতে, অথবা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করতে অস্বীকার করা; নিজের পাপকে গুরুত্বহীন, স্বাভাবিক, অথবা অনিবার্য রূপে বিবেচনা করে আত্ম-সমর্থন করা, প্রতিবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে ও তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে অস্বীকার করা, অথবা নিজেকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করা।

দর্প: আমাদের জীবনে যোগদান দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ও অন্যদের কৃতিত্ব দিতে অক্ষম হওয়া; গর্ব করা, অতিশয়োক্তি করা, এবং অসতর্ক ব্যবহার করা; "বস্তু সামগ্রী" সম্পর্কে অযথা ভাবতে থাকা।

ঔদ্ধত্য: উদ্ধত হওয়া ও তর্ক করার মনোভাব রাখা, নিজের মতামতের উপরে জোর দেওয়া এবং একগুঁয়ে হওয়া।

অসন্তোষ: আমাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর এবং অন্যান্যরা, যে সকল বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা, অথবা সুযোগ দেন সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা; ঈশ্বর ও অন্যান্যদের প্রতি বিদ্রোহ করা; কটূক্তি করা।

হিংসা: ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আমাদের স্থান সম্পর্কে আমাদের অসন্তোষ প্রকাশ পায় অন্যদের অথবা অন্যদের "বিষয় সামগ্রীর" প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, ও অবমাননার মাধ্যমে।

লালসা: অন্যান্য প্রাণীদের বিশুদ্ধতার সম্মান করতে অস্বীকার করা, যেটি ব্যক্ত হয় নিজের মূল্য প্রমাণ করার জন্য বস্তু সামগ্রীর পুঁজি করার মাধ্যমে; ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অন্যদের ব্যবহার করা; অন্যদের ক্ষতি করে নিজের মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা।

লোভ: প্রাকৃতিক সংস্থানের অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অপচয় করা, অপব্যয় করা অথবা নিজের সমর্থের অধিক ব্যয় করা, প্রকাশ পায় অস্বাভাবিক উচ্চাশা অথবা অন্যদের উপরে আধিপত্য করা, এবং নিজের "বস্তু সামগ্রীর" অযথা সংরক্ষণ করা, কার্পণ্য করা, অর্থলিপ্সা করার মধ্যে।

ভোজন বিলাসিতা: স্বাভাবিক ভোজন শক্তি অপেক্ষা অতিরিক্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, ভোগ বিলাসিতার ও আরামের জন্য অত্যাধিক প্রয়াস করা; প্রকাশ পায় অমিতাচার ও শৃঙ্খলার অভাবের মধ্যে।

কাম লালসা: যৌনতার অপব্যবহার করার অন্তর্ভুক্ত থাকে কৌমার্য নষ্ট হওয়া, অশালীন হওয়া, শালীনতার ভান করা, নিষ্ঠুর হওয়া; এটি বিবাহকে যৌনতার পক্ষে ঈশ্বর-নিরূপিত সম্পর্ক রূপে চিহ্নিত করে না।

অলসতা: বৃদ্ধি লাভ করার জন্য একজনের সুযোগের প্রতি সাড়া দিতে অস্বীকার করা, এর অন্তর্ভুক্ত থাকে আত্মিক, মানসিক, অথবা দৈহিক কর্তব্যের প্রতি অলসতা করা; পরিবারের প্রতি অবহেলা করা; অন্যায়ের অথবা জগতের নিপীড়িত মানুষদের প্রতি উদাসীনতা; দরিদ্র, একাকী, অপ্রিয় মানুষদের অবহেলা করা।

চেতনার চিহ্ন সামান্য কিন্তু প্রাণের প্রতি বিপজ্জনক হতে পারে। আমরা যখন দৈহিক ভাবে স্বাস্থ্যবান হতে চাই, তখন আমরা জীবনশৈলীর ধারায় পরিবর্তন করি আর খাদ্য মনোনয়ন করি আমাদের নূতন ইচ্ছা অনুসারে – কখনো কখনো ওষুধ পত্রের প্রয়োজন হয়, আমাদের দেহ স্বয়ং যেগুলি উৎপন্ন করতে পারে না সেগুলির প্রতিস্থাপন করার জন্য অথবা অভাব

মিটানোর জন্য। যখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত গাড়ি ঠিক রাখতে চাই, তখন আমরা তেল পরিবর্তন করি ও চাকাগুলি ঘুরাই – কোনো কোনো যন্ত্রাংশ বদলে দিতে হয়। সত্য হল এই যে, আমাদের দেহ হোক অথবা আমাদের গাড়ি হোক, সেগুলি ভালো থাকে যখন সেগুলির সঠিক পদ্ধতিতে মেরামত করা হয়। নিয়মিত ভাবে ও ক্রমাগত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা অভিপ্রেত হয়। শিষ্যত্বের জীবনও এই একই ভাবে কাজ করে। স্বীকার্য রূপে, কেউ এমনিতেই হানীকারক কোনো কিছু থেকে মুক্তি পায় না যতক্ষণ না সেগুলিকে ভাল অন্য কিছুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়। উপস্থাপন করার জন্য সেখানে অবশ্যই উত্তম কিছু থাকতে হবে, যে উত্তম বিষয়টি হবে বর্তমান মন্দ বিষয়ের থেকে শক্তিশালী। নেশা থেকে মুক্তির পথে যে কোনো ব্যক্তি আপনাকে বলতে পারবে যে, কোনো কিছুর দ্বারা অবশ্যই নির্ভরশীলতাকে প্রতিস্থাপন করতে হবে। নিম্ন, পাপময় বিষয়কে প্রতিস্থাপন করার জন্য সেখানে অবশ্যই থাকতে হবে একটি উচ্চতর, আত্মিক উদ্যম। একই ভাবে অনুগ্রহ যাত্রায় আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য থাকতে হবে একটি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কর্মসূচী – একটি নিয়মিত পদ্ধতিগত উপায়, আমাদের শিষ্যত্বটিকে কার্যকারিতার স্তরগুলোতে শীর্ষস্থানে রাখতে একটি নিয়মিত, প্রদ্ধতিগত উপায়।

প্রতিস্থাপন করার উত্তম বিষয়টি কি হয়, যেটি ভয়ানক দোষকে প্রতিস্থাপন করে? স্থিরকারী অনুগ্রহ সংরক্ষণ করার পরিকল্পনাটি কি? নূতন নিয়ম প্রতিস্থাপনকারী উত্তম বিষয়টিকে চিহ্নিত করে পবিত্র আত্মার ফল রূপে – অর্থাৎ সেই সকল জীবনদায়ী গুণাবলী রূপে, যেগুলি প্রতিস্থাপন করে আমাদের মাংসের নিম্ন স্তরের প্রবৃত্তিকে। নিয়মিত পদ্ধতিগত সংরক্ষণ পরিকল্পনাকে বলা হয় আত্মিক অনুশাসন। পেশাদার খেলোয়াড়গণ দৌড়ায়, লাফায়, দেহকে টানটান করে, ভার উত্তোলন করে – মজা করার জন্য নয়, কিন্তু এই জন্য যে তারা একটি লক্ষ্যে পৌঁছান নিশ্চিত করার জন্য এইগুলি করে। আত্মিক পরীক্ষণকে বড় অথবা ব্যাপক অস্ত্রচিকিৎসা হতে হবে না। সেগুলি স্বাস্থ্যপরীক্ষা হতে পারে। প্রতিস্থাপন করার উত্তম ওষুধ হতে পারে পবিত্র আত্মার ফলগুলি, ঈশ্বরের কাজগুলি গ্রহণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সাস্থ্যরক্ষার পরিকল্পনা হল আত্মিক অনুশাসন। এইগুলি হল স্থিরকারী অনুগ্রহের আবশ্যক বিষয় বস্তু।

অনুগ্রহের উপায় রূপে অনুশাসন

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক আত্মিক অনুশাসনের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন: "কোনো শাসনই আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দ্বারা যাহাদের অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহা পরে তাহাদিগকে ধার্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল প্রদান করে" (১২.১১)। অনুশাসনের একটি নেতিবাচক দিক থাকতে পারে, যদি সেটিকে মন্দ কাজের জন্য শাস্তি রূপে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য, ইব্রীয় পুস্তক যেমন স্বীকার করে, এখানে অনুশাসনের মতো আরও একটি বিষয় আছে আমাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য অথবা সবল করার জন্য। এই হল অনুশাসনের বিষয় যেটি ইব্রীয় পুস্তক উল্লেখ করেছে। "শাসনের জন্যই তোমরা সহ্য করিতেছ। যেমন পুত্রদের প্রতি, তেমনি ঈশ্বর তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন; কেননা পিতা যাহাকে শাসন না করেন, এমন পুত্র কোথায়? কিন্তু তোমাদের শাসন যদি না হয় – সকলেই ত তাঁহার ভাগী – তবে সুতরাং তোমরা জারজ, পুত্র নও" (১২.৭–৮)।

দুইটি বিষয় লক্ষণীয়: (১) লেখক এমন সন্তানদের কল্পনা করতে পারেন না যারা পিতা মাতার অনুশাসন প্রাপ্ত হবে না; (২) লেখক অনুশাসনকে পবিত্র প্রেম রূপে দেখেন। একটি সন্তানকে প্রেম করার অন্তর্ভুক্ত থাকে অনুশাসন। এক সন্তানকে মাঝরাতে পিজ্জা দিতে অস্বীকার করা, কার্ফু লাগু করা, অথবা নেটফ্লিক্সে যা কিছু দেখতে চাইবে সেগুলি দেখতে না দেওয়ার অর্থ শাস্তি দেওয়া হয় না। জ্ঞানী পিতা মাতা জানেন যে এটি শাস্তি দেওয়া হয় না; এটি হয় ভবিষ্যতের জন্য তাদের প্রস্তুত করা। সন্তানদের কাছে এটি অন্যায় এমন কি নিষ্ঠুর মনে হতে পারে বটে, কিন্তু তারপর এমন একটি দিন আসবে, যখন তাদের সুরক্ষার জন্য এবং তাদের সাহায্য করার জন্য যেন তারা পূর্ণ রূপে কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয় তার জন্য প্রেমী পিতা মাতার দ্বারা আরোপিত সঠিক সীমারেখা তারা চিনতে পারবে। একই ভাবে ঈশ্বর আমাদের শাসন করেন পবিত্রতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই সময়ে এটি সন্তোষজনক বলে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু এটি বীজ রোপণ করে একটি ধার্মিক জীবনের শান্তির ফল উৎপন্ন করার জন্য, আর – এটি হারাবেন না – এটিতে আমাদের প্রশিক্ষিত হতে হবে।

ই স্টেনলি জোনস জ্ঞানের সঙ্গে বলেছেন; “অনুশাসনের দ্বারা আপনি পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন না – সেটি হল ঈশ্বরের দান। কিন্তু অনুশাসন ব্যতীত সেটিকে আপনি ধরে রাখতে পারবেন না।”[25] চরিত্র গঠন সম্পর্কে, আগস্তিনকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে “আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটি উত্তম অভ্যাস” বলে গুণাবলীর সংজ্ঞা করার জন্য। এ ছাড়াও, যীশুর সরল অভ্যাসগুলিকে জোনস দেখিয়েছেন এমন একজনের দৃষ্টান্ত রূপে, যিনি সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন আর ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর জীবনে তিনি অনুশাসন রেখেছিলেন; “তিনটি কাজ তিনি অভ্যাস বশত করতেন: (১) ‘আপন রীতি অনুসারে তিনি পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন’ - তিনি ঈশ্বরের বাক্য পড়েছিলেন আপন রীতি অনুসারে। (২) ‘আপন রীতি অনুসারে প্রার্থনা করিতে তিনি পর্বতে উঠিলেন’ – অভ্যাস বশত তিনি প্রার্থনা করতেন।’ (৩) ‘আপন রীতি অনুসারে তিনি পুনরায় তাদের শিক্ষা দিলেন’ – তাঁর কাছে যা ছিল এবং তিনি যা পেয়েছিলেন, অভ্যাস বশত তিনি সেগুলি অন্যদের দিলেন। এই সরল অভ্যাসগুলি ছিল তাঁর জীবনের ভিত্তিমূলক অভ্যাস।[26] পবিত্র অভ্যাসগুলি স্বাস্থ্যবান শিষ্য গড়ে তোলে। পবিত্র মেজাজ সম্পর্কে ওয়েসলি এর ধারণায় ফিরে গেলে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে সেগুলি খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে গঠিত হয়েছিল যখন তারা অভ্যাস বশত কাজের মাধ্যমে মণ্ডলীর জীবনে অংশগ্রহণ করেছিল, যেগুলিকে তিনি “অনুগ্রহের পথ” বলে অভিহিত করেছিলেন – এ ছাড়াও যেগুলি আত্মিক অনুশাসন বলে পরিচিত। অনুগ্রহের পথগুলি হয় ঈশ্বরের প্রণালী, যেগুলি অনুগ্রহের যাত্রায় ঈশ্বরের কাজগুলিকে আমাদের দিকে আসার জন্য পথ করে দেয়।

ওয়েসলি এর জন্য এই পথগুলি আমাদের নিয়ে যায় সেটির মধ্যে দিয়ে, যেটিকে আমরা পবিত্রতা ও দয়ার কাজ বলে থাকি। পবিত্রতার কাজগুলি হয় মূলত যেগুলি আমরা করে থাকি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য। দয়ার কাজগুলি যুক্ত থাকে সেটির

25. E. Stanley Jones, Conversion (Nashville: Abingdon Press, 1991), quoted in Richard J. Foster and James Bryan Smith, eds., Devotional Classics: Selected Readings for Individuals and Groups (Englewood, CO: Renovaré, 1990), 281.

26. Jones, Conversion, quoted in Foster and Smith, Devotional Classics, 282.

সঙ্গে, যেটি আমরা করে থাকি এই জগতে ঈশ্বরের পরিচর্যা ও অভিযানে যুক্ত থাকার জন্য। পবিত্রতার কাজ ও দয়ার কাজ, এই উভয়ের মধ্যেই থাকে একটি ব্যক্তিগত অংশ (যেটি একজন একা করতে পারে) আর থাকে একটি সামাজিক অংশ (যেটিকে অবশ্যই করতে হবে অন্যদের সাহায্য নিয়ে)।

একক ব্যক্তির পবিত্রতার কাজের অন্তর্ভুক্ত থাকে শাস্ত্র ধ্যান করা, প্রার্থনা করা, উপবাস করা, অন্যদের কাছে বিশ্বাসের বিষয়ে বলা (সুসমাচার প্রচার করা), এবং আমাদের সংস্থান উদারতার সঙ্গে দান করে দেওয়া। সামাজিক ভাবে করা পবিত্রতার কাজগুলির অন্তর্ভুক্ত থাকে একত্রে উপাসনা করা, পবিত্র প্রভু ভোজে অংশগ্রহণ করা এবং খ্রীষ্টিয়ান বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা, পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া (যেটি আরও "খ্রীষ্টিয়ান সম্মেলন" বলে পরিচিত), বাইবেল অধ্যায়ন করা, এবং প্রচার করা। পুনরায়, এই সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমরা করে থাকি কেবল মাত্র এই জন্য নয় যে আমরা খ্রীষ্টিয়ান, কিন্তু আরও এই জন্য যে, সেগুলি হল "পবিত্র আত্মার দ্বারা দত্ত কাজ, যেগুলি আপনার প্রেমগুলিকে পুনর্গঠন ও পুনঃপ্রশিক্ষিত করবে . . . প্রতিরোধক গঠনমূলক কাজ, আগ্রহ জাগিয়ে তোলার অনুষ্ঠান ও প্রেমকে রূপদান করার সাহিত্য," কারণ এই সকল কাজের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টকে পরিধান করার শিক্ষা লাভ করে থাকি (দেখুন কলসীয় ৩.১২-১৬)।[27]

অনুগ্রহের পথ রূপে সংস্কার

সংস্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক বিস্তারিত বিবরণ অনুগ্রহের যাত্রায় সহায়ক হবে। "সংস্কার" কথাটির উৎপত্তি হয়েছে একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে যার অর্থ হয় "সাধু হওয়া, পবিত্র হওয়া" অথবা "পবিত্র করা, পবিত্র," যেটি আবার এসেছে "রহস্য" কথাটির জন্য গ্রীক শব্দ থেকে। যখন এইগুলিকে এক রেখাতে স্থাপন করা হয়, তখন একটি সংস্কার হয়ে যায় "একটি পবিত্র রহস্য।" জন ওয়েসলি তাঁর সংস্কারের সংজ্ঞাটি নিয়েছেন অ্যাংলিকান প্রার্থনা পুস্তকের প্রশ্নোত্তর থেকে (যেটি নিয়েছে আগস্তিনের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা থেকে), অধিক স্পষ্ট করার জন্য সামান্য

---

27. James K. A. Smith, You Are What You Love: The Spiritual Power of Habit (Grand Rapids: Brazos Press, 2016), 68–69.

পরিবর্তন করা হয়েছে: "অভ্যন্তরীণ অনুগ্রহের একটি বাহ্যিক চিহ্ন, এবং একটি উপায় যার মাধ্যমে আমরা সেটি পেয়ে থাকি।"[28] পবিত্র রহস্যের ও পথের ধারনাটিকে সংযুক্ত করে এন টি রাইট সংস্কারগুলিকে বর্ণনা করেছেন "সেই সকল অনুষ্ঠান বলে, যখন স্বর্গীয় জীবন রহস্যময় রূপে জাগতিক জীবনের মধ্যচ্ছেদ করে।"[29] কোন কোন খ্রীষ্টিয়ান পরম্পরা অন্যদের অপেক্ষা অধিক সংস্কার গ্রহণ করে। প্রটেস্টান্টরা সাধারণত দুইটি বাপ্তিস্মের এবং যীশুর ভোজের (যেটিকে প্রভুর ভোজ অথবা পবিত্র কমুনিয়ন বলা হয়ে থাকে) সমর্থন করে।[30]

ওয়েসলি দৃঢ় রূপে উৎসাহ দিয়েছেন "ধর্মীয় সকল অনুষ্ঠানে (বিশেষত শিষ্যত্বের),"[31] কিন্তু বিশেষ রূপে প্রভুর ভোজে নিষ্ঠার সঙ্গে যোগদান করার জন্য। তিনি এটিকে "মহান পথ" বলে উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে আমাদের উপরে অনুগ্রহ আসে, এবং এমনকি প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করাকে আমাদের পরিত্রাণ সফল করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করেছেন।[32] এমন একটি প্রগতিশীল ধারণা ছিল এই বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে যে, প্রভুর ভোজ হল খ্রীষ্টের মৃত্যুর একটি স্মারক চিহ্ন অপেক্ষা অধিক কিছু, বরং এটি হল খ্রীষ্টের বাস্তব উপস্থিতি, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এটিকে অনুভব করা যায় যখন কেউ প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে।[33] এই বিষয়টি ওয়েসলিকে দুইটি বিবেচনার যোগ্য উপসংহার করার জন্য পরিচালিত করেছিল। প্রথম, যেহেতু বর্তমান অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে শক্তিযুক্ত খ্রীষ্টিয়ান জীবন যাপন করার জন্য, তাই যত ঘন ঘন

---

28. Rob L. Staples, Outward Sign and Inward Grace: The Place of Sacraments in Wesleyan Spirituality (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1991), 21. Emphasis added.

29. Wright, After You Believe, 223.

30. দুইটি সংস্কারের যুক্তিসঙ্গতা হল কেবল মাত্র সেইগুলি পালন করতে পছন্দ করা, যেগুলি যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা স্থাপিত হয়েছে (যেগুলি "যীশু খ্রীষ্টের সংস্কার" নামেও পরিচিত)।

31. Wesley, A Plain Account of Christian Perfection, Annotated, 45.

32. Maddox, Responsible Grace, 202.

33. "পরিবর্তনকারী অধ্যাদেশ" হল একটি উক্তি, যেটি জন ওয়েসলি ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহার করেছেন। Staples, Outward Sign and Inward Grace, 252. তাঁর নিজের মাতার এই সাক্ষ্য থেকে যে, প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণ করার সময়ে তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁকে পূর্ণ রূপে আশ্বস্ত করা হয়েছিল, এবং এই প্রকারের অন্যান্য বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে ওয়েসলি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, প্রভুর ভোজের মুহূর্ত "'প্রতিনিধিত্ব' করে সর্বকালের জন্য একটি বলিদানকে একটি নাটকীয় পরিদর্শনের মাধ্যমে, যেটি পরিত্রাণের পরাক্রমকে ব্যক্ত করবে।" Maddox, Responsible Grace, 203.

সম্ভব প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা উচিৎ। দ্বিতীয়, যেহেতু প্রভুর ভোজে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ঈশ্বরের সর্বদা সহজ লভ্য পরিত্রাণ, পবিত্রীকরণ, ও স্থিরকারী অনুগ্রহের সমতুল্য, তাই এটিকে একটি "পরিবর্তনকারী অধ্যাদেশ"[34] – এক অনুতাপি হৃদয়ের ব্যক্তিকে পরিত্রাণ দেওয়া যেতে পারে – এবং পবিত্রতার বৃদ্ধির একটি পথ রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রভুর ভোজ সম্পর্কে এই উচ্চ ধারণা নাজারিন ঈশ্বরতত্ত্ববিদ রব স্ট্যাপেলসকে প্রণোদিত করেছিল প্রভুর ভোজকে "পবিত্রীকরণের সংস্কার" বলে উল্লেখ করতে।[35]

সাধারণ অনুষ্ঠান অথবা সর্বসমক্ষে স্বীকারোক্তি অপেক্ষা বাপ্তিস্ম হল অনেক বেশি কিছু। এটি দেখায় খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের মৃত্যুবরণ করা ও পুনরুত্থিত হওয়া। "অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায় চলি" (রোমীয় ৬.৪)। কেউ এমনিতেই স্বর্গরাজ্যে ঢুকে পড়ে না – অবশেষে পাপের প্রতি এবং নিজের প্রতি অবশ্যই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, এবং নূতন জীবনে উত্থাপিত হতে হবে।[36] বাপ্তিস্ম সেই মুহূর্তটিকে চিহ্নিত করে। "বাপ্তিস্ম এটিকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে যে, সকল খ্রীষ্টিয়ান জীবন হল ক্রুশের সঙ্গে চিহ্নিত করার, ক্রুশের সঙ্গে সহভাগিতা করার, ক্রুশ তুলে নেওয়ার, এবং যীশুকে অনুসরণ করার একটি বিষয়।"[37] ওয়েসলি বাপ্তিস্মকে তাঁর কোনো আনুষ্ঠানিক অনুগ্রহের পথের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি, এই জন্য নয় যে তিনি বাপ্তিস্মের অবমূল্যায়ন করেছিলেন, কিন্তু বিশ্বাসের সমাজে এটির প্রারম্ভিক ভূমিকার জন্য এবং বিশ্বাসীর জীবনের একক ঘটনা হওয়ার জন্য। সুতরাং, ওয়েসলি এর কাছে বাপ্তিস্ম ছিল খ্রীষ্টিয়ান জীবনের আরম্ভ, যদিও

34. "যীশু যখন বললেন, 'স্মরণ করা,' তখন তার জন্য গ্রীক শব্দ হয় অ্যানামনেসিস। এটি ঐতিহাসিক পুনর্মিলন অপেক্ষা আরও অধিক কিছু। এটি নির্দেশ করে পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি স্মারক, যেটি অতীতের ঘটনাগুলিকে এমন ভাবে বর্তমানে নিয়ে আসে যেণ আক্ষরিক ভাবে এটি "পুনরায় ঘটে।" J. D. Walt, "Wonder Bread," Seedbed Daily Text, April 24, 2020, https://www.seedbed.com/ wilderness-wonder-bread/.

35. See Staples, Outward Sign and Inward Grace, 201–249.

36. Wright, After You Believe, 281

37. Wright, After You Believe, 281.

অনুগ্রহের অন্যান্য পথগুলিকে তিনি পবিত্রতার অনুধাবন করার জন্য আবশ্যক রূপে পুনরাবৃত্ত হতে দেখেছিলেন।[38]

ওয়েসলি বাপ্তিস্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণায় ইংরেজ সংস্কারকদের সঙ্গে একই মনোভাব পোষণ করতেন, কিন্তু দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করতেন। ম্যাডক্স এর অনুসারে, ওয়েসলি, আমাদের "বিচার সংক্রান্ত ক্ষমা" (আমাদের অপরাধ ও সেটির ক্ষমা প্রদান করার উপরে আলোকপাত) প্রদান করা অপেক্ষা "আমাদের জীবন অনুগ্রহের দ্বারা শক্তিপ্রযুক্ত হয়ে রূপান্তরিত হওয়াকে" অধিক প্রশংসা করতেন। এটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ, কারণ এর অর্থ হয় এই যে, বাপ্তিস্ম হল একমাত্র চিহ্ন যে, আমাদের পাপগুলির ক্ষমা করা হয়েছে, কিন্তু আরও এই যে, পাপের স্বভাব থেকে, এবং পাপ আমাদের যেভাবে ভেঙ্গে দেয়, সেগুলি থেকে আমাদের আরোগ্য করা হয়েছে।[39] এর অতিরিক্ত, ওয়েসলি এর কাছে যদিও বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ হল "খ্রীষ্টিয়ান জীবন শুরু করার জন্য যথেষ্ট," কিন্তু তবুও একজনকে অবশ্যই *প্রতিক্রিয়াশীল* এবং *দায়িত্বশীল* রূপে অংশগ্রহণ করতে হবে সেই অনুগ্রহের দ্বারা যেটি দেওয়া হয়েছে অনুগ্রহের পথের জন্য, যেন সে পূর্ণ রূপে দক্ষ্য হয়।[40] এই অর্থে, বাপ্তিস্ম হল একটি চিহ্ন এবং একজনের ইচ্ছুক হওয়ার একটি প্রতীক যে সে সম্পূর্ণ রূপে সেটির সঙ্গে যুক্ত হবে, পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য যেটি আবশ্যক।

নাসরতীয় ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিত, পল ব্যাসেট একবার আমাকে বলেছিলেন যে, প্রাচীনতম নথিভুক্ত করা বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত সাহিত্যের, চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকের, অন্তর্ভুক্ত ছিল বাপ্তিস্ম দাতা যাজকের দ্বারা সেই ব্যক্তির উপরে হস্তার্পণ করা এবং এই কথাগুলি বলা (আমার

---

38. Staples, Outward Sign and Inward Grace, 98; Maddox, Responsible Grace, 222.

39. পরিত্রাণের অর্থ সম্পর্কে পশ্চিমের (ল্যাটিন) এবং পূর্বের (গ্রীক) খ্রীষ্টিয়ান পরম্পরার মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রভেদ আছে। "পশ্চিমের খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম প্রটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিক উভয়ই তাদের বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে অপরাধ এবং পাপমোচন সম্পর্কে একটি প্রভাবশালী *বিচার সংক্রান্ত* গুরুত্বের দ্বারা, যেখানে পূর্বের অর্থোডক্স পরিত্রাণের ধর্মতত্ব আদর্শগত ভাবে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে আমাদের পাপ-রোগ প্রকৃতির নিরাময় করার জন্য চিকিৎসা বিদ্যাগত বিবেচনার উপরে।" Maddox, Responsible Grace, 23. বাপ্তিস্ম সম্পর্কে ওয়েসলি এর ধারণা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করেছে, কিন্তু গুরুত্ব আরোপ করেছে নিরাময়ের উপরে এবং জীবনদায়ী বিষয়ের উপরে।

40. Maddox, Responsible Grace, 23.

ভাষান্তর করা)। "আর এখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও আরোগ্য প্রাপ্ত হও, আর পবিত্র আত্মার শক্তি তোমার মধ্যে কাজ করুক, যেন জলে ও আত্মায় জন্মগ্রহণ করে তুমি সাক্ষ্য দেওয়ার কাজ পূর্ণ করতে পার।" সংক্ষেপে, *আমি অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছি; আমাকে আরোগ্য করা হয়েছে; আমি যীশুর শিষ্য হবো।*

দায়িত্বশীল সম্পর্ক

শিষ্যত্বের জীবনে ধারণকারী অনুগ্রহ সম্পর্কে যে কোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ থাকবে, বিশেষত ওয়েসলি পন্থী পবিত্রতা পরম্পরার ব্যক্তিদের জন্য, যদি আত্মিক দায়িত্বশীল সম্পর্কের উল্লেখ করা না হয়। সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ানের জন্য ওয়েসলি একটি কার্য্যকর কাঠামো তৈরি করেছেন যেটি আবশ্যক ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করেন। আত্ম-কেন্দ্রিক হওয়ার প্রবল প্রবণতা অনুভব করে, (যেটি পরিচালিত করে আত্ম–সচেতন হ্রাস করার দিকে), এবং একাকী জীবন যাপন করার প্রবল প্রলোভনের দিকে, ওয়েসলি পাঁচটি স্তরে গঠন করেছেন, যেটিকে তিনি বলেছেন "খ্রীষ্টিয়ান অধিবেশন।" এইগুলি ছিল সমাজ (খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষা ও নির্দেশ দেওয়ার জন্য রবিবারের প্রশিক্ষণের মতো), শ্রেণীগত সভা (অধিকতর রূপে এই পরবর্তীটির মতোই), সঙ্গীতের দলগুলি (ছোট দলগুলি), বেছে নেওয়া সমাজ (নেতৃত্বের বিকাশ ও পরামর্শ দেওয়া), এবং অনুশোচনার দলগুলি (আরোগ্য প্রাপ্তির দলগুলি)।

অনুগ্রহের পথ রূপে যখন সকল স্তরের খ্রীষ্টিয়ান সমাবেশ উপকারী ছিল, তখন ওয়েসলি বিশ্বাস করতেন যে, শ্রেণীগত সভা ছিল খ্রীষ্টিয়ান সমাজের কেন্দ্র বিন্দু এবং খ্রীষ্টের সদৃশ হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেথডিষ্ট আন্দলনের এটি হয়ে গিয়েছিল "পদ্ধতি" আর অধিকাংশই বলে যে, পবিত্রতার জীবনের জন্য এটি ছিল ওয়েসলি এর শ্রেষ্ঠ সাংগঠনিক অবদান। এটির মূল লক্ষ্য ছিল সহজাত ভাবে খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষার উপরে নয়, কিন্তু আত্মিক রূপান্তরণের জন্য ব্যবহারের উপরে, বাস্তবিক পরিকল্পনা ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপরে, যেটি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হবে। বাইবেল অধ্যায়ন ও ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেগুলি সমাজের জন্য সংরক্ষিত ছিল। প্রত্যেক সদস্যের আত্মিক উন্নতির বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য মানুষ শ্রেণীগত সভায় থাকতো। তারা সেখানে থাকতো প্রত্যেকের চোখে চোখ রেখে দেখার জন্য, আর এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করার জন্য, "তোমার প্রাণের পক্ষে এটি কেমন মনে হয়?" অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করার জন্য এবং হৃদয়ের ও জীবনের পবিত্রতার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে অনুপ্রেরণা দিতে আবশ্যক যে কোন প্রকারের উৎসাহ প্রদান করার জন্য তাদের পরস্পরকে দায়ী করার ছিল।[41]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রটেস্টান্ট প্রচারক জন ওয়েসলি ছিলেন না। সেই মর্যাদা ছিল জর্জ হোয়াটফিল্ড নামক আর একজন ইংরেজ ব্যক্তির। একজন সুবক্তা ও প্রাণবন্ত প্রচারক হোয়াটফিল্ড বিশ্বজনীন ভাবে বিবেচিত হতেন সমগ্র পশ্চিমের জগতে প্রটেস্টান্টদের আওয়াজ রূপে এবং উত্তর আমেরিকায় মহান জাগরণের মূল প্রভাবক রূপে।[42] ওয়েসলি এবং হোয়াটফিল্ড ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর মণ্ডলীকে সুদৃঢ় করার জন্য উভয়েই অন্য জনের অবদানকে স্বীকার করতেন। তা সত্ত্বেও, শেষের দিকে হোয়াটফিল্ড এর নয় কিন্তু ওয়েসলি এর কাজ স্থায়ী হয়েছিল। অ্যাডাম ক্লার্ক, নামক ওয়েসলি এর তৎকালীন এক যুবা, ওয়েসলি পন্থী জাগরণের স্থায়ী ফলের কৃতিত্ব দিয়েছিলেন শ্রেণীগত সভাকে।

> সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি শ্রী ওয়েসলি এর উপদেশের স্বীকৃতি জানি: "যেখানেই তুমি প্রচার কর এবং যেখানে মনোযোগী শ্রোতা থাকে, সেখানেই শ্রেণীগত সভা স্থাপন কর, কারণ যেখানেই এমনটি না করে আমরা প্রচার করেছি, সেখানেই বাক্য হয়ে গিয়েছে পথের ধারে পড়া বীজের ন্যায়।" [অনুগ্রহের] এই পথ দিয়ে আমরা জগতে স্থায়ী ও পবিত্র মণ্ডলী স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। প্রথম থেকেই শ্রী ওয়েসলি এই আবশ্যকতা দেখেছিলেন। শ্রী হোয়াটফিল্ড এটি অবলম্বন করেন নি। পরিণাম কি হয়েছিল? হোয়াটফিল্ড এর পরিশ্রমের ফল তাঁর সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেছিল। শ্রী ওয়েসলি এর ফল আছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে।[43]

---

41. শ্রেণীগত সভা সম্পর্কে এই অনুচ্ছেদটি নেওয়া হয়েছে শহরাঞ্চলে পরিচর্যা বিষয়ে আমার পুস্তক থেকে। খ্রীষ্টিয়ান সম্মেলনের বিষয়ে এবং পদ্ধতির উপরে শ্রেণীগত সভার প্রভাব সম্পর্কে অধিক বিবরণের জন্য দেখুন David A. Busic, The City: Urban Churches in the Wesleyan-Holiness Tradition (Kansas City, MO: The Foundry Publishing, 2020).

42. Harry S. Stout, The Divine Dramatist: George Whitefield and the Rise of Modern Evangelicalism (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), xiii–xvi.

43. J. W. Etheridge, The Life of the Rev. Adam Clarke (New York: Carlton and Porter, 1859), 189.

ওয়েসলি পন্থী জাগরণের প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হোয়াটফিল্ড স্বয়ং পরে বলেছিলেন: "আমার ভ্রাতা ওয়েসলি, জ্ঞানের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তাঁর পরিচর্যায় যে সকল প্রাণ জাগরিত হয়েছিল, তাদের তিনি শ্রেণীগত [সভায়] যুক্ত করেছিলেন, আর এইভাবে তাঁর পরিশ্রমের ফলগুলিকে সংরক্ষিত করেছিলেন। আমি এটিকে উপেক্ষা করেছিলাম, আর আমার ব্যক্তিরা বালির দড়িতে পরিণত হয়েছে।"[44]

শিষ্যত্ব ব্যক্তিগত হতে পারে, কিন্তু এটি যেন গোপনীয় না হয়। একাকী খ্রীষ্টিয়ান বিপদে থাকে কারণ জলবেষ্টিত বিশ্বাস দুর্বল ও ফলবিহীন শিষ্য উৎপন্ন করে। একত্রে উপাসনা করা এবং খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষাগুলি উপকারী ও আবশ্যক হয়, কিন্তু তবুও প্রেম ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সহভাগিতার জীবন, এবং সেই সঙ্গে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রয়োগ ব্যতীত "আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন" করার জন্য (ফিলিপীয় ২:১২) আমরা সংঘর্ষ করতে থাকবো। অনুগ্রহে স্বাস্থ্যবান ও সুখী বৃদ্ধির গোপন রহস্য থাকে ওয়েসলি এর পুনরাবৃত্তি করতে থাকা "প্রেমে পরস্পরের প্রতি লক্ষ রাখা" উক্তির মধ্যে।[45]

আত্ম নিয়ন্ত্রণের দয়া

প্রার্থনা, উপবাস, শাস্ত্র পাঠ, প্রতিফলন, অধ্যায়ন, সরলতা, নিরালায় থাকা, সমর্পণ করা, সেবা করা, পাপ স্বীকার করা, উপাসনা করা এবং সম্পর্কগত দায়িত্ব পালন করতে শেখা, এই সকলই হল অনুগ্রহের পথের দৃষ্টান্ত। এইগুলি এবং এই প্রকারের আর সকল আত্মিক অনুশাসন হল স্থিরকারী অনুগ্রহের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আপনি হয়তো বলতে পারেন, "এই সকল বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই!" এই দলে যোগদান করুন। ঘটনা হল এই যে, এই বিষয়ে প্রথমে কারও আগ্রহ থাকে না। এর মধ্যে কোনো আকর্ষণ থাকে না আর এখানে কঠিন পরিশ্রম ও ক্রমাগত অভ্যাস করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। ভুলে যাবেন না, পবিত্র আত্মার সঙ্গে থাকে সহায়তা, আমাদের পুরাতন স্বভাব রূপান্তরিত হয় একটি নূতন স্বভাবে, যতক্ষণ না আগে যা হয়নি তা স্বাভাবিকভাবে দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয় এবং "যাবৎ না তোমাদিগেতে খ্রীষ্ট মূর্তিমান হন" (গালাতীয় ৪.১৯)। হয়তো এই কারণে

44. Etheridge, The Life of the Rev. Adam Clarke, 189.

45. John Wesley, "The Nature, Design, and General Rules of the United Societies," Works, 9.69.

আত্ম-নিয়ন্ত্রণকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে পবিত্র আত্মার ফলের চরম বৈশিষ্ট্য রূপে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয়, কারণ ফল আপনা থেকে আসে না। সম্ভাবনার প্রথম চিহ্ন দেখায় ফুল, কিন্তু নিবিষ্ট এবং ইচ্ছাকৃত মনোযোগ ব্যতীত, ফল পরিপক্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় খুবই কম।

সোজাসুজি ভাবে রাইট এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু ফল কৃত্রিম হতে পারে; "পৌল এখানে যেই সকল ফলের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, সেগুলির নকল করা তুলনামূলক ভাবে সহজ, বিশেষত যুবা, স্বাস্থ্যবান, সুখী মানুষদের ক্ষেত্রে – কেবল মাত্র আত্ম-কেন্দ্রিক হওয়া ব্যতীত। সেটি যদি না থাকে তাহলে এই প্রশ্ন করা যথাযথ হবে যে, অন্যান্য ফলগুলিও পবিত্র আত্মার বাস্তবিক ভাবে কাজ করার চিহ্ন না হয়ে কেবল মাত্র কি দেখতে সেই প্রকারের।"[46] আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, পবিত্রতার জীবন চর্চা করার জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, দৃঢ় অঙ্গীকারকে ভিতর থেকে বেঁধে রাখে। "এমন বহু পরগাছা, বাইরের বহু ঝোপঝাড় থাকে, যেগুলি ফলদায়ী গাছকে চেপে দেওয়ার ভয় দেখায়, বহু শিকারি থাকে যারা মূল কেটে ফেলার জন্য প্রস্তুত থাকে অথবা পাকার পূর্বেই ফল ছিঁড়ে ফেলতে পারে। মনের, হৃদয়ের এবং ইচ্ছার একটি সচেতন মনোনয়ন থাকা উচিৎ, কোনো দয়া না করে এই সকল শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য। শুধু মাত্র আপনি 'পবিত্র আত্মায় জীবন যাপন করেন' বলে পবিত্র আত্মার অনুসরণ করা আপনা আপনি পথ নির্দেশ করবে না। এটি আপনাকেই করতে হবে। আর আপনি এটি করতে পারবেন।"[47]

ধারণকারী অনুগ্রহ: আত্মিক ও ব্যবহারিক

ধারণকারী অনুগ্রহ হল আত্মিক ও ব্যবহারিক। এটি এই জন্য আত্মিক যে এটি পবিত্র আত্মাকে নেয়। ঠিক যেমন জীবিত কোনো প্রাণীর প্রাকৃতিক ফল হয়ে থাকে, তেমনি আত্মিক ফল হয় পবিত্র আত্মার উৎপাদন। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের করা গভীর কাজ আমরা নিজেরা উৎপন্ন করতে পারি না – এটি আসে বাইরের থেকে আর তাই এটি সম্পূর্ণ রূপে হয় একটি অনুগ্রহ দান। তবুও এটি ব্যবহারিক হয়ে থাকে, খুব সরল ভাবে এই জন্য যে, এর জন্য অভ্যাসের

46. Wright, After You Believe, 196.
47. Wright, After You Believe, 196–197.

প্রয়োজন হয়। এই অভ্যাসগুলি বাগান করার মতো হয়ে থাকে, যেন যেটি আরম্ভ করা হয় "তাহা সিদ্ধ" করা হয় (ফিলিপীয় ১.৬) এবং "যেন ধার্মিকতার সেই ফলে পূর্ণ হও" (ফিলিপীয় ১.১১)। যে ব্যক্তি সোমবার ভুট্টার চাষ করে, সে এমন আশা করে না যে পরের রবিবার সে ভুট্টার কাণ্ড থেকে ভুট্টা তুলে খেতে পারবে। বীজ থেকে ফসল কাটার জন্য চাষ করার ও সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় জল ও সূর্য কিরণ, অবশ্যই সার প্রয়োগ করতে হবে এবং অবশ্যই আগাছা পরিষ্কার করতে হবে যদি আমরা ফলের উপকারিতা উপভোগ করতে চাই।

আমরা এমন এক সংস্কৃতিতে আছি যেখানে সকল কিছু তৎক্ষণাৎ চাই, মুহূর্তের মধ্যে কফি, মাইক্রো ওভেনের খৈ ভাজা, দ্রুত ইন্টারনেট চাই। কফির দোকানে মানুষ তাদের ল্যাপ টপের উপরে চিৎকার করতে থাকে যদি ওয়াই ফাই সংযোগ হতে কয়েকটি সেকেন্ড অধিক সময় লেগে যায়। সকল কিছু তাৎক্ষণিক পাওয়ার প্রত্যাশা সকলকে অধৈর্য করে দেয়। এটি কোথা থেকে আসে? আমি বলি যে এর ইন্ধন যোগায় অতি গভীরের তাৎক্ষণিক তৃপ্তি লাভ করার আকাঙ্খা, যেটি এক আধুনিক ঘটমান বিষয় নয় – বহু দিন যাবৎ এটি মানবজাতির সঙ্গে ছিল। যদিও শাস্ত্রে তাৎক্ষণিক তৃপ্তির ভয়ানক রোগজীবাণুর বহু দৃষ্টান্ত আছে, এষৌ – তাঁর জন্মগত জ্যেষ্ঠাধিকারের বিষয়টি সুপরিচিত – সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত। তাঁর দুঃখজনক খ্যাতির পরিণতি হয়েছিল একটি দীর্ঘ অসফল শিকারের দিনের শেষে। যখন তিনি ঘরে ফিরে এসেছিলেন, তখন তিনি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধূর্ত ভ্রাতৃপ্রতিম জমজ ভ্রাতা যাকোব আগুনের উপরে কিছু লাল মসূর ডাল রান্না করছিলেন। এষৌ খেতে চেয়েছিলেন, আর যাকোব তখন এটি লেনদেনের আলোচনা করে নিয়েছিলেন। "অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছে বিক্রয় কর" (আদিপুস্তক ২৫.৩১)।

এই জন্মাধিকার, অথবা জ্যেষ্ঠাধিকার (যেটি জ্যেষ্ঠাধিকারের আইন বলে পরিচিত), এটি ছিল উত্তরাধিকারের জন্য একটি সাধারণ আইন ব্যবস্থা, যেটি আর্থিক সুবিধা এবং পারিবারিক অধিকার জ্যেষ্ঠ পুরুষ সন্তানের জন্য নিশ্চিত করতো – এটি ছিল এক সম্মানজনক ও আকর্ষণীয় আশীর্বাদ। যাকোবের দিক থেকে এষৌকে বলা, যেন তিনি তাঁর মূল্যবান সম্পদ বিক্রি করে দেন এক বাটি ডালের জন্য এটি ছিল আপত্তিকর।

এষৌ এর জবান ছিল আরও আপত্তিকর: “দেখ, আমি মৃতপ্রায়, জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি লাভ?” (২৫.৩২)। তিনি তাঁর মূল্যবান ও ঐশ্বর্যময় সম্পদের ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ছিলেন এক মুহূর্তের তাৎক্ষণিক তৃপ্তি লাভের জন্য – অতি আক্ষরিক অর্থে, এক বাটি ডালের জন্য।

বিড়ম্বনাটি এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। ক্ষণিকের তৃপ্তি, যেটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই হারিয়ে যাবে, সেটির জন্য কি প্রকারের আবেগপ্রবণ ব্যক্তি তাঁর অসীম অমুল্য ধনের লেনদেন করতে পারে? কিন্তু তবুও আমাদের তাৎক্ষণিক তৃপ্তির সংস্কৃতি সর্বদা সেটিই করে থাকে, অসীম ও অমুল্য সম্পদের লেনদেন করে এমন কিছুর জন্য, যেটির মূল্য অতিশয় সামান্য বলে তারা জানে – দীর্ঘস্থায়ী কোন কিছুর লেনদেন করা হয় অত্যন্ত স্বল্পায়ু কোন কিছুর সঙ্গে। “আমি যা চাই, তা আমি চাই, আর সেটি আমি এখনই চাই! আমি আমার ক্ষিদে নিবারণ করতে চাই, যদি তার জন্য সর্বস্ব দিতে হয় তাও।” আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এষৌ এর কাজকে পাপময় অনৈতিকতার সমতুল্য করেছেন: “পাছে কেহ ব্যভিচারী বাঁ ধর্মবিরুপক হয়, যেমন এষৌ, সে ত এক বারের খাদ্যের নিমিত্ত আপন জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল। তোমরা ত জান, তৎপরে যখন সে আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করিল, তখন সজল নয়নে যত্নে তাহার চেষ্টা করিলেও অগ্রাহ্য হইল, কারণ সে মন পরিবর্তনের স্থান পাইল না” (ইব্রীয় ১২.১৬–১৭)। এটি দুঃখজনক, কষ্টে শেখা শিক্ষা যেন আমাদের নজর এড়িয়ে না যায়। পবিত্রীকৃত জীবনের জন্য অনুশাসন প্রয়োজন, আর শিষ্যত্বের পদ্ধতির পথ কেউ সংক্ষিপ্ত করতে পারে না।

টাইগার উডস ইতিহাসের এক মহান গলফ খেলোয়াড় রূপে প্রশংসিত। আমি যখন এক অল্পবয়স্ক পুরুষ ছিলাম, তখন আমি তাঁর খেলার ধরণ অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি টাইগারের মতো লম্বা দূরত্বে মারার চেষ্টা করতাম, আমার দণ্ড নিয়ে আমি টাইগারের মতো নিখুঁত ভাবে মারার চেষ্টা করেছিলাম, আর টাইগারের মতো আত্মবিশ্বাস সহকারে গর্তে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম (এমন কি টাইগারের মতো পরার জন্য আমি নাইক গলফ টুপি কিনেছিলাম)। সমস্যা ছিল একটাই। টাইগার প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা অভ্যাস করতেন, এবং তিনি এমনটি

করছিলেন যখন তিনি সবে মাত্র হাঁটতে শুরু করেছিলেন তখন থেকে।[48] অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা বলতো যে, এমন কি যখন তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ গলফ খেলোয়াড় হয়ে গিয়েছিলেন তখনও তিনি আর সকলের অপেক্ষা কঠোর অভ্যাস করতেন। আমি বলতে পারি যে, আমি টাইগার উডস এর মতো খেলতে চাই, কিন্তু এর কোন অর্থ হয় না যদি না অভ্যাস করার জন্য আমার অঙ্গীকার আমার ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাৎক্ষণিক তৃপ্তি যথেষ্ট হয় না। আমার গলফ খেলা আমার প্রশিক্ষণ অঙ্গিকারের সঙ্গে সমানুপাতিক হয়, ভিন্ন প্রকারের হোক বলে আমি যতই চাই না কেন, তেমন হবে না।

কখনো কখনো মানুষ এমন বলতে পারে, “আমি অমুক ভগিনীর মতো হতে চাই। মনে হয় তিনি ঈশ্বরের অনেক কাছে আছেন। তাঁর মধ্যে আমি যীশুকে দেখতে পাই। তিনি একজন সাধ্বী।” তাঁকে খ্রীষ্টের সদৃশ এক উত্তম দৃষ্টান্ত রূপে দেখার মধ্যে, এবং তাঁর জীবনশৈলী অনুকরণ করতে চাওয়ার মধ্যে মন্দ কিছুই নেই, কিন্তু আপনি হয়তো যেটি জানেন না সেটি হল এই যে, আজ আপনি তাঁকে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন তেমনটি হওয়ার জন্য তাঁকে কয়েক দশক ধরে ধ্যান ও প্রার্থনা করতে করতে ঘন্টার পর ঘন্টা একা প্রভুর সঙ্গে অতিবাহিত করতে হয়েছে। তিনি এখন যেখানে আছেন কোনো তাৎক্ষণিক তৃপ্তির প্রয়াস করে তিনি সেখানে আসেন নি। আত্মিক অভ্যাসগুলি তাঁর মধ্যে পবিত্র মেজাজ গঠন করেছে, যেটিকে এখন গুণের মতো দেখায়। তিনি পবিত্র আত্মার ফলের চাষ করেছেন, এবং সেই জন্য প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য, দয়া, উত্তম ভাব ও আত্ম–নিয়ন্ত্রণ এত স্পষ্ট রূপে বিদ্যমান বলে মনে হয়।

পবিত্রতা কোনো একটি মুহূর্ত অথবা *কোনো এখানে সেখানের বিষয় হয় না!* – গুণের প্রয়োজন হয়। না: এরই মধ্যে আমাদের গঠন করা হয়েছে। “ধর্মান্তরিত হওয়া একটি অনুগ্রহ দান এবং একটি কৃতিত্ব। এটিএক মুহূর্তের কাজ এবং এটি একটি সারা জীবনের কাজ।”[49] অনুগ্রহের যাত্রায় দূরের লক্ষ্য রাখার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। আমাদের ফলের বাগান চাষ করতে হবে।

---

48. Woods appeared on *The Mike Douglas Show* to a nationally televised audience at the age of two.

49. Jones, *Conversion,* quoted in Foster and Smith, *Devo*tional Classics, 281.

ঈশ্বরের স্থিরকারী অনুগ্রহের উপরে একটি অধ্যায়ের এমন উপসংহার করা সঠিক হবে, পবিত্রতার জন্য একটি প্রার্থনা করার মাধ্যমে, যে প্রার্থনা পবিত্রগণের দ্বারা হাজার বৎসরেরও অধিক সময় ব্যাপী পবিত্রগণের দ্বারা করা হয়েছে।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার কাছে সকল হৃদয় উন্মুক্ত, সকল ইচ্ছা তোমার জানা, আর তোমার কাছ থেকে গোপন কোনো কিছুই লুকানো নেই, তোমার পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় আমাদের হৃদয়ের চিন্তাকে শুচি কর, যেন আমরা নিষ্কপট ভাবে তোমাকে প্রেম করতে পারি, এবং যেন যথাযথ ভাবে তোমার পবিত্র নামের গৌরব করতে পারি, আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের মাধ্যমে। আমেন।[50]

50. The Book of Common Prayer (Cambridge: Cambridge University Press, n.d.), 97–98.

৬

পর্যাপ্ত অনুগ্রহ

আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়।"

- ২ করিন্থীয় ১২:৯, এন আই ভি

আমরা এই পুস্তকটি শুরু করেছিলাম একথা বলে যে, অনুগ্রহ হল ব্যক্তিগত, অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত, ও পবিত্র আত্মার উপস্থিতিতে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও কাজের দ্বারা প্রকাশিত একটি জ্ঞাত বিষয়। থমাস লংফোর্ড যেমন উল্লেখ করেছেন, একটি বিমূর্ত নীতি রূপে অনুগ্রহ পরিচিত নয়, "কিন্তু এটি পরিচিত ইতিহাসে ঈশ্বরের বাস্তবিক আত্ম-ত্যাগের দ্বারা।"[1] যীশু খ্রীষ্টে ও পবিত্র আত্মার উপস্থিতিতে, মানব জীবনের নবায়ন উপলব্ধি করা যায়, অনুসন্ধানকারী, পরিত্রাণকারী, পবিত্রকারী, এবং স্থিরকারী অনুগ্রহের মাধ্যমে। আমার জন্য অনুগ্রহ সম্পর্কে বাইবেলের এই শেষ অভিব্যক্তি হল, সর্বাপেক্ষা রহস্যময়।

আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, যাদের জীবন খুব সচ্ছল, তাদের কেন ঈশ্বরের থেকে এত দূরে বলে মনে হয়, যেখানে যাদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং যারা প্রচণ্ড ভাবে ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে চলছে, তারা ঈশ্বরের নিকটে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে আছে বলে

1. Thomas A. Langford, Reflections on Grace (Eugene, OR: Cascade Books, 2007), 107.

মনে হয়? প্রথম দৃষ্টিতে উভয়কেই বিপরীত স্বজ্ঞাত বলে মনে হয়। এটি এমন যুক্তি দেখায়, যেন যারা গভীর ভাবে যাতনাগ্রস্থ, তাদের থেকে যাদের অল্প সমস্যা থাকে তারা খুশি থাকে ও তাদের চারিদিকে অধিক শান্তি থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে এর বিপরীতটিই সত্য হয়ে থাকে। এই অদ্ভুত বিষয়টি আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি?

"তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি এই পৃথিবীতেও পূর্ণ হউক" এই প্রার্থনা করার অর্থ হয় এই পৃথিবীতে সকল কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে হচ্ছে না। কোনো মন্দ বিষয়ের জন্য আমরা ঈশ্বরকে দায়ী করি না। আমরা যা কিছু করি সেগুলির মাধ্যমে আমরা যুক্তিসহযোগে ঈশ্বরের চরিত্রের প্রতিবাদ করি। তৃতীয় আজ্ঞাটি ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিতে আমাদের নিষেধ করে, যেটি সাধারণত অভিশাপ দেওয়ার জন্য করা হয় না কিন্তু এই জগতে ভ্রান্ত ভাবে ঈশ্বরকে উপস্থাপন করা হয়। কোনো মন্দ কিছু ঈশ্বরের থেকে হয়েছে বলা, অথবা ঈশ্বরের থেকে হওয়া কোনো কিছুকে মন্দ বলা হল একটি গম্ভীর বিষয়। যাইহোক, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন, যা কিছু ঘটে সেই সকল কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ঘটে না, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান, সকলের প্রেমী, তাই সকল কিছুর মধ্যে থাকে ঈশ্বরের একটি ইচ্ছা, বিশেষত তাদের ক্ষেত্রে, ঈশ্বর যাদের নিজস্ব বলে দাবী করেন এবং যারা খ্রীষ্টে থাকে।

শাস্ত্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের বিশেষত্বগুলির মধ্যে একটি হল সকলকে মুক্তি দেওয়া, এমন কি যখন উদ্দেশ্য মন্দ হয়ে থাকে তখনও। যোষেফ, তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ ভ্রাতাদের বলেছিলেন, "তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ঠ কল্পনা করিয়াছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলের কল্পনা করিলেন; অদ্য যেরুপ দেখিতেছ, এইরূপে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল" (আদিপুস্তক ৫০.২০)। পুনরায় পৌল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, "আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য্য করিতেছে" (রোমীয় ৮.২৮)। যোষেফ এমন বলেন নি যে, তাঁর ভ্রাতাদের ব্যবহার করে ঈশ্বর তাঁকে মিসরের দাসত্বে পাঠিয়েছিলেন; তিনি বললেন যে, তাদের অসৎ উদ্দেশ্যকে ঈশ্বর সফল হতে দেন নি। পৌল একথা বলেন নি যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটতে দেন, বরং তিনি বললেন যে, ঈশ্বর ভাল

ও মন্দ সকল বিষয়ে বিশ্বস্ত রূপে কাজ করেন, যেন যেগুলি কেবল মাত্র ধ্বংসাত্মক ও ভগ্ন বলে মনে হয় সেগুলি তিনি নিরাময় ও পবিত্র করেন। এই শাস্ত্রবাক্যগুলো ব্যাখ্যা করে যে, কেন যারা প্রভু খ্রীষ্টে, অত্যাধিক যাতনা ভোগ করে তারা অত্যাধিক শান্তি অনুভব করে। প্রভু যীশুর একজন পূর্ণরূপে পবিত্রীকৃত শিষ্যের জীবনে কিছু ঘটে যে, অনুগ্রহের যাত্রায়, কঠিন পরিস্থিতি ও চাপজনক অবস্থাগুলোর মধ্যে দিয়ে যায়, তখন তাদের প্রতি কিছু একটা ঘটে। তাদের দুর্বলতায় তারা ঈশ্বরের পর্যাপ্ত অনুগ্রহ অনুভব করে, যেন তারা স্থির থাকে এবং তাদের ভয়ানক সংগ্রামে তাদের আবশ্যকতা যেন পূর্ণ করা হয়।

শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়

করিন্থে প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পৌল তাঁর দ্বিতীয় পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে বলেছেন। পৌলের অনুসারে, করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর পত্রটি লেখার চৌদ্দ বৎসর পূর্বে তিনি ঈশ্বরের থেকে একটি দর্শন পেয়েছিলেন, যেখানে তিনি “তৃতীয় স্বর্গ পর্য্যন্ত নীত” হয়েছিলেন (২ করিন্থীয় ১২:২)। অধিকাংশ বাইবেল পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন না যে পৌল এমন প্রস্তাব করছিলেন যে, স্বর্গের বিভিন্ন স্তর হয়, কিন্তু তিনি একটি প্রকাশনের বর্ণনা করছিলেন যেটি সাধারণ মানুষের দেখার ক্ষমতা থাকে না অথচ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, যেন এমন কিছু বুঝতে পারেন যেটি জাগতিক পরিসরের বাইরে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের, এবং আমাদের একথা বলা যে, তিনি প্রবল ভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন, তিনি উত্থাপিত খ্রীষ্টকে দেখেছিলেন, তিনি আর কখনো সেই একই ব্যক্তি হয়ে থাকবেন না – সেই দর্শন তাঁর জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছিল।[2]

এই প্রকার উচ্ছ্বাসের একটি অভিব্যক্তি হয়তো একজনকে আত্মিক ভাবে গর্বিত ও অহংকারী করে তুলতে পারে। পৌল যুক্ত করলেন যে, বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হয়ে, এবং অপবিত্র অহমিকাতে হোঁচট খাওয়া রোধ করার জন্য তাঁর “মাংসে একটা কন্টক” দেওয়া হয়েছিল

2. Douglas Ward, “The ‘Third Heaven,’” The Voice: Biblical and Theological Resources for Growing Christians, 2018, https://www.crivoice.org/thirdheaven.html. Many scholars maintain that the vision Paul describes in 2 Corinthians is a reference to his Damascus Road encounter with the risen Christ.

(১২,৭)। সেই কাঁটার উৎস অথবা প্রকৃতি কোনটিই সম্পূর্ণ রূপে স্পষ্ট নয়। সেগুলি শারীরিক, মানুষিক, অথবা সম্পর্কগত কোন সমস্যা ছিল, তা আমরা জানি না।[3] যেটি স্পষ্ট, সেটি হল এই যে, পৌলের জন্য এটি এতটাই বড় একটি সমস্যা ছিল যে, তিনি এটিকে তাঁর দুর্বলতা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য "শয়তানের এক দূত" বলে উল্লেখ করেছিলেন (১২.৭)। তিনি ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছিলেন যেন এটিকে অপসারিত করা হয়, যেন তাঁর দুর্বলতা দূর করা হয় – আর তাই মনে হয় এটি তাঁকে মণ্ডলীর জন্য আরও শক্তিশালী ও শ্রেয় নেতাতে পরিণত করবে। এই কাঁটার বিষয়ে আমাদের আরও অধিক অন্বেষণ করার পূর্বে, আসুন আমরা স্মরণে রাখি যে, পৌল ছিলেন একজন সুদৃঢ় ব্যক্তি। তিনি কোনো আত্মিক দুর্বল ব্যক্তি ছিলেন না। আর একটি স্থানে পৌল এক প্রেরিত রূপে তাঁর যাতনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন:

> আমি অধিকতর পরিশ্রম করেছি, আমি অধিক বার কারাগারে বন্দি হয়েছি, এতবার প্রহারিত হয়েছি যে সেই সংখ্যা আমি গণনা করতে পারি না, বহু বার আমি মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। যিহূদীদের দ্বারা পাঁচ বার ঊনচল্লিশ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছি, রোমীয় যষ্টি দ্বারা তিন বার প্রহারিত হয়েছি, আমাকে এক বার প্রস্তরাঘাত করা হয়েছে। তিন বার নৌকা ভঙ্গ সহ্য করেছি, অগাধ জলে এক দিবারাত্র যাপন করেছি। কঠিন যাত্রায় বছরের পর বছর আমাকে নদীসঙ্কটে পড়তে হয়েছে, দস্যুসঙ্কটে পড়তে হয়েছে, স্বজাতি–ঘটিত সঙ্কটে পড়তে হয়েছে, শত্রুদের সঙ্গে সংঘাত করতে হয়েছে। নগরসঙ্কটে পড়েছি, গ্রামাঞ্চলে সঙ্কটে পড়েছি, মরু অঞ্চলে রোদে ও সামুদ্রিক ঝড়ে পড়েছি, এবং যাদের আমি ভ্রাতা বলে মনে করেছিলাম তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি। আমি পরিশ্রমে ও আয়াসে অনেক বার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, অনেক বার অনাহারে, শীতে ও উলঙ্গতায় কাটিয়েছি (২ করিন্থীয় ১১:২৩–২৭)।

3. কেউ কেউ আন্দাজ করেছেন যে, পৌলের মাংসে কাঁটা ছিল শারীরিক বিষয় : একটি চামড়ার রোগ, ভয়ানক দৃষ্টির সমস্যা, অথবা মৃগী রোগ। অন্যেরা প্রস্তাব করেছেন যে, কাঁটা ছিল মণ্ডলীর তাড়নাকারী রূপে তাঁর অতীতের স্মৃতি, এবং সম্পর্কগত সমস্যা, যেটি হয়তো ঘটেছিল যিহূদী খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে।

সমস্যার সৃষ্টিকারী মণ্ডলীগুলির এবং মণ্ডলীর এমন সদস্য যারা কষ্ট সহ্য করতে পারে না, তাদের জন্য ক্রমাগত ভাবে চলতে থাকা চাপ ও দুশ্চিন্তার উল্লেখ তিনি করেন নি!

পৌলের ভোগ করা যাতনার তালিকাটি পুনরায় পাঠ করুন। তিনি এই সকল এবং আরও কিছু (সাপে কামড়ানোর ঘটনাটি মনে পড়ে) সহ্য করেছিলেন। আপনি কি এখন নিশ্চিত হয়েছেন যে পৌল না ছিলেন কোমল ফুলের বিছানায় আর না তিনি ছিলেন নালিশ নিয়ে কাঁদতে থাকা কোনো ব্যক্তি। এটি আমাদের এমন ভাবতে পরিচালনা করে যে, সেই কাঁটাটি যাই থাকুক না কেন, পৌল একথা ফাঁস করে দিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছে আবেদন করেছিলেন যেন এই কাঁটা সরিয়ে নেওয়া হয় (বাইবেলের ভঙ্গীতে একথা বলা যে, "আমি প্রার্থনা করে চলেছিলাম")। পৌল আমাদের সচেতন করে দিচ্ছেন যে, তিনি গভীর সমস্যার মধ্যে ছিলেন। তিনি একটি বোঝা বয়ে চলেছিলেন যেটি তাঁকে পিষে ফেলছিল, আর সেই বোঝার তলায় তিনি নিজেকে হোঁচট খেতে দেখছিলেন। পৌলের দৃষ্টিতে এটি কোনো ছোট বিষয় ছিল না, আর তিনি আরোগ্যতার জন্য প্রার্থনা করছিলেন। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যেভাবে আশা করেছিলেন সেই ভাবে নয়। *না, পৌল, এই কাঁটা তোমাকে রাখতে হবে, কিন্তু এটা জেনে রাখ:* "আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়" (২ করিন্থীয় ১২.৯)। *আমা ব্যতীত তোমার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুহূর্তে তুমি যতটা শক্তিশালী, আমার সঙ্গে থাকাকালীন সময়ে তোমার সর্বাপেক্ষা দুর্বল মুহূর্তেও তুমি ততোধিক শক্তিশালী। তোমার দুর্বলতায় আমার শক্তি সিদ্ধি পায়।*

স্বর্গীয় বাহুতে বহন করা

পর্যাপ্ত অনুগ্রহ হল প্রভুর পদ্ধতিতে একথা বলা যে, তুমি *যখন মানব শক্তির শেষ সিমানায় এসে পৌঁছাবে, তখন আমি তোমাকে আমার অতিপ্রাকৃতিক শক্তি দেব। যখন তোমার শক্তি শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমার মধ্যে আমার শক্তি কাজ করবে। তুমি যখন আর চলতে পারবে না, তখন আমি তোমাকে তুলে নেবো আর তোমাকে বহন করবো। কিছুক্ষণ আমার বাহুতে বিশ্রাম কর।*

"বালির উপরে পায়ের ছাপ" নামক একটি আধুনিক, সুপরিচিত কাব্যিক দৃষ্টান্ত আছে।

> এক রাত্রিতে একজন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল। সে স্বপ্ন দেখল যে সে প্রভুর সঙ্গে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলছে। আকাশের উপরে তার জীবনের ঝলকগুলি দেখা যেতে লাগলো। প্রতিটি দৃশ্যে বালির উপরে দুই জোড়া পায়ের ছাপ আছে, এক জোড়া তার নিজের পায়ের ছাপ আর এক জোড়া পায়ের ছাপ প্রভুর পায়ের।
>
> তার জীবনের শেষ দৃশ্যটি যখন তার সামনে পরিলক্ষিত হল, তখন সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল বালির উপরে পায়ের ছাপগুলি। সে লক্ষ্য করলো যে, বহু বার তার জীবনের পথে কেবল মাত্র এক জোড়া পায়ের ছাপ আছে। সে আরও লক্ষ্য করলো যে তেমনটি ঘটেছে যখন সে জীবনের অত্যন্ত হতাশাজনক ও দুঃখজনক সময় ছিল।
>
> এটি সত্যিই তাকে চিন্তায় ফেলে দিল, আর এই বিষয়ে সে প্রভুকে প্রশ্ন করলো, "প্রভু, আমি একবার যখন তোমার অনুসরণ করবো বলে ঠিক করেছিলাম, তখন তুমি আমাকে বলেছিলে যে, সমস্ত পথে তুমি আমার চঙ্গে চলবে। কিন্তু আমি দেখলাম যে, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন সময়ে কেবল মাত্র এক জোড়া পায়েরই ছাপ আছে। আমি বুঝতে পারি নি যে, তোমাকে যখন আমার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন হবে, ঠিক সেই সময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।"
>
> প্রভু উত্তর দিলেন, "আমার মূল্যবান, মূল্যবান সন্তান, আমি তোমাকে ভালবাসি, আর আমি কখনো তোমাকে ত্যাগ করবো না। তোমার কঠিন ও যাতনাভোগের সময় যখন তুমি কেবল মাত্র এক জোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছ, সেই সময়ে আমি তোমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

যদি কেউ অনুসন্ধানকারী অনুগ্রহের চিত্রাঙ্কন করতে পারে, তাহলে সেটি দেখাবে একটি অনুসন্ধানকারী মেষপালক, এক অপেক্ষারত পিতা, ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা এক চুম্বনের ন্যায়। যদি পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ একটি চিত্র হতো, তাহলে সেটি দেখাত এক আলিঙ্গনের, একটি দত্তক নেওয়ার, একটি পুনর্মিলনের ন্যায়। পর্যাপ্ত অনুগ্রহ যদি একটি চিত্র হতো,

তাহলে সেটি এমন একজনের মতো দেখাত যাকে স্বর্গীয় বাহুতে বহন করা হচ্ছে।

"বালির উপরে পদচিহ্ন" একটি উপমার থেকে আরও অধিক কিছু – এটি বাস্তব জীবনের ঘটনা যা আমি বারংবার শুনেছি। পালক রূপে আমার বৎসরগুলিতে, আমার মণ্ডলীতে এমন ব্যক্তিরা ছিল যারা প্রচণ্ড যাতনা এবং কষ্টকর দুঃখের মধ্যে দিয়ে চলছিল – কারও কারও পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে আমি ভাবতাম সকালে তারা কিভাবে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে; মানুষ ছিল তাদের জীবনের একেবারে এতটাই শেষ প্রান্তে যে "আমার হাড়ের মধ্যে আমি তাদের অসহায় অবস্থা অনুভব করতে পারতাম।

তখন আমি তাদের বলতে শুনতাম, "পালক মহাশয়, আমি বলে বোঝাতে পারবো না। এর কোনো অর্থ হয় না। আমি জানি যে এই সকল কিছু দ্বারা আমি নিষ্পেষিত হয়ে যাব" – আর তারা ঠিক এই শব্দগুলিই ব্যবহার করে বলতো – *"তবুও আমি অনুভব করি যেন আমাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।* এই ক্ষতির ফলে, অসুস্থতার ফলে, মৃত্যুর কারণে, এই বিশ্বাসঘাতকতায় আমি ভীষণ ভাবে দুঃখী হয়ে যাই, আর মনে হয় আমি চূর্ণ হয়ে যাবো, কিন্তু তবুও আমার মনের মধ্যে এক শান্তি থাকে, আমার আত্মায় এক বিশ্রাম থাকে যেটি বলে বোঝানো যায় না। একমাত্র যেভাবে আমি এটি বর্ণনা করতে পারি সেটি হল যেন অনন্তকালীন বাহু দ্বারা আমাকে তুলে ধরা হচ্ছে।" এক জোড়া পায়ের চিহ্ন : পর্যাপ্ত অনুগ্রহ।

যাতনাভোগ করা সম্পর্কে আমি যদি কোনো একটা কিছু আবিষ্কার করে থাকি, তাহলে সেটি হল এই যে, পর্যাপ্ত অনুগ্রহ ততক্ষণ একটি বুদ্ধিমত্তার বাস্তব রূপ হয়ে থাকে, যতক্ষণ না আমাদের জন্য সেটিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হয়। কোনো কিছু একজন তার মস্তিষ্ক দ্বারা জানতে পারে অথচ হৃদয় দ্বারা কখনো নাও জানতে পারে। তুলে ধরা অথবা বহন করা বাস্তবে অনুভব করতে গেলে, সেটির কোনো সংজ্ঞা পাওয়া যাবে না – সেটিকে বাস্তবে কেবল মাত্র উৎপন্ন করতে হয়। এমনই হল পর্যাপ্ত অনুগ্রহ।

অল্প কিছুকাল পূর্বে আমি এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম যে বলেছিল, “আমি জানি না যে আমি কি করবো যদি আমি আমার একটি শিশু সন্তানকে হারাই। তাহলে আমার আর বাঁচার শক্তি থাকবে না।”

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, “তুমি ঠিকই বলেছ। এই মুহূর্তে সেই শক্তি তোমার নেই, কারণ সেই পরিস্থিতিতে তুমি পৌঁছাও নি। আমি আশা করি তেমন পরিস্থিতি কখনো আসবে না, কিন্তু যদি কখনো তেমন পরিস্থিতি আসে, তাহলে তখন পর্যাপ্ত অনুগ্রহ থাকবে।”

“ঠিক যথেষ্ট” অনুগ্রহ

আজকের দিনে আপনার জন্য যা প্রয়োজন, সেটি হল যথেষ্ট অনুগ্রহ। এটি হল “ঠিক যথেষ্ট” দৈনন্দিন অনুগ্রহ দান। এটি হল প্রান্তরে মান্না। ঈশ্বরের প্রজাগণ প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। তাদের কাছে খুবই সামান্য খাদ্য ছিল, আর ঈশ্বর যদি খাদ্য সরাবরাহ না করতেন, তাহলে তারা না খেয়ে মারা যেত, তাই ঈশ্বর তাদের এক অনুগ্রহ দান দিলেন। স্বর্গ থেকে তিনি রুটি বৃষ্টি করলেন। প্রতি সকালে যখন মানুষ জেগে উঠত, তখন তাদের তাম্বুর বাইরে সেগুলি পড়ে থাকতো, সেই দিনের জন্য তাজা খাদ্য। এইগুলির জন্য তারা চেষ্টা করে নি, এর জন্য কাজ করে নি, অথবা তারা এর জন্য মূল্য চুকায় নি। এটি সেখানে ছিল ঈশ্বরের হাত থেকে অনুগ্রহের দান রূপে। তাদের কেবল মাত্র সেগুলি সংগ্রহ করার ছিল ও প্রস্তুত করার ছিল। তাদের প্রতি একটি মাত্র নির্দেশ ছিল, সেগুলি তারা জমা করে রাখতে পারতো না। সেই মিষ্টান্ন তারা টিনের কৌটতে ভরে জমিয়ে রাখতে পারতো না। পরের দিন যদি ঈশ্বর না আসেন এই ভেবে তারা বিছানার তলায় মান্না লুকিয়ে রাখতে পারতো না, তেমন চেষ্টা করলে সেগুলি খারাপ হয়ে যেত। সেগুলিতে পোকা হয়ে যেত ও সেগুলি কুঁকড়ে যেত আর মাছ ধরার খাবারে পরিণত হতো। তাদের কেবল মাত্র বিশ্বাস করত হতো যে আজকের দিনে তাদের যা কিছু প্রয়োজন, সেই সকল কিছু ঈশ্বর তাদের দেবেন, এবং তাদের বিশ্বাস করতে হতো যে, আগামীকালও ঈশ্বর তাদের জন্য এই একই কাজ করবেন। তাঁর দয়া প্রতি প্রভাতে নূতন হয়।

পর্যাপ্ত অনুগ্রহ হল এমনই। এটিকে আগামী কালের জন্য জমা করে রাখা যায় না। আজকের দিনের জন্যই এটি পর্যাপ্ত। ঈশ্বর আমাদের সেই সকল কিছুই দেন, যা আমাদের আজকের দিনের জন্য প্রয়োজন।

ঠিক যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে আগামী কালও। এটি হল “যা কিছু তোমাদের প্রয়োজন, আমি সেই” অনুগ্রহ, যে অনুগ্রহ আমাদের বহন করে নিয়ে চলে যখন আমরা আর চলতে পারি না। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ঈশ্বর দৃঢ় রূপে ঘোষণা করেছেন, “অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে। এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্ত নানা দুর্বলতা, অপমান, অনাটন, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি প্রীত হই, কেননা যখন আমি দুর্বল তখনই বলবান” (২ করিন্থীয় ১২.৯-১০)।

অনুগ্রহ যা ধরে রাখে

কয়েক বৎসর পূর্বে পেনসিলভেনিয়ার একজন পালক উপাসনার পর একজন মানুষকে দেখতে পেয়েছিলেন যার কোটের বুকের উপরে একটি বুলডগের মুখের আকৃতির পিন গাঁথা ছিল। তিনি জানতেন না যে এই ব্যক্তিটি একটি মাল বহনকারী ট্রাকের কোম্পানিতে কাজ করতো যে কোম্পানির চিহ্ন ছিল বুলডগ, আর তাই তিনি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “এই বুলডগ কিসের চিহ্ন?”

লোকটি চোখ টিপে রহস্য করে উত্তর দিয়েছিল, “দেখুন পালক মহাশয়, বুলডগ হল সেই জিদের চিহ্ন, যে জিদের সঙ্গে আমি যীশুকে ধরে রাখি।”

পালক মহাশয় উত্তর দিয়েছিলেন, “খুব ভাল চিহ্ন বটে – কিন্তু মন্দ ঈশ্বরতত্ত্ব” অবাক হয়ে সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, “আপনি কি বলতে চান?”

পালক মহাশয় বললেন, “এটি কখনো তেমন জিদের প্রতীক হওয়া উচিৎ নয়, যেমন জিদের দ্বারা আপনি যীশু খ্রীষ্টকে ধরে থাকবেন। এটি সেই জিদের প্রতীক হওয়া উচিৎ যে জিদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে ধরে রাখবেন।”

কঠিন সময়ে বিশ্বাসের অর্থ এই হয় না যে, *আমরা* কতটা সুদৃঢ় অথবা *আমাদের* কতটা বিশ্বাস আছে। সর্বাপেক্ষা কঠিন মুহূর্তে বিশ্বাস হল প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর কতটা সুদৃঢ়। আমাদের জীবনযাত্রায় আমরা যা কিছুরই সম্মুখীন হই না কেন, আমাদের ধরে রাখার জন্য ঈশ্বরে অনুগ্রহ পর্যাপ্ত হয়, এবং সেখান থেকে বার করে নেওয়ার জন্য তাঁর প্রেম যথেষ্ট দৃঢ় হয়। আসুন আমরা স্মরণে রাখি যে, জীবনে ‘যা হওয়ার হবে” বিষয়টির

অর্থ হয় যীশু খ্রীষ্ট আমাদের বুলডগের জিদ নিয়ে ধরে থাকেন, আর তিনি কখনো আমাদের ছেড়ে দেবেন না।

আমি যে মণ্ডলীতে পালক ছিলাম, সেখানকার এক স্ত্রীলোক অকস্মাৎ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। চিকিৎসকগণ তার সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা করিয়েছিলেন এটি দেখার জন্য যে রোগ কি ছিল। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, তার একটি বিরল রোগ ছিল যার ফলে তার দেহে যে কোন খাদ্য গ্রহণের ফলে ভীষণ এলার্জির সৃষ্টি হতো। এটি খুবই গম্ভীর এমন কি প্রাণঘাতী রূপ ধারণ করেছিল। সেই সময়ে তার স্বামীকে পাঠানো হয়েছিল আফগানিস্থানে সামরিক বাহিনীতে অল্প সময় নিযুক্ত থাকার জন্য। এই মহিলাকে অবশেষে এক চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল যেখানে তাকে পরীক্ষা করার ছিল যার ফলে তার এমন ভয়ানক এলার্জি হতে পারে যে, অস্থায়ী রূপে তার শ্বাসরোধ হবে বলে চিকিৎসকগণ অনুমান করেছিলেন। কেউই এমন ভয়ানক প্রতিক্রিয়া চায় না বিশেষত যখন কেউ জানে যে এমনটি হতে চলেছে। সে আমাকে বলেছিল, “পালক মহাশয়, আমি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এমন কি আতঙ্কিত হয়েছিলাম। আমি চিকিৎসালয়ের বিছানায় পড়ে ছিলাম, একটি দুঃখের সময় ছিল যে আমি কি সহ্য করতে চলেছিলাম, আর আমি ভাবছিলাম আমার প্রতিই এমনটি কেন ঘটলো। আর এই সকল কিছুর উপরে আমি উৎকন্ঠিত ছিলাম যে আমার স্বামী হাজার হাজার মাইল দূরে আছেন। আমি ভীত হয়েছিলাম আর একাকীত্ব অনুভব করছিলাম।”

পরীক্ষা করার সময় আসলো। মহিলাটি ভীষণ ভয় পেয়েছিল : “এখন আমি বুঝতে পারলাম যে ‘ভয়ে কাঠ’ হয়ে যাওয়ার মানে কি। আক্ষরিক অর্থে আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না আর আমি দেখলাম যে আমি প্রার্থনা করতেও পারছি না। পূর্বে কখনো আমি প্রার্থনা করতে অক্ষম হই নি। একমাত্র যে প্রার্থনা আমি করতে পেরেছিলাম সেটি ছিল, ‘ঈশ্বর দয়া করে আমার সাহায্য করুন।’”

যে নার্স তার পরীক্ষা করবে, সেই নার্সের দিকে ঘুরে সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, “আপনি কি একজন খ্রীষ্টিয়ান?”

নার্স উত্তর দিয়েছিল, “হ্যাঁ, আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান।”

“আপনি কি আমার জন্য প্রার্থনা করবেন?”

নিঃসঙ্কোচে নার্স উত্তর দিয়েছিলেন, "অবশ্যই," আর আশ্বাস ও আরোগ্যতার জন্য তিনি এক সরল প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।

আমার বন্ধু পরে আমাকে বলেছিল, "যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন তখন আমার মধ্যে অদ্ভুত শান্তি এসেছিল বলে আমি অনুভব করেছিলাম। এটি ছিল যেন ঈশ্বর তাঁর হাত আমার উপরে রেখেছিলেন আর তাঁর উপস্থিতিতে আমাকে তুলে ধরছিলেন" (হ্যাঁ, সে এই কথাটিই বলেছিল)। "আমি জেনেছিলাম যে ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন আর অকস্মাৎ সকল ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল।"

তাঁরা সেই সকল পরীক্ষা করেছিলেন, আর সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে, সেই মহিলার কোনো ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয় নি। "পালক মহাশয়, আমি অকস্মাৎ এই আনন্দের ফোয়ারা আমার মধ্যে অনুভব করেছিলাম। এটি ছিল উচ্ছ্বাসিত আনন্দ। যদি আমি সারা ঘরে নাচতে পারতাম, তাহলে আমি তাই করতাম!"

ঠিক সেই মুহূর্তে তার নার্স তাঁর বিকিরন পোশাক খুলে ফেলেছিলেন আর তাঁর গলায় ঝুলছিল একটি বড় লম্বা ক্রুশ।

সেই উজ্জ্বল স্মৃতির কথা মনে করে চোখে জল নিয়ে আমার বন্ধু আমাকে বলেছিল, "আমার উপরে এই প্রভাত নেমে এসেছিল, ঈশ্বর সর্বদাই আমার সঙ্গে ছিলেন – আমি কেবল মাত্র তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাঁর উপস্থিতি আমি অনুভব করতে পারছিলাম না, যদিও তিনি সেখানেই ছিলেন। তিনি সর্বদাই সেখানে ছিলেন। যদিও আমার স্বামী ছিলেন আফগানিস্থানে, কিন্তু তবুও আমি ছিলাম খ্রীষ্টের বিবাহের কন্যা। সেই মুহূর্তে যীশু ছিলেন আমার পতি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাকে *বহন করছিলেন।*"

অনুগ্রহের যাত্রায়, ঈশ্বরের পর্যাপ্ত অনুগ্রহ বিভিন্ন ভাবে আমাদের ধরে রাখে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পথগুলির মধ্যে একটি হল খ্রীষ্টের দেহের মাধ্যমে। আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, যখন আমরা প্রার্থনা করেছিলাম আমাদের যাতনায় যেন ঈশ্বর প্রকট হন, তখন সেটি ঘটেছিল মণ্ডলীর কোনো ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত একটি পত্র অথবা একটি ফোনের মাধ্যমে, যেখানে বলা হয়েছিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করছি। প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।" কখনো কখনো আমরা মণ্ডলীতে আসি অসহনীয় মনে হয় এমন কোনো বোঝা

নিয়ে, আর খ্রীষ্টে কোনো ভ্রাতা অথবা ভগিনী আমাদের জড়িয়ে ধরে বলে, “আজকাল তোমাকে আমার খুব মনে পড়ে। আমি চাই তুমি জান যে তোমাকে ভালবাসা হয় আর তোমার জন্য প্রার্থনা করা হয়।” আর অদ্ভুত থেকে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, মানব রূপে যীশুর উপস্থিতি আমাদের চারিদিকে থাকে, প্রায় যেন সেই মুহূর্তে তিনি আমাদের ধরে রাখছিলেন এক বুলডগের জিদ নিয়ে, আমাদের জীবনের কঠিনতম মুহূর্তগুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের বহন করে নিয়ে চলেছিলেন।

যখন আমার কন্যাদের মধ্যে একজন ছোট ছিল, তখন সে অন্ধকারকে ভয় পেত। আমার স্ত্রী ও আমি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিতাম আর বলতাম, “ভয় পেয় না, যীশু তোমার সঙ্গে এখানেই আছেন।”

সে উত্তর দিত, “ঠিক আছে মা আর বাপী, আমি ভয় পাব না।” কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমরা আমাদের শয়নকক্ষের দরজায় আঘাত শুনতে পেতাম, “মা আর বাপী, আমি জানি যীশু আমার সঙ্গে আছেন, কিন্তু আমার এমন একজনকে চাই যে তোমাদের মতো দেখতে।”

সে ঠিকই বলেছিল। এমন কাউকে আমাদের প্রয়োজন, যে আমাদের মতোই দেখতে হবে। এই হল খ্রীষ্টের দেহ – খ্রীষ্টিয়ান সমাজ হল চামড়া পরিহিত যীশু। মানুষদের উষ্ণ দেহের মাধ্যমে, তাঁর অপরিসীম অনুকম্পাতে ও সহনশীল প্রেমে পূর্ণ হয়ে আমাদের আলিঙ্গন করা হয় আর ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরা হয়।

সহনশীলতা, চরিত্র, এবং প্রত্যাশা

বেদনা ও যাতনা হল সেই সকল কিছু, যা আমরা সাধারণত এড়িয়ে যেতে চাই। আরাম ও স্বাস্থ্য চাওয়াতে অন্যায়ের কিছু নেই। কিন্তু তবু আমরা আরও জানি যে, আমাদের যাতনাময় ও কষ্টের সময়েও আমরা আনন্দ পেতে পারি, এমন কি আমাদের প্রত্যাশাও থাকতে পারে, কারণ আমরা জানি যে, যীশুর শক্তি সিদ্ধ হয় আমাদের দুর্বলতায়। রোমে বসবাসকারী প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি আর একটি পত্রে পৌল বলেছেন, “কেবল তাহা নয়, কিন্তু নানাবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করিতেছি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ ধৈর্য্যকে, ধৈর্য্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রতাশ্যাকে উৎপন্ন করে; আর প্রত্যাশা লজ্জা–জনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম

আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে” (রোমীয় ৫.৩-৫)। আরও একবার পৌল খ্রীষ্টের সদৃশে গুণাবলী ও চরিত্র গঠনের বিষয়ে উল্লেখ করছেন।

প্রথম, ক্লেশ ধৈর্য্য উৎপন্ন করে। সমস্যা, চাপ, ও পরীক্ষা এলোমেলো ভাবে ঘটে যাওয়া নিয়তির দুর্ঘটনা নয়, আমাদের খ্রীষ্টের সদৃশ্য চরম উত্তম (তেলোস) হওয়ার সঙ্গে যেগুলির কোনো সম্পর্ক থাকে না। নূতন নিয়মের মূল ভাষাতে, “ধৈর্য্য” হল *হিউপোমোনে* শব্দ, যার অর্থ হয় সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দৃঢ় রূপে দাঁড়িয়ে থাকা – দৃঢ় রূপে দাঁড়িয়ে থাকা এমন কি তখনও, যখন জীবনের চাপ আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমস্যা ধৈর্য্য উৎপন্ন করে, আর ধৈর্য্য হল সেই গুণ যেটি বলে, “যা কিছুই ঘটুক না কেন, আমি সরছি না।” এটি দূরপাল্লা দৌড়ের সমতুল্য। যখন তোমার পাগুলি ভারী হয়ে যাবে, তোমার শ্বাসযন্ত্র বাতাসের জন্য চিৎকার করবে, মনে হবে তোমার হৃৎপিণ্ড তোমার বুকের মধ্যে ফেটে যাবে, আর তুমি খুবই চাইবে থেমে যেতে। কিন্তু তুমি জান যে তোমাকে আরও দৌড়তে হবে, কারণ যখন তুমি থেমে যেতে চাও ঠিক সেই মুহূর্তে, তুমি স্বাস্থ্যবান হওয়ার উপকারিত লাভ কর। এই হল *হিউপোমোনে* – চাপের মুখেও ধৈর্য্য ধরা। আমাদের সমস্যা ও কষ্ট নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি এটি জেনে যে, জীবনের সেই চাপ ও যাতনাভোগ, ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় উৎপন্ন করবে।

দ্বিতীয়, ধৈর্য্য চরিত্র উৎপন্ন করে। গ্রীক *দোকিমা* শব্দটি মূলত উল্লেখ করে একটি ধাতুকে, যেটিকে শোধন করা হয়েছে এবং যার মধ্যে থেকে সকল অশুদ্ধতা দূর করে দেওয়া হয়েছে। সমস্যা ও পরীক্ষা ধৈর্য্য উৎপন্ন করে, আর ধৈর্য্য উৎপন্ন করে চারিত্রিক দৃঢ়তাকে। আজকের দিনে সমাজের প্রতিটি স্তরে, ভীষণ ভাবে প্রয়োজন হয় চরিত্রের। রিচার্ড জন নিউহাউস এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন: “আমরা যে খ্রীষ্টে নূতন ব্যক্তি হয়েছি এটি হল ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান; চরিত্রের গঠন হল সেই অনুগ্রহ দানের বাস্তবায়ন। এটি হল, খ্রীষ্টে আমরা ইতিমধ্যেই যা হয়েছি, সেটি হওয়ার এক বেদনাদায়ক পদ্ধতি। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার জন্য, খ্রীষ্টিয়ান তীর্থযাত্রায় দৈনন্দিন বিষয়গুলির জন্য সম্মান দেখানোর প্রয়োজন হয়।”[4] নিউহাউস দৃঢ়তার সঙ্গে এই উপসংহার করেছেন,

4. Richard John Neuhaus, Freedom for Ministry (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 90.

"চরিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে সাহস ও অনুগ্রহ, এমন একটি জগতে উত্তম জীবন যাপন করার জন্য, যেখানে অধিকাংশ প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যায়।"[5] চরিত্রের দৃঢ়তা কেউ প্রতিনিধির মাধ্যমে লাভ করে না। বাস্তব জীবনের পরীক্ষামূলক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাওয়া ধৈর্য্য উৎপন্ন করে, আর ধৈর্য্য যখন ধার্মিক গণিত হয় তখন সেটি চরিত্রের নিষ্ঠা ও গভীরতা উৎপন্ন করে।

তৃতীয়, চরিত্র উৎপন্ন করে প্রত্যাশা। প্রত্যাশা হল শান্ত, নিশ্চিত এই বিশ্বাস যে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। প্রত্যাশা হল দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আশা করা যে, ভবিষ্যতে যাই হোক না কেন, অনুগ্রহে আমাদের যাত্রার সাথী আমাদের ভবিষ্যৎ ধরে রেখেছেন। আমাদের যুগের মূল সমস্যা অত্যাধিক মানুষিক চাপ নয়, কিন্তু সমস্যা হল অতি সামান্য প্রত্যাশা। বাস্তবিক থমাস ল্যাংফোর্ড এটি সুন্দর ভাবে বলেছেন, "প্রত্যাশা স্থগিত থাকে না ভবিষ্যতের জন্য, প্রত্যাশা পুনরায় রূপ দান করে অথিতের ধারণাগুলিকে এবং বর্তমান জীবনের নির্ণয় নেয়। আমরা প্রত্যাশার মধ্যে ও প্রত্যাশার দ্বারা জীবন যাপন করি।"[6]

একটি দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে।[7] কল্পনা করুন একটি কক্ষ উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের দ্বারা ভরা আছে। আপনার বাম দিকের একজনকে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, "উচ্চ বিদ্যালয়ের এই শেষ বৎসরে তুমি কেমন পড়াশোনা করছ?"

ছাত্রটি উত্তর দিল: "আমি খুব ভাল করছি না। অনেক বিষয়ে আমি অকৃতকার্য হয়েছি, আর একবার যদি আমি অকৃতকার্য হই তাহলে আমি স্নাতক হতে পারবো না। শেষ পরীক্ষাটি তাহলে আমাকে আবার দিতে হবে।"

আপনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ভবিষ্যতে তুমি কি দেখতে পাও?"

"দেখুন, আমি আশা করছি যে মে মাসে আমি স্নাতক হয়ে যাবো, আর তখন আমি চেষ্টা করবো একটি পড়ন্ত সামাজিক কলেজে ভর্তি হতে।"

---

5. Neuhaus, Freedom for Ministry, 88.

6. Langford, Reflections on Grace, 107.

7. এই দৃষ্টান্তটি আমি শুনেছিলাম একটি উপদেশের মধ্যে যেটি প্রচারিত হয়েছিল এনার দ্বারা Rev. Dr. Thomas Tewell in the 1990s called "The Tenacity of a Bulldog."

তারপর আপনি ঘুরে গেলেন আপনার ডান দিকের ছাত্রীর দিকে আর তাকেও আপনি এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। “তোমার শেষ বৎসরে তুমি কেমন পড়াশোনা করছ?”

সে বলল, “আমি ভালই পড়াশোনা করছি।”

“তুমি কি কলেজে যাবে বলে ভাবছ?”

“অবশ্যই! আমাকে ইতিমধ্যেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি এখনও অপেক্ষা করে আছি প্রিন্সটন, স্ট্যানফোর্ড, এবং এম আই টি থেকে কিছু খবর পাওয়ার, কিন্তু আমি আশা করি সব হয়ে যাবে।”

“নিশ্চয়ই তুমি খুব ভাল ছাত্রি। তুমি কিছু মনে করবে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে তুমি কত স্থানে ছিলে?”

“আমার শ্রেণীতে ছয় শত ছাত্র ছাত্রিদের মধ্যে আমি দ্বিতীয় হয়েছিলাম, আমার গড় শ্রেণী মান ছিল ৪.৩।”

“ওহ, খুবই ভাল। আমাকে কি বলতে পারবে তোমার স্যাট পরীক্ষাতে তুমি কেমন করেছ?”

“আমি অঙ্কে পেয়েছি ৭৮০ নম্বর, আর ৭৬০ পেয়েছি ভাষাতে, মোট ১৫৪০ নম্বর পেয়েছি” (প্রতিটি বিষয়ে মোট নম্বর হল ৮০০ করে)।

তেরছা ভাবে আপনি বলে উঠলেন, “আমার স্যাট পরীক্ষায় আমি যেমন করেছিলাম, এটি প্রায় তেমনি। ভবিষ্যতে কি করবে বলে ভাবছ?”

“দেখুন, আমি আশা করি মে মাসে আমি স্নাতক হয়ে যাব, আর তারপর গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক হওয়ার জন্য আমি ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোন একটিতে যাব।”

আপনি মনে মনে ভাবলেন, *স্নাতক* হয়ে যাব বলে আশা করি? এই যুবতী এটি করে ফেলেছে! এই বিষয়ে আর কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

আপনি কি তফাৎ দেখতে পাচ্ছেন? প্রথম ছাত্রটি আশার বাইরে প্রত্যাশা করছিল, দ্বিতীয় ছাত্র নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যাশা করছিল যে এটি ঘটতে চলেছে। এমন প্রকারের প্রত্যাশা ভবিষ্যতের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয় না। এটি অতীতের ধারণাকে পুনরায় আকৃতি দেয় এবং বর্তমানে জীবন সম্পর্কে নির্ণয় নেয়। এই প্রকারের প্রত্যাশা দ্বারা এবং এই প্রকার প্রত্যাশার মধ্যে আমরা রূপান্তরিত হয়ে যাই। কখনো

কখনো মানুষ বলে, "*আমি আশা করি* ঈশ্বর আমাকে প্রেম করেন। *আমি আশা করি* ঈশ্বর আমার দিকে পিছন ফিরবেন না। *আমি আশা করি* যে আমার যখন দিয়ালে পীঠ ঠেকে যাবে তখন ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করবেন না। *আমি আশা করি* ঈশ্বর আমাকে তুলে ধরবেন আর সর্বাপেক্ষা কঠিন সময়ে আমাকে শক্তি দেবেন।" খ্রীষ্টিয়ান প্রত্যাশা দাঁড়িয়ে আছে ক্রুশে যীশু খ্রীষ্টের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেমের উপরে এবং তাঁর জীবনদায়ী পুনরুত্থানের উপরে। এই প্রত্যাশা আমাদের হতাশ করে না (রোমীয় ৫.৫)। আমরা আছি ঈশ্বরের পর্যাপ্ত অনুগ্রহের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে। তিনি বুলডগের জিদ নিয়ে আমাদের ধরে থাকেন।

তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি

কাকতালীয় রূপে নয়, আমি এই পত্রটি লিখেছি কোভিড–১৯ মহামারীর সময়ে, একটি অত্যন্ত অনিশ্চয়তা ও গভীর যাতনার সময়ে। পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী পবিত্র শনিবারটিকে নিরূপিত করা হয়েছে যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে নীরবে ধ্যান করার জন্য এবং সমাধির অন্ধকারে তাঁর অতিবাহিত করা সময় স্মরণ করার জন্য। এই দিন সম্পর্কে প্রভাষক পাঠগুলির মধ্যে একটি, গীতসংহিতা ৩১ অধ্যায়ে আছে মৃত্যুর পূর্বে ক্রুশ থেকে বলা যীশুর শব্দগুলিঃ "পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি" (লূক ২৩.৪৬)। যীশু সরাসরি ভাবে উদ্ধৃতি দিলেন গীতসংহিতা ৩১.৫ পদ থেকে, তাঁর প্রার্থনায় সেটির সঙ্গে কেবল যুক্ত করলেন আব্বা ("পিতঃ")।

যীশুর এই প্রার্থনা থেকে শেখা বহু বিষয়গুলির মধ্যে, যে একটি বিষয় আমার নজর কেড়েছে কোভিড–১৯ এর মরুভূমিতে সেটি হল এই যে, একটি জীবন নেওয়া ও একটি জীবন দেওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যোহন লিখিত সুসমাচারে যীশু এটি স্পষ্ট করেছেন : "কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি" (১০.১৮)। তিনি নিজের জীবন সমর্পণ করেন এবং তিনি সেটি স্বেচ্ছায় করেন। ক্রুশে যীশুর মৃত্যু, প্রতিজ্ঞাত জীবনের দুঃখজনক সমাপন ছিল না অথবা অকৃতকার্য অভিযানের হতাশা ছিল না। এটি ছিল প্রথম থেকে শেষ অবধি স্বর্গীয় পরিকল্পনা। ক্রুশ ছিল মৃত্যু ও অন্ধকারের কর্তৃত্ব ও অধিকারের কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের মহাজাগতিক পরিকল্পনা। সুতরাং যীশুর বলিদান তাঁর উপরে চাপিয়ে

দেওয়া হয় নি – আমাদের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় সেটি বরণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তিনি ঈশ্বরের হাতে আছেন, আর তাই তিনি বলতে পারলেন, "আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি" (১০.১৭)।

এটি যেন আমাদের একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য থামিয়ে দেয় যে, আমাদের জীবন কি দেওয়া হচ্ছে অথবা নেওয়া হচ্ছে? এই দুইটির মধ্যে বিশাল এক পার্থক্য আছে, বিশেষত বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে। "পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি" কথাটির অর্থ হয় এই যে, আমাদের জীবন সমর্পণ করা হচ্ছে স্বর্গীয় পিতা ব্যতিরেকে আমাদের উপার্জন ক্ষমতা থেকে বৃহত্তর অথবা অধিক সুন্দর কোন কিছুর জন্য। তর্ক সাপেক্ষ রূপে যীশুর সর্বাপেক্ষা কঠিন সময়ে তাঁর দ্বারা এই প্রার্থনা করা আমাদের বলে যে, গেৎশিমানী উদ্যানে তাঁর বেদনাদায়ক প্রার্থনা সহ এই প্রার্থনাটি তিনি দীর্ঘ সময় যাবৎ করে চলেছিলেন। "তোমার হস্তে" হল সম্পূর্ণ সমর্পণের একটি প্রার্থনা, এর কেন্দ্রে আছে একটি ঘোষণা যে, আমাদের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সহ - অন্যদের হাত থেকে ও পরিস্থিতি থেকে আমরা নিজেদেরকে সরিয়ে নিচ্ছি – আর ঈশ্বরের হাতে আমাদের জীবনকে সমর্পণ করতে আমরা ইচ্ছুক আছি। একটি শক্তিশালী অর্থে এটি আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলির নূতন সংজ্ঞা করে এবং নূতন কল্পনা করে, হয় আমাদের জীবনে কোন কিছু ঘটানোর জন্য অথবা নিজেদেরকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করার জন্য, যেন তিনি আমাদের পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করেন। একটি বিষয় হল কোন কিছু নিয়ে নেওয়া – আর একটি বিষয় হল সেটিকে সমর্পণ করা। এটি হারানো হতে পারে অথবা সমর্পণ করা হতে পারে।

যীশু আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বলিদানের শক্তির সঙ্গে। তিনি আমাদের দেখালেন যে, ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করলে, যেটি সমগ্র জগতের কাছে ক্ষতি বলে মনে হয় সেটিকে আমরা লাভে পরিণত করতে পারি। যখন ফ্রেডেরিক বুয়েকনার বললেন, "কোন কিছু ত্যাগ করার অর্থ হয় প্রেমের কারণে দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সেটিকে পবিত্র করা," তখন তাঁর বলার অর্থ ছিল এই যে, এমন কি যদি কেউ সেটিকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, এমন কি যখন আমাদের মনে হয় যে এটি আমাদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছে, তখনও

আমরা নির্ণয় নিতে পারি যে, আমরা কিভাবে সেটিকে যেতে দেব।[৪] তখনও শেষ মুহূর্তে আমরা আমাদের হাত খুলে দিতে পারি এবং সেটিকে দিয়ে দিতে পারি যেটিকে অন্যেরা মনে করে যে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং যে পরিস্থিতি মনে হয় আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। প্রেমের জন্য করে, ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে আমরা সেটিকে পবিত্র করতে পারি।

কোভিড-১৯ মহামারীর পরাবাস্তব অভিজ্ঞতায়, যখন দিনগুলি জমা হতে হতে সপ্তাহে পরিণত হয়েছিল, তখন এমন অনুভব করা সহজ হয়ে যাচ্ছিল যেন কোন কিছু আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা নিজেদেরকে ভীত, রাগান্বিত, অনিশ্চিত, এবং আমাদের আরামদায়ক অঞ্চলের বাইরে অনুভব করছিলাম। নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে একটি নির্বাচন ছিল। আমরা আক্রান্ত হওয়ার অভিনয় করে বলতে পারতাম, "আমার কাছ থেকে কিছু একটা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে," অথবা সেটিকে আমরা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে বলতে পারতাম, "পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি। আমরা নিজেদেরকে তোমার পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের কাছে সমর্পণ করি। আমাদের জীবন আর আমাদের নিজেদের নয়। আমরা সেগুলি সমর্পণ করি কারণ আমরা তোমার, আর প্রেমের কারণে আমরা সেগুলিকে দিয়ে দিই যেন তুমি সেগুলি পবিত্র করতে পার।" এর জন্য আমাদের দিক থেকে কিছু বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এর বেতন রূপে আমরা পাই চরম শান্তি, একথা যেনে যে আমাদের জীবন ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেছে, আর আমাদের জীবন কোন এলোমেলো দুর্ঘটনা নয় অথবা স্নায়ু বিকল হয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু আমাদের জীবন আছে তাঁর হাতে। বাস্তবিক, এমন কি আমাদের যাতনাভোগেও তিনি আমাদের তাঁর বাহুতে ধরে রাখেন। জগৎব্যাপী মহামারিও আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ নিরূপণ করতে পারে না। কেউ আমাদের জীবন নিতে পারে না – আমরা নিজেরা সেটি সমর্পণ করি। এই হল আমাদের প্রত্যাশার বাস্তবতা।

---

৪. Frederick Buechner, Wishful Thinking: A Seeker's ABC (New York: HarperOne, 1973), 10

বিলাপের অনুগ্রহ

পর্যাপ্ত অনুগ্রহ আমাদের সকল ভয় ও সন্দেহ দূর করে দেয় না। এর থেকে রেহাই নেই: এমন কি প্রত্যাশাতেও প্রশ্ন থেকে যায়। উত্তরের থেকে যদি প্রশ্ন অধিক থাকে, তাহলেও বিশ্বাস থাকা সম্ভব। দুঃখ করা এবং সেই একই সঙ্গে প্রত্যাশা বজায় রাখা সম্ভব। না কেবল এটি সম্ভব – কিন্তু এটি বাইবেল সম্মতও বটে। আমরা এটিকে বিলাপ বলে থাকি। যেটিকে আমরা গীতসংহিতা পুস্তক বলে থাকি, সেই প্রার্থনা পুস্তকে ১৫০ টি গীতের মধ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, রাজকীয়, আরোহ, বিলাপ এমন কি অভিসম্পাতসূচক (যে প্রার্থনা আমরা করে থাকি যখন আমরা রাগান্বিত হই) সেগুলি সহ বিভিন্ন প্রকারের গীত আছে। ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য রূপে গীতসংহিতা আমাদের দৃষ্টান্ত দেয় যে, জীবনের প্রতিটি ও সকল পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার গীতগুলি (*হালেল* – যার থেকে আমরা পাই "হাল্লিলুয়া" শব্দটি), সেগুলি হল প্রশংসার প্রার্থনা, যে প্রার্থনাগুলি আমরা করে থাকি যখন জীবন সুন্দর ভাবে চলে আর আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতি বিশেষ ভাবে আমরা অনুভব করি। অপর দিকে বিলাপের গীতগুলি হল সেই সকল প্রার্থনা, যেগুলির দ্বারা আমাদের ব্যাথায় আমরা ঈশ্বরের কাছে কেঁদে উঠি, যখন জীবন কঠিন, অস্থির হয়, যার নিরাময় সামনে দেখতে পাওয়া যায় না। বিলাপের মধ্যে যে দুইটি মূল প্রশ্নের উত্থাপন হয় সেগুলি হল, "কেন এমন হচ্ছে?" আর "কতদিন এমন ভাবে চলবে?" এই সকল প্রশ্ন করা ঈশ্বর কেবল অনুমোদন করেন তাই নয়, কিন্তু এটি লক্ষ্য করা একটি আকর্ষণীয় বিষয় হয় যে, বাইবেলের গীতের ৭০ শতাংশই হল প্রশংসার প্রার্থনা *হালেল* নয় কিন্তু বেদনার প্রার্থনা – বিলাপ। ক্রুশে যাতনাভোগ করার সময়, যীশু স্বয়ং একটি বিলাপের প্রার্থনা করেছিলেন (গীতসংহিতা ২২)।

বিলাপের মধ্যে সন্দেহের ছাপ থাকে না, কিন্তু থাকে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার প্রতি একটি গভীর প্রত্যয়। যদিও বিলাপ শুরু হতে পারে এক অসহায় কান্না রূপে, কিন্তু তবুও এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ঈশ্বরের প্রকৃতি, চরিত্র, এবং পরাক্রমের উপরে এক গভীর ভরসা, যিনি জীবনের অন্ধকার, দুর্বলতা, এবং যাতনায় উপস্থিত থাকেন, অংশগ্রহণ করেন, এবং মনোযোগী থাকেন। বিলাপ হল ঈশ্বরের উপরে চরম নির্ভরশীলতা

এবং তাঁর উপরে সমর্পণ করে দেওয়া, যাকে দূরবর্তী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যিনি কখনোই অনুপস্থিত থাকেন না।

আমার এক বন্ধু আছে যে এক বিরল ক্যানসার রোগে আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছিল। এই রোগ বিরল হওয়ার কারণে, তার চিকিৎসকগণ বিভিন্ন প্রকারে চিকিৎসা করার চেষ্টা করছিলেন, যার মধ্যে অনেকগুলি ছিল পরীক্ষামূলক। দুঃখের বিষয়, এত চেষ্টা ও বিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, তার শরীরে ক্যানসার ক্রমাগত ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। একদিন আরও একটি খারাপ ফলাফল পাওয়ার পর, তার স্ত্রী ফেসবুকে এই সাক্ষ্য লিখেছিল : "যখন চিকিৎসার পথগুলি শেষ হয়ে যাচ্ছিল, তখন ঈশ্বরের বাস্তবিক উপস্থিতি বেড়ে চলেছিল।" ঈশ্বরের পর্যাপ্ত অনুগ্রহে ধার্মিক বিলাপ ও প্রত্যাশার থেকে সুন্দর ও ধার্মিক আর কোন অভিব্যক্তি আমার জানা নেই।

প্রভু ব্যতিরেকে আমাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুহূর্ত অপেক্ষা, যখন প্রভু আমাদের সঙ্গে থাকেন তখন আমাদের দুর্বলতায়ও আমরা আরও অধিক শক্তিশালী হই। অনুগ্রহের যাত্রায় আমাদের এই আশ্বাসন থাকে: আমাদের দুর্বলতায় তাঁর শক্তি সিদ্ধ হয়। এই হল সেই প্রত্যাশা, যেটি আমাদের হতাশ করে না। পর্যাপ্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে আমরা পিতরের উক্তিটিকে চরম রূপে গ্রহণ করবো: "আর সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি তোমাদিগকে খ্রীষ্টে আপনার অনন্ত প্রতাপ প্রদানার্থে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদের ক্ষণিক দুঃখভোগের পর তোমাদিগকে পরিপক্ক, সুস্থির, সবল, বদ্ধমূল করিবেন" (১ পিতর ৫:১০)।

উত্তরভাষ:
যীশু খ্রীষ্ট হলেন প্রভু

ঈশ্বরের প্রতি একটি সমর্পিত জীবন হল তার জন্য
সেই শত জীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান যে জীবনগুলি
পবিত্র আত্মা দ্বারা কেবল মাত্র জাগরিত করা হয়েছিল
– ওসওয়াল্ড চেম্বার্স

বিগত এক শত বৎসরে বহু কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে। কল্পনা করুন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করে ২০২০ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকা। কেবল মাত্র একটি শতাব্দীর মধ্যে এই জগতের প্রতিটি অঞ্চলে সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট শিল্প থেকে চলে গিয়েছে তথ্য প্রযুক্তিতে (গুয়েটাবার্গ থেকে গুগলে), গ্রামীণ অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে, আধুনিক চিন্তাধারা থেকে অত্যাধুনিক চিন্তাধারাতে। গত পাঁচ শত বৎসরে যেটির পরিবর্তন ঘটে নি, সেটি হল ঘটনাত্মক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। যেটি ছিল ক্রমাগত পরিবর্তনের আবহাওয়া (যেটি অর্ধ শতক ধরে গঠিত হয়েছিল পূর্বে যা ছিল তার থেকে, আর তাই সেটিকে প্রত্যাশা, অনুমান করা যেত এবং সামলে নেওয়া যেত), সেটির থেকে দ্রুত চলে গেল, এক দ্রুত, ছন্দবিহীন পরিবর্তনের পরিস্থিতির দিকে যেটি ছিল সংহতিনাশক, ও অপ্রত্যাশিত।[1] আমরা আছি প্রায় অপরিজ্ঞাত জলের মধ্যে।

1. Alan J. Roxburgh, The Missional Leader: Equipping Your Church to Reach a Changing World (San Francisco: Josey Bass, 2006), 7.

ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়া এই পরিবর্তনগুলি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভাবন করে, যেটি এই পূর্বানুমানের উপরে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এই জগৎ কিভাবে চলে। এর ফলে, বাস্তুশাস্ত্র (অর্থাৎ মণ্ডলীর প্রকৃতি ও গঠন) এবং মিশনসংক্রান্ত অধ্যয়ন (কিভাবে মণ্ডলী ঈশ্বরের পরিচর্যায় যুক্ত হয়), আপোষহীন ভাবে আবশ্যক রূপে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়। অবশ্য, এই দ্রুত ছন্দবিহীন পরিবর্তনের সময়ে, যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েগুলি অপরিবর্তিত থাকে, সেগুলি হল এই অনন্তকালীন বৈশিষ্ট্য যে, যীশুই হলেন পথ, সত্য, ও জীবন – অথবা প্রাচীনতম খ্রীষ্টিয়ান স্বীকারোক্তি : "যীশু খ্রীষ্টই হলেন প্রভু।"

যাকে আমরা "প্রভু" বলে বিবেচনা করি, তিনি হলেন অনুগ্রহে যাত্রার আবশ্যক ভিত্তি প্রস্তর। যদি আমরা বলি, "[শূন্য স্থান পূর্ণ করা] হলেন 'প্রভু'" (আর তিনি অন্য ব্যক্তি, বস্তু, অথবা স্বয়ং নিজে হয়েও সেটি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হয়), তাহলে এটি চরম লক্ষ্য ও চরম পরিণতি সহ, সম্পূর্ণ উক্তিকে পরিবর্তিত করে দেয়। কিন্তু যদি আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি যে যীশু খ্রীষ্ট হলেন প্রভু, যাকে অনন্তকালের জন্য অভিষিক্ত করা হয়েছে, তাহলে একটি মাত্র সঠিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে : শিষ্যত্ব। রিচার্ড জন নিউহাউস আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, প্রভুত্ব হল "কেবল মাত্র কোন ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করা নয়, কিন্তু একটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা।"[2] যেহেতু যীশু খ্রীষ্ট হলেন প্রভু, তাই আমরা হবো তাঁরই মতো। আমরা সেই কাজ করতে চাইবো যা যীশু করেছিলেন, সেই জীবন যাপন করতে চাইবো যে জীবন যাপন যীশু করেছিলেন। খ্রীষ্টিয়ান শিষ্যত্বের এই হল সংজ্ঞা আর এই হল সেই পথ, যে পথে যীশু মণ্ডলীতে প্রবেশ করেন।

দালাস উইলার্ড এই অনিবার্য যুক্তি দেখিয়েছেন যে, নূতন নিয়ম হল শিষ্যদের *দ্বারা*, শিষ্যদের জন্য ও যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের বি ষয়েপুস্তকগুলির সংগ্রহ।[3] সুতরাং, শিষ্যত্বের লক্ষ্য হল আত্ম–বাস্তবায়ন নয় ("আমাকে আমার প্রকৃত আমিত্ব এবং আমার জন্য কোনটি সর্বোৎকৃষ্ট সেগুলি খুঁজে

2. Neuhaus, Freedom for Ministry, 98.

3. Willard, The Great Omission, 3. উইলার্ড জোর দিয়েছেন যে, নূতন নিয়মে "শিষ্য" কথাটি আছে ২৬৯ বার, যেখানে "খ্রীষ্টিয়ান" কথাটি আছে তিন বার আর এটির ভূমিকা করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট রূপে আন্তিয়খিয়াতে যীশুর শিষ্যদের উল্লেখ করার জন্য (দেখুন প্রেরিত ১১.২৬)।

পেতে হবে") অথবা নির্ধারণবাদ থেকে সরে যেতে হবে ("আমি এখানে কিছুই করতে পারি না; আমি এমনই।")। প্রকৃতপক্ষে, খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, নিজের প্রতি সঠিক হওয়ার অর্থ হয় নিজের প্রতি এই সঠিক হওয়া যে, আমরা পিতা ঈশ্বরের দ্বারা আহূত যেন তাঁর পুত্রের সদৃশে আমাদের পুনর্গঠন করা হয়। যীশুর অনুসরণ করা ও তাঁর মতো হওয়া হল অনুগ্রহের যাত্রার অনিবার্য লক্ষ্য। সুসমাচারের লেখক যোহন বহু চেষ্টা করলেন আমাদের একথা বলার জন্য যে, যীশু দেখতে ও কার্য্যকলাপে তাঁর পিতার মতো : "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে" (১৪.৯)। এবং যীশুই হলেন বাক্য যিনি দেহ ধারণ করেছিলেন, তিনি পিতা থেকে এসেছিলেন, তিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ ছিলেন (১.১৪)। যীশু কে এবং তিনি কি করেন, এই দুইটি বিষয় হল একই মুদ্রার দুইটি দিক, একটি বাস্তবতা যেটি আমাদের শিষ্যত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করে।

জনপ্রিয় ধারণার বিপরীতে, ঈশ্বর কোন লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা আবেগপ্রবণ বৃদ্ধ নন, যিনি থামিয়ে দেওয়ার জন্য হাত নাড়িয়ে বলবেন, "তারা যা খুশি করুক, আমি শুধু চাই যেন তারা আনন্দ করে ও উপভোগ করে।" আর ঈশ্বর না হলেন এমন রাগান্বিত, কঠোর, রেগে থাকা পিতা, যিনি অপেক্ষা করে থাকেন যে কখন তাঁর সন্তানগণ কিছু দুষ্কর্ম করবে এবং তাদের শাস্তি দিয়ে তিনি তাঁর রাগ দেখাবেন। প্রথমটি হল সত্য ব্যতীত অনুগ্রহ – এবং পবিত্রতার অগ্নি ব্যতীত উপভোগ করা, যেটি পরিচালিত করে এমন অনুমতিপূর্ণতার দিকে, যেটি মেনে নেওয়া যায় না। দ্বিতীয়টি হল অনুগ্রহ ব্যতীত সত্য – নির্দয় ধার্মিকতা যেটি পরিচালিত করে কঠোর ভাবে ব্যবস্থাগত হওয়ার দিকে, কিন্তু সেখানে প্রেম থাকে অতি সামান্য। এটি নিশ্চিত যে, অনুগ্রহ ও সত্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ নয়, কিন্তু পবিত্র প্রেমের আবশ্যকতা ও নিষ্ঠার জন্য এই দুইটিকে দৃঢ় রূপে ধরে রাখতে হবে।

মূলত, আমাদের মণ্ডলীর বহু মানুষ কেবল মাত্র নামের জন্য খ্রীষ্টিয়ান কিন্তু তারা যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য নয় যিনি হলেন প্রভু, এই বিষয়টি হল আজকের দিনের মণ্ডলীতে একটি বড় সমস্যা। এই পবিত্রীকৃত শিষ্যত্ব (ঈশ্বরের রাজ্যে তেমন জীবন যাপন করা যেমন যীশু করেছিলেন), আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভিত্তিগত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যান্যদের জন্য

ঐচ্ছিক বিষয় হয়ে গিয়েছে যেটি ধ্বংসাত্মক – কেবল মাত্র এই জন্য নয় যে এটি এই ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যায় যে, যীশু তোমার প্রভু না হয়েও তোমার পরিত্রাতা হতে পারেন, কিন্তু হয়তো আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ রূপে এই জন্য যে, আমরা যেমন আছি তেমন অবস্থাতেই আমাদের গ্রহণ করার জন্য অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা কি হই সেটির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

সি এস লুইস এর এই মন্তব্য, "খ্রীষ্টিয়ান এমন মনে করে না যে ঈশ্বর এইজন্য আমাদের প্রেম করেন কারণ আমরা ভাল, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ভাল করবেন কারণ তিনি আমাদের প্রেম করেন," এটি কেবল এই কথা বলার আর একটি উপায় যে, আমরা যেমন, তেমন অবস্থাতেই ঈশ্বর আমাদের প্রেম করেন, কিন্তু তিনি আমাদের এতটাই প্রেম করেন যে, তিনি আমাদের সেই অবস্থাতেই ছেড়ে দেবেন না। ঈশ্বরের প্রেম হল পবিত্র প্রেম, আর তাই আমরা কেমন প্রকারের ব্যক্তি হই, সেটি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র প্রেম হল অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ। পবিত্র প্রেম, সস্তা অনুগ্রহকে ঘৃণা করে। পবিত্র প্রেম হল শিষ্যত্বের শর্ত ও উপায়। পবিত্র প্রেমের জন্য আবশ্যক, যেন আমরা আমাদের ক্রুশ তুলে নিই ও যীশুর অনুসরণ করি।

যদি আমাদের পক্ষে ক্রুশ তুলে নেওয়া আজকের দিনে আমাদের জন্য একটি কঠিন কথা হয়ে থাকে, তাহলে বিকল্পটি বিবেচনা করে দেখুন: নিজের জন্য রক্তাল্পতা এবং নিষ্প্রভ হয়ে অস্তিত্বে থাকার জীবন যাপন করা: বিনা সম্পর্কের ধর্ম। "শিষ্যত্ব না করার" মূল্য সম্পর্কে (তাঁর ভাষায়):

> দালাস উইলার্ড এর মন্তব্য না দেখে আমি পারি নি। যীশুর সঙ্গে চলার জন্য যে মূল্য দিতে হয় ... শিষ্যত্ব না করার মূল্য তার থেকে অনেক বেশি ... শিষ্যত্ব না করার মূল্য হয় সহবর্তী শান্তি হারিয়ে ফেলা, প্রেমে পরিপূর্ণ জীবনকে হারানো, সেই বিশ্বাস হারানো যেটি সকল কিছুকে দেখে মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের সর্বোপরি পরিচালনার আলোতে, প্রত্যাশাকে হারানো যেটি দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সর্বাপেক্ষা হতাশাজনক পরিস্থিতিতে, যেটি সঠিক সেটি করার এবং শয়তানের শক্তির প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে হারানো। সংক্ষেপে, শিষ্যত্বহীনতার মূল্যটি আপনাকে সেই প্রাচুর্যের জীবনটিকে দিয়ে শোধ করতে হবে

যেবিষয়ে প্রভু যীশু বলেছিলেন যেটিকে আনতে তিনি এসেছিলেন (যোহন ১০.১০)। ক্রুশের আকৃতিতে যীশুর যোঁয়ালি হল, যারা তাঁর সঙ্গে সেটিতে বাস করে এবং মৃদুতা ও হৃদয়ের নম্রতা শিক্ষা করে, যেটি তাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম নিয়ে আসে, তাদের জন্য স্বাধীনতার ও ক্ষমতার অস্ত্র।[4]

শিষ্যত্ব হল একটি অনুগ্রহের যাত্রা, যেটি শুরু ও সমাপ্ত হয় যীশুতে, যিনি হলেন পথ, সত্য, ও জীবন। শিষ্যত্বের লক্ষ্য হল যীশুর অনুসরণ করা, যেমন ভাবে আমরা অনুগ্রহের দ্বারা অধিক থেকে অধিকতর রূপে তাঁর মত হয়ে যাই। এই যাত্রা শুরু হয় ও স্থায়ী হয় অনুগ্রহের দ্বারা, কিন্তু এটি বাস্তবায়িত হয় যখন আমরা প্রভু রূপে যীশুর সঙ্গে সহযোগিতা করি।

খ্রীষ্টিয়ানরা জন্মগ্রহণ করে; আর শিষ্যদের তৈরি করা হয়। আমাদের নিয়তি হল খ্রীষ্টের সদৃশ হওয়া।

4. Dallas Willard, The Great Omission, 8.